৫ম বর্ষ
২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية
جلد: ٥ عدد: ٢، شعبان و رمضان ١٤٢٢هـ/نوفمبر ٢٠٠١م
رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاونديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত গারফা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, আমীন বাড়ী, বাগেরহাট।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (যান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ **মাসিক আত-তাহরীক**
এস, এন, ডি-১১৫, **আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক,** সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Editor: Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post : Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P. O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525. Ph : (0721) 761378, 761741 .

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
শা'বান ও রামাযান	১৪২২ হিঃ
কার্তিক ও অগ্রহায়ণ	১৪০৮ বাং
নভেম্বর	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার

আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✪ সম্পাদকীয় — ০২

✪ প্রবন্ধঃ

❏ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা — ০৩
- নূরুল ইসলাম

❏ ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল — ০৭
- আত-তাহরীক ডেস্ক

❏ আধ্যাত্মিক বিজয় ছওম — ০৯
- রফীক আহমাদ

❏ বিশ্ব জনসংখ্যা সমস্যা নয়, এক বিরাট সম্পদ — ১১
- ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

❏ জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ — ১৩
- আব্দুছ ছামাদ সালাফী

❏ আল্লাহর পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধাসমূহ — ১৪
- আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর

❏ যৌতুক প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন! — ১৬
- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

❏ প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ — ১৯
- আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

✪ ছাহাবা চরিতঃ — ২০

❏ আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) *- আব্দুল আলীম*

✪ মণীষী চরিতঃ — ২২

❏ মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব (রহঃ)
- আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন

✪ নবীনদের পাতাঃ — ২৫

❏ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী
- মুযাফফর বিন মুহসিন

✪ চিকিৎসা জগৎঃ — ২৮

❏ অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কঃ আপনার করণীয়
- ডাঃ রিপন বেগ

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ — ২৯

❏ একজন মানুষের কতখানি জমি দরকার
- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

✪ কবিতা — ৩০

✪ সোনামণিদের পাতা — ৩১

✪ স্বদেশ-বিদেশ — ৩৩

✪ মুসলিম জাহান — ৩৭

✪ বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪০

✪ জনমত কলাম — ৪০

✪ সংগঠন সংবাদ — ৪২

✪ প্রশ্নোত্তর — ৪৮

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলাঃ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকল ৯-টায় নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র টুইন টাওয়ারে ও ওয়াশিংটনের সামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পেন্টাগনে যুগপৎ হামলার প্রতিশোধের নামে বিনা প্রমাণে ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে গত ৭ই অক্টোবর রবিবার রাতের অন্ধকারে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপরে বর্বরোচিত হামলা শুরু করেছে। আজও চলছে সে মর্মান্তিক অভিযান। মরছে শত শত মানুষ। ধ্বংস হচ্ছে অগণিত স্থাপনা। পাথর-বালির দেশ আফগানিস্তানে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। মুখে বলছে ৫০ বছরেও যুদ্ধ শেষ হবে না। এতেই বুঝা যায়, তাদের মতলবটা কি? তাদের উদ্দেশ্য উসামা নয়, বরং উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

বর্তমান বিশ্বের একক খৃষ্টান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তার শক্তিবলয় বিস্তার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। গত শতাব্দীর আশির দশকে তারা তাদের প্রতিপক্ষ রুশদেরকে আফগানিস্তানের উপরে লেলিয়ে দেয়। অন্যদিকে স্বাধীনচেতা আফগানদেরকে অস্ত্র দিয়ে তাদের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়াকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মিটিয়ে দেয়। ৯০-এর দশকে বর্তমান বুশ-এর পিতা সিনিয়র বুশ ইরাকের প্রেসিডেন্ট ছাদ্দামকে লেলিয়ে দেন কুয়েতের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে নিজে ত্রাণকর্তা সেজে কুয়েত ও সউদী আরবের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে নেন। তারপর জাতিসংঘের মাধ্যমে অবরোধ চাপিয়ে দিয়ে গত একযুগ ধরে শক্তিশালী ইরাককে তারা পঙ্গু করে রেখেছে ও এযাবত সেখানকার প্রায় ১৫ লাখ বনু আদমকে অনাহারে-অপুষ্টিতে মৃত্যু বরণে বাধ্য করেছে। বর্তমানে একমাত্র পরমাণু শক্তির অধিকারী মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে করায়ত্ত করা ও অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের উপরে ছড়ি ঘুরানো এবং প্রতিবেশী উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান সহ মধ্য এশিয়ার তৈলসমৃদ্ধ গরীব দেশগুলিকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানকে তাদের খুবই প্রয়োজন। সে লক্ষ্য পূরণের জন্যই তারা মরিয়া হয়ে বোমা ফেলছে আফগানিস্তানে।

আজ উসামাকে 'সন্ত্রাসী' বলা হচ্ছে। অথচ বাস্তবে দেখা যাবে যে, আমেরিকাই বর্তমান বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী। নিজ দেশের নাগরিকদের উপরেও যেমন সে সন্ত্রাস করে, পরদেশের উপরেও তেমনি। ৬০-এর দশকে নিজ দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের মানবাধিকার দমন করার জন্য সিআইএ-র মাধ্যমে সেদেশের মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং-কে তারা হত্যা করে। ৯০-এর দশকে অন্যতম কৃষ্ণাঙ্গ নেতা রুডনী কিং-এর উপরে অবর্ণনীয় পুলিশী নির্যাতনের কাহিনী সবারই জানা আছে। মার্কিন শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসবাদী দল কু-ক্লাক্স-ক্ল্যান সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নীরব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা আজ নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে 'নিজ দেশে পরবাসী' অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে। পরদেশে মার্কিনীদের ও তাদের দোসরদের সন্ত্রাসের নযীরের শেষ নেই। ১৯১৪ সালে ভারতের জালিওয়ানওয়ালা বাগে সমবেত জনসভায় বৃটিশ জেনারেল ডায়ার বিনা উষ্কানীতে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে ১৫ হাযার মানুষকে হত্যা করে। ১৯৪৫ সালে ৬ ও ৯ আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা হামলা চালিয়ে মাত্র ২ মিনিটে প্রায় দেড় লক্ষ জাপানীকে হত্যা করে, যার রেশ আজও চলছে। কোরিয়াতে হাযার হাযার মানুষকে হত্যার পর ভিয়েতনামে ৩০ হাযারের উর্ধ্বে বনু আদমকে তারা অস্ত্রের খোরাক বানিয়েছে। তাদেরই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় গত ৫২ বছর ধরে ইহুদী ইস্রাঈলের হাতে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের রক্ত ঝরছে দৈনিক অবিশ্রান্তভাবে। তৎকালীন গেরিলা নেতা ও বর্তমান ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ ১৯৮২ সালে লেবাননে হামলা চালিয়ে সাড়ে সতেরো হাযার উদ্বাস্তু ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেন। কেবল শাবরা-শাতিলা উদ্বাস্তু শিবিরেই একদিনে হত্যা করেন তিন হাযার ফিলিস্তীনী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে। এই ব্যক্তি এখন পশ্চিমাদের কাছে Honourable man এবং ইয়াসির আরাফাত হচ্ছেন 'সন্ত্রাসী'। ১৯৪৮ সালে পালেষ্টাইনের দার ইয়াসীন গ্রামের সকল ফিলিস্তীনীকে হত্যা করে তাদের লাশগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বুক ফুলিয়ে দম্ভ করেছিল যে মোনাহিম বেগিন, পরবর্তীতে সেই সন্ত্রাসী ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হন এবং ভূষিত হন নোবেল শান্তি পুরস্কারে। শ্যারণ, বেগিন, শামির, মোশে দায়ান প্রমুখদের রাইফেলের গুলির বিপরীতে অসহায় কোন ফিলিস্তীনী যদি পাথর ছুঁড়ে মারে, তাহ'লে সে হয় সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী। আজও তেমনি বিনা প্রমাণে স্রেফ সন্দেহবশে অসহায় আফগানদের উপরে টন কে টন বোমা ফেলা হচ্ছে, তবুও আমেরিকা সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী হ'ল মুক্তিকামী তালিবান যোদ্ধারা। মুসলিম নেতারা সহ তাবৎ গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই অন্যায় ও অমানবিক দৃশ্য চুপচাপ দেখে চলেছে। কারু মুখে কথা নেই। ধিক তোমাদের রাজনীতির, ধিক তোমাদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বুলির।

অনুরূপভাবে গণতন্ত্রের লেবাসধারী ইঙ্গ-মার্কিন-রাশিয়া চক্রের পরোক্ষ মদদে কাশ্মীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মাধ্যমে সেখানকার ৯০% মুসলিম জনসাধারণের রক্ত ঝরছে বিগত ৫২ বছর ধরে। লিবিয়া ও ইরাকের উপরে একই চক্রের ইঙ্গিতে জাতিসংঘের অবরোধ চলছে বছরের পর বছর ধরে। আর ধুকে ধুকে মরছে সেসব দেশে হাযার হাযার মুসলিম বনু আদম। সূদান, সোমালিয়া, বসনিয়া-হার্জিগোভিনা, কসোভো ও চেচনিয়াতেও চলেছে তাদের মাধ্যমে ইতিহাসের চরমতম বর্বরতা। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইউরোপে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান ঘটতে দেওয়া হবে না'। তারই বাস্তবতা ঘটানো হয়েছে জাতিসংঘ সনদের দোহাই দিয়ে বসনিয়াকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেওয়ার মাধ্যমে এবং কসোভোকে ন্যাটো বাহিনীর অধীনে প্রকারান্তরে সার্বীয় দস্যুদের সাথে যুক্ত রাখার মাধ্যমে। মার্কিনীরা খৃষ্টান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদ দিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমূরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ সূদানে খৃষ্টান বিচ্ছিন্নতাবাদী জন গ্যারাং-এর দলকে সার্বিক মদদ দিয়ে চলেছে। এরাই লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলীতে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীকে হত্যা করার জন্য সন্ত্রাসী বিমান হামলা চালিয়ে তার ৯ বছরের বোবা মেয়েকে হত্যা করেছে। এরাই মাদক পাচারের খোঁড়া অজুহাতে পানামার জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক নারিয়েগাকে সামরিক অভিযান চালিয়ে তস্করের মত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এরাই বারবার কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিডেল ক্যাস্ট্রোকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এরাই হাইতির সাবেক প্রেসিডেন্টকে সামরিক অভিযান চালিয়ে পদচ্যুত করেছে। এরাই গত ১৯৯৮ সালের ২৪ শে আগষ্ট ওসামা বিন লাদেনকে হত্যার জন্য আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছে। এধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভুরি ভুরি নযীর মার্কিনীরা সৃষ্টি করেছে। আফগানিস্তানে আজকের Operation crusade kabul হচ্ছে তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের সর্বশেষ সন্ত্রাসী সংযোজন মাত্র। বর্তমানে এই চক্রের সাথে হাত মিলিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। তাদের উদ্দেশ্যঃ এই সুযোগে কাশ্মীর ও পাকিস্তানকে ঘায়েল করা। কিছু না হোক মার্কিন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪টি পারমাণবিক বোমা চুরি করা অথবা এর প্রযুক্তি কৌশল হস্তগত করা। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রধান ৬টি দেশ নিয়ে একটি 'ইসলামী ব্লক' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমেরিকার শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে পাকিস্তান। কেননা এই অঞ্চলে কোন ইসলামী শক্তির উত্থান ঘটুক, আমেরিকা বা ভারত তা কখনোই কামনা করে না।

তাই সবশেষে বলব, আফগানিস্তানের উপরে হামলা কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এ হামলা সকল মুসলিম বিশ্বে পরিচালিত হবে। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। আমরা ইহুদী-খৃষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের সন্ত্রাসের হাতিয়ার হব, না মযলূম মানবতার সাথী হব, এ বিষয়ে আমাদের জনগণকে ও সর্বোপরি বর্তমান জোট সরকারকে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা মযলূম আফগান ভাইদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে গায়েবী মদদ প্রার্থনা করি। আল্লাহ বিশ্বের সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ও মযলূম মানবতাকে হেফাযত করুন - আমীন!

৭ই নভেম্বর ও রামাযানঃ

১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বর ছিল দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার মাইলফলক। আমরা এ দিনটিকে স্বাগত জানাই। আসছে রামাযান আমাদের অধ্যাত্মিক মুক্তির প্রশিক্ষণের মাস। আমাদের দেশ চিরস্বাধীন থাক এবং রামাযানের সাধনার মাধ্যমে আমাদের আত্মা পবিত্র হৌক এই কামনা করি- আমীন!! (স.স.)।

প্রবন্ধ

সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা

নূরুল ইসলাম

আভাষঃ
ছিয়ামের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষকে মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা আল্লাহভীরুতা অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। তবে ছিয়ামের সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যই আজকের এ প্রবন্ধের অবতারণা।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিঃ
ছিয়ামের সামাজিক তাৎপর্য আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে যায় কবির সেই বাস্তবসত্য কবিতাংশের কথা।

'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?'

অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অনুভবের সৃষ্টি। কোন একটি বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা নেই সে বিষয়ে তার উপলব্ধি বা অনুভব সঠিক বা যথার্থ হ'তে পারে না। যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন দুঃখ ভোগ না করে সুখের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে, সে ব্যথিতের বেদনা বা দুঃখীর দুঃখ বুঝতে পারে না। অন্যের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে নিজেকে দুঃখের সাথে পরিচিত হ'তে হয়। অন্যথায় সে দুঃখের মর্ম কি করে বুঝবে? সাপের বিষের যে কি তীব্র জ্বালা তা কেবল সে-ই বুঝতে পারে, যাকে কোন না কোন দিন সাপে দংশন করেছে। অন্য লোকের দ্বারা সাপের বিষের যন্ত্রণা পরিমাপ করা কখনো সম্ভবপর হ'তে পারে না। তাই মহান আল্লাহ রামাযানের ছিয়ামকে ধনীদের উপরেও ফরয করেছেন যাতে তারা ক্ষুধার তীব্র যাতনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে এবং সাথে সাথে গরীবদের প্রতি সদয় হ'তে পারে। তাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের সময় খোঁজ-খবর নিয়ে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে পারে। নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিসাবে দাবী করতে হ'লে এ সত্যকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। বুঝতে হবে ধনীদের সম্পদে গরীবদেরও ন্যায্য অধিকার রয়েছে। তাদের বুঝতে হবে এ ধন তো আল্লাহরই দেয়া। তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই তার ধন সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

'এবং তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক্ব' *(যারিয়াত ১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ-

'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাঁদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত পাপ জমা হচ্ছে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ফেরেববাজী, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজ সমাজ জীবনকে গলা টিপে মারার উপক্রম করেছে। প্রতারণা এবং জালিয়াতিকে মূলধন করে আমরা রাতারাতি ধনকুবের হবার স্বপ্ন দেখছি। মুমূর্ষু ও ক্ষুধার্ত নর-নারীর মুখের গ্রাস, মৃতপ্রায় শিশুর এক ফোঁটা দুধ কেড়ে নিয়ে আমরা পৈশাচিক নৃত্য শুরু করেছি। এ সর্বগ্রাসী লোভ ও সমাজ বিরোধী কাজের অবসান ঘটানোর জন্যই রামাযান আসে। দারিদ্র-অভাব-অনাহারের যে কি ভয়াবহ যন্ত্রণা, সর্বহারার যে কি বুকফাটা আর্তনাদ, দুস্থ মানবতার যে কি ফরিয়াদ তা সমাজের এ পারে মরা গাঙের বাঁধের মাঝেই গুমরে মরে, ওপারের উৎসবরত আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসীদের মজলিসে তা পৌঁছতে পারে না। সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির ধর্ম ইসলাম এ অসাম্য অনুমোদন করে না। দিনে পাঁচবার ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, ছোট-বড় ও শিক্ষিত-মূর্খ সবাই সমবেত হয় মসজিদে। কিন্তু এটা স্থান বিশেষের ভেতর সীমাবদ্ধ। রামাযান মাসে এ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আরও ব্যাপকতরভাবে গোটা দুনিয়ার সর্বত্র মুসলিম সমাজে অনুষ্ঠিত হয়। দিনে পাঁচবার ছালাতে এক সাথে একই মসজিদে একই লাইনে উপবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে বিভিন্ন ধরনের খাবার খান। কেউ হয়ত পোলাও খাচ্ছেন, আর কারও হয়ত খাবারই জুটছে না। সম্পদহীনরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে, কিন্তু বিত্তশালীরা হয়ত এর খবরই রাখেন না। এভাবে বিত্তশালী ও বিত্তহীনদের ভেতর এক বিরাট সামাজিক পার্থক্য গড়ে উঠে। কিন্তু রামাযান সবাইকে ছিয়াম পালনে বাধ্য করার ভেতর দিয়ে ক্ষুধার্তের যন্ত্রণা সবাইকে অনুভব করাতে বাধ্য করে। তাই ধনীর কাছে রামাযান বিশেষ এক বাণী বহন করে আনে। এ বাণীর উদ্দেশ্যঃ ধনীকে দরিদ্রের ক্ষুধার যন্ত্রণা উপলব্ধি করানো- গরীবের, ক্ষুধার্তের সকল অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা; আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাসে নিমজ্জিত আত্মহারার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা।[২]

এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন,

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*
২. *শামসুল হক, বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪), পৃঃ ১২৯-১৩০।*

لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، لتستعد لطلب مافيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين-

অর্থাৎ 'ছিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক চাহিদাসমূহের মধ্যে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধ অর্জন করে এবং চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার স্বর্ণশিখরে আরোহন করে। ক্ষুধা ও পিপাসা তার জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছার তীব্রতাকে চূর্ণ করে দেয় এবং দারিদ্রপীড়িত আদম সন্তানের অনাহারক্লিষ্ট মুখ তখন তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক করে'।[৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও অত্যধিক ছিয়াম পালন করতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন-

اخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الفقير-

'আমি আশংকা করি যে, উদরপূর্তি করে পরিতৃপ্ত থাকলে দরিদ্রদের ক্ষুধার কথা বিস্মৃত হয়ে যাব'।[৪] তাঁর এই ছোট্ট কথাটিতে ছিয়ামের সামাজিক দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মোদ্দাকথাঃ ছায়েম আল্লাহ্র রেযামন্দী বা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হিংসা, ক্রোধ, মিথ্যা, ঝগড়া-বিবাদ, খুনাখুনি, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ, পরনিন্দা ইত্যাদি পাপাচার থেকে বিরত থাকে। ৩০ দিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে সে তার মন্দ প্রবণতাসমূহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। তার ভেতর জেগে ওঠে সাম্য, মৈত্রী, সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব। এভাবে ছিয়াম ধনী-গরীব সকলকে এক কাতারে শামিল করে মুসলমানদের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে ধনীরা উপলব্ধি করতে পারে গরীবদের মর্মবেদনা। তারা তখন বুঝতে পারে কিভাবে গরীবরা আর্থিক অনটনের কারণে অভুক্ত থেকে কালযাপন করে থাকে। এতে গরীব ও অসহায় লোকদের প্রতি তাদের গভীর সহানুভূতি জাগ্রত হয়। গরীব-দুঃখীদের এ ব্যথা বুঝার ও উপলব্ধি করার প্রশিক্ষণ একমাত্র ছিয়াম-ই দিয়ে থাকে। তাই The Cultural History of Islam গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- "The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character". অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামের রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও এতে রয়েছে।[৫]

স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিঃ

আমাদের অনেকের ধারণা রামাযানের ছিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মাস ব্যাপী ছিয়াম পালনে শরীরের পুষ্টি সাধনে বিঘ্ন ঘটে ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ধীরে ধীরে এ সত্য বেরিয়ে আসছে যে, ছিয়াম পালন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তো নয়ই বরং পরম উপকারী। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের স্বাস্থ্যগত কল্যাণ আলোচনা করা হ'ল-

১. কোলেষ্টেরল হ্রাসঃ

যাদের শরীরে চর্বির আধিক্য দেখা যায় তাদের শরীরে রক্তের ভিতর কোলেষ্টেরল (Cholesterol) সাধারণতঃ বেশী থাকে। রক্তে প্রতি ১০০ মিলিলিটার সেরাক বা প্লাজমা-য়ে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ ১২৫-২৫০ মিলিগ্রাম। মোটা (Faty) লোকদের শরীরে যেহেতু মেদ বা চর্বি বেশী থাকে, সেহেতু তাদের রক্তে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই কোলেষ্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। যদি বেড়েই যায় তবে হৃৎপিণ্ডে (Heart), ধমনীতে (Artery) এবং শরীরের অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গে (Vital Organ of the body) সাংঘাতিক রকমের রোগ দেখা দিতে পারে। যেমন (ক) করোনারী এথোরো স্কেলেরোসিস (Coronary Athero Sclerosis) (খ) এনজাইনা পেকটরিজ (Angina Pectoris) মাইওকারডিয়াল ইন্ফারক্শন (Myoicardial infarction) প্রভৃতি। এই রোগগুলি সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডে হয়ে থাকে। আর ধমনীতে (Artery) যে রোগ সাধারণতঃ হয়ে থাকে তাকে এথোরো স্কেলেরোসিস (Athero sclerosis) বলে। এই রোগের প্রধান কারণ হ'ল বাড়তি কোলেষ্টেরলের আস্তরণ ধমনীর ভিতরে পড়তে পড়তে ধীরে ধীরে পুরু হয়ে যায়। ফলে ধমনীর ভিতরের সুড়ঙ্গ পথ সরু (Narrow) হয়ে যায়। যদ্দরুন এই রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।[৬]

এক্ষণে কোলেষ্টেরল কিভাবে হৃৎপিণ্ড ও শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচলের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়, তা একটি উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। শরীরের শিরা ও ধমনীগুলিকে (Arteris and Veins) নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী-নালার গভীরতা যত বেশী থাকে, ততবেশী পানি তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে পারে। এই নদী-নালার তলদেশে যখন বালি বা পলিমাটি

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ে খায়রিল ইবাদ, তাহক্বীক্বঃ শু'আইব আরনাউত্ব ও আব্দুল ক্বাদের আরনাউত্ব (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ২৯তম সংস্করণঃ ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।

৪. হিজাযী ইবরাহীম, *প্রবন্ধঃ* আছ-ছিয়ামু মাদরাসাতুন লিছ-ছাবেরীনা ওয়া আসরারুহু কাছীরাতুন, মাসিক 'আল-ইছলাহ', দুবাই-সংযুক্ত আরব আমিরাতঃ জামঈইয়াতুল ইছলাহ ওয়াত-তাওজীহিল ইজতেমাঈ, ১৭ বৎসর ৩৩৭ সংখ্যা, শা'বান ১৪১৬, পৃঃ ৪৪।

*৫. মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান ইয়াকুবী, **প্রবন্ধঃ** রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭শে নভেম্বর ২০০০, রমজান সংখ্যা, পৃঃ ১০।*

৬. অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমাজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫), পৃঃ ১৮।

জমা হয়ে যায়, তখন আর অধিক পানি এর ভিতর দিয়ে গড়িয়ে যেতে পারে না। শরীরের ভেতরেও ঠিক এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেশী কোলেষ্টেরল শরীরে জমা হ'লে শিরা-উপশিরার ভেতরের লাইনিং-য়ে (Inner lining) তা জমা হয়ে ঐগুলির প্রশস্ততা কমিয়ে ফেলে, যার জন্য পর্যাপ্ত রক্ত এরা বহন করতে সক্ষম হয় না। এর ফলে একদিকে রক্তের চাপ বৃদ্ধি (High Blood Pressure) পায়, অন্যদিকে হৃৎপিণ্ডের ভেতরে যে প্রধান শিরাটি রয়েছে, যার নাম 'করোনারী আর্টারি' এবং যে আর্টারি হৃৎপিণ্ডের জন্য রক্ত বহন করে থাকে, সেই আর্টারিই পর্যাপ্ত রক্ত বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। যাকে বলে 'এনজাইনা পেক্টোরিজ' অথবা হৃৎপিণ্ডের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, যাকে বলে 'করোনারি থ্রম্বোসিস'। যার ফলে বুকে দারুণ ব্যথা হয় এবং হঠাৎ করেই মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে।

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ বড় লোকের মৃত্যু এভাবেই ঘটে থাকে। রামাযানের ছিয়াম এই শ্রেণীর লোকদের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনে। ছিয়াম পালন করার কারণে, সারাদিন না খাওয়ায় এবং দীর্ঘ এক মাস এই প্রক্রিয়া চালু থাকায়, তাদের শরীরে নতুন করে কোন কোলেষ্টেরল জমা হওয়ার সুযোগ পায় না। বরং আগের জমাকৃত কোলেষ্টেরলগুলিও ব্যয়িত হয়ে তার পরিমাণ কমে যায়। ফলে ড্রেজার দিয়ে নদী ড্রেজিং করলে সেখানে যেমন পানির প্রবাহ বেড়ে যায়, তেমনি এই শিরাগুলির রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে তারা এসব ভয়াবহ রোগের হাত থেকে মুক্তি পায়।[৭]

২. অস্বাভাবিক গ্যাসট্রিক এসিডিটি (Abnormal gastric acidity)ঃ

রামাযান মাসে একমাস ছিয়াম পালন করলে তার দ্বারা Hypo and hyperchlorhydria পরিবর্তিত হয়ে সাধারণ অম্লত্বে রূপান্তরিত হয়। যেহেতু ছিয়াম পালনের জন্য গ্যাসট্রিক অম্লত্ব স্বাভাবিকভাবে কমে যায়, সেহেতু রামাযান মাসের ছিয়াম উচ্চ অম্লত্ব (Hyper acidity) কমিয়ে দিতে পারে এবং তাকে প্রতিরোধ করতে পারে। এই Hyper acidity বা উচ্চ অম্লত্ব থেকে সৃষ্টি হয় পেপটিক আলসার (Peptic ulcers)।

পেপ্‌টিক আলসারের নযীর মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয় না। মিশ্র ধর্মের দেশগুলিতেও মুসলমানদের মধ্যে পেপ্‌টিক আলসার খুবই কম। এর কারণ হ'ল, মুসলমানগণ রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করেন এবং তাদের খাদ্যে মদ (Alcohol) থাকে না। উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার Wusasa Hospital-এর ডাক্তার E.T. Hess ১৯৬০ সালে লিখেছেন যে, "As regards your inquiry reference cases of peptic ulcer, the incidence of this disease here amongst the Africans living in a tribal manner appears to be absolutely nill". অর্থাৎ এ অঞ্চলে পেপ্‌টিক রোগীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবনধারায় যারা জীবন যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপ্‌টিক আলসারের রোগী নেই।[৮]

উল্লেখ্য, ১৯৫৮-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্‌যাম সহ ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছিয়ামের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকজন ডাক্তার দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন। এই গবেষণায় দেখা গেছে, পাকস্থলীর অম্লরসের উপর প্রভাব (Effect on Gastric Acidity) শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিয়াম পালনকারীর বেলায় গ্যাষ্ট্রিক এসিড স্বাভাবিক পাওয়া গেছে। প্রায় ৩৬% অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে, যা এসিড বেশী (Hyper acidity) বা কমা (Hypo acidity) উভয় অবস্থায়ই দেখা গেছে। প্রায় ১২% ছিয়াম পালনকারীর এসিড একটু বেড়েছে তবে কারো ক্ষতিকর পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ছিয়ামে পেপ্‌টিক আলসার হ'তে পারে এমন ধারণা ভুল এবং মিথ্যা।[৯]

৩. হযম প্রক্রিয়ার উপর ছিয়ামের প্রভাবঃ

হযম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি যে, যে অংগগুলি এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় সেগুলি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; যেমন- মুখ ও চোয়ালের মধ্যে লালার কোষ, জিহ্বা, গলা, খাদ্যনালী (Alimentary Canal), পাকস্থলী, বার আঙ্গুল বিশিষ্ট অন্ত্র, যকৃতের আঠাযুক্ত পদার্থ এবং অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে, এই পেঁচানো অঙ্গগুলি স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে কার্যকর হয়। যেমন, আমরা যখন আহার শুরু করি অথবা আহারের ইচ্ছা পোষণ করি, তখনই এগুলি সচল হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি অঙ্গই তার নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। একথা সুস্পষ্ট যে, এ প্রক্রিয়ায় সমস্ত অঙ্গগুলি ২৪ ঘন্টা ডিউটিরত থাকা ছাড়াও স্নায়ু চাপ এবং কুখাদ্য খাওয়ার ফলে তাতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।

আর ছিয়াম এসব হযম প্রক্রিয়ার অঙ্গাদির উপর এক মাসের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু এর আশ্চর্যজনক প্রভাব পড়ে যকৃতের উপর। কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হযম করা ব্যতীত আরো ১৫ প্রকার কাজ রয়েছে। যা এভাবে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তারই কারণে পিত্তের আর্দ্র পদার্থ যা হযমের জন্যই বের হয়, তা বিভিন্ন প্রকার অসুবিধা খাড়া করে এবং কাজের উপরও তা প্রভাব বিস্তার করে।

অন্যদিকে ছিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্বস্তি গ্রহণ করে। যা ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর খাবার এমনকি ১ গ্রামের

---

৭. *ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত, প্রবন্ধঃ মেডিক্যাল দৃষ্টিতে সিয়াম, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭শে নভেম্বর ২০০০, পৃঃ ১০।*

৮. *Scientific Indications in the Holy Quran (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June 1995), p. 63.*

৯. ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্‌যাম, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ইসলাম (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ৮-৯।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

এক দশমাংশও যদি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন হযম প্রক্রিয়ার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবী খুবই যুক্তিযুক্ত যে, যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে এক মাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক যুগের লোকজন যারা নিজেদের জীবনের অসাধারণ মূল্য নিরূপণ করে থাকে, তারা অনেকবার ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু যদি যকৃতের মধ্যে কথা বলার শক্তি অর্জিত হ'ত তাহ'লে সে নির্দ্বিধায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলত যে, 'ছিয়ামের দ্বারাই তোমরা আমার উপর বড় করুণা প্রদর্শন করতে পার'।

ছিয়ামের বরকত সমূহের মধ্যে একটি হ'ল রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর প্রভাব সংক্রান্ত। যকৃতের কঠিনতম কাজের মধ্যে একটি হ'ল হযম না হওয়া খাদ্যদ্রব্য ও হযম হওয়া খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। তার কাজ হ'ল প্রতি গ্রাম খাবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বস্তুতঃ ছিয়ামের কারণে সেই যকৃত বলবর্ধক খাবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তেমনিভাবে যকৃত তার স্বীয় শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globulin (যা দেহকে হেফাযতকারী Immune সিস্টেমকে শক্তিশালী করে) সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়। ছিয়াম পালনের কারণে গলা ও শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গ খাদ্যনালী যে শক্তি পায় তার মূল্য পরিশোধ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

মানুষের পাকস্থলী ছিয়ামের সাহায্যে যে প্রভাবগুলি অর্জন করে তা খুবই উপকারী। এ পদ্ধতিতে পাকস্থলী থেকে নির্গত আর্দ্র পদার্থসমূহ উত্তমভাবে তার ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়। যার কারণে ছিয়াম কালীন সময় গ্যাস (Acid) জমা হ'তে পারে না। যদিও সাধারণ ক্ষুধায় তা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ছিয়ামের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্যাস সৃষ্টি থেমে যায়। এর দ্বারা পাকস্থলী আঠাযুক্ত পদার্থ ও আর্দ্রতা তৈরীকারী কোষগুলি রামাযান মাসে বিশ্রাম গ্রহণ করে। ছিয়াম অন্ত্রগুলিকেও প্রশান্তি দেয় এবং তাতে শক্তি সঞ্চার করে। এতে সুস্থ আর্দ্র পদার্থ সৃষ্টি ও পাকস্থলীর আঠাযুক্ত পদার্থের নড়াচড়া হয়ে থাকে। এভাবে আমরা ছিয়াম দ্বারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির আক্রমণ হ'তে আত্মরক্ষা করতে পারি। যা হযমকারী নালীর উপর হয়ে থাকে।[১০]

৪. রক্তের পরিচ্ছন্নতাঃ

হাড়ের মজ্জার মধ্যে রক্ত তৈরী হয়। শরীরে যখন রক্তের প্রয়োজন পড়ে তখন এক প্রকার স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতি হাড়ের মজ্জাকে আন্দোলিত করে তোলে। ছিয়াম কালীন সময়ে যখন রক্তের মধ্যে খাদ্যের পদার্থ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়, তখন হাড়ের মজ্জা আন্দোলিত হ'তে থাকে। এভাবে একজন দুর্বল লোক ছিয়াম পালনের দ্বারা সহজেই নিজের দেহে রক্ত বৃদ্ধি করে নিতে পারে।[১১]

৫. ওযন হ্রাসঃ

ছিয়াম পালন করলে শরীরের ভার আস্তে আস্তে কিছু কমে যায়। তবে তার ফলে কোন ক্ষতি হয় না। এভাবে শরীরের ভার কমে যাওয়া খুবই উপকারী। শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য এটাও একপ্রকার 'থেরাপিউটিক' ব্যবস্থা।[১২]

ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্যাম সহ কয়েকজন ডাক্তারের ৬ বৎসর (১৯৫৮-১৯৬৩) ব্যাপী গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছিয়াম রাখার ফলে শতকরা প্রায় ৮০ জনের শরীরের ওযন কিছু কমেছে। এই ওযন হ্রাসের পরিমাণ এক মাসে এক থেকে দশ পাউণ্ড পর্যন্ত। কিন্তু কোন ছিয়াম পালনকারী এতে দুর্বলতার অভিযোগ করেননি। বরং বেশী ওযনের লোকদের অনেকে ওযন হ্রাসে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।[১৩]

বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে শরীরের অতিরিক্ত ওযন (Obesity) হ্রাসের জন্য নানারূপ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে, যার সবকয়টিই কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। যেহেতু ছিয়াম পালনের ফলে খুব ধীরে অল্প অল্প করে ওযন হ্রাস পায়, তাই শুধু ফরয নয় নফল ছিয়ামের মাধ্যমেও শরীরের অতিরিক্ত ওযন হ্রাস করা যেতে পারে বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেছেন।

৬. মস্তিষ্ক শক্তিশালীকরণঃ

ছিয়ামের বদৌলতে মস্তিষ্কের অবসাদ বিদূরিত হওয়ায় সুদীর্ঘ অনুচিন্তন এবং গভীর ধ্যান সম্ভব হয়। কারণ এতে মুক্ত রক্তপ্রবাহ স্নায়ুবিক যন্ত্রের অবগাহন ঘটায় এবং মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল হয়। এই অবস্থা মস্তিষ্ককে অধিক শক্তিশালী করে এবং স্বীয় শক্তি বাড়িয়ে দেয়। ডঃ আলেক্স হেইগ (Dr. Alex Heig) বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ এবং যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়'।[১৪]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, ছিয়ামের সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। গরীব-দুঃখীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারলেই ছিয়ামের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে রূপ লাভ করবে। অপরদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে ছিয়াম ক্ষতিকারক নয় তা আলোচ্য আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল। অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ছিয়ামের স্বাস্থ্যগত দিক সম্পর্কে আরো ব্যাপক গবেষণা চালাবেন। ফলে আমরা আরো নিত্য-নতুন তথ্য জানতে পারব ইনশাআল্লাহ।

---

১০. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নতে নববী আওর জাদীদ সাইন্স, অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২০ হিজরী), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭-১৪৮।

১১. ঐ, ১/১৪৯-১৫০।

১২. *Scientific Indications in the Holy Quran, p. 62-63.*

১৩. *স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ইসলাম, পৃঃ ৯।*

১৪. *মাহে রমাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, পৃঃ ১৭।*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্কে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব, যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ-মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা চলে।[৩]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে (আযান ব্যতীত) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

৬. তারাবীহঃ (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগারো রাক'আতের বেশী রাতের নফল ছালাত আদায় করতেন না'।[৯]

(খ) তিনি প্রতি দুই রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১০]

(গ) ছাহাবী সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'ওমর ফারূক (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে সাথে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন'।[১১] উক্ত বর্ণনার শেষ দিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১২]

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৩] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুন 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৪]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৫]

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।
৮. নায়ল ২/১১৯।
৯. মিশকাত হা/১১৮৮, ১১৯১, ১১৯২; বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪।
১০. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১১. মুওয়াত্ত্বা মালেক (সনদ ছহীহ), মিশকাত হা/১৩০২।
১২. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১৩. মিশকাত হা/১৩০২।
১৪. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়ার শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নবভী (রহঃ) একথা বলেন।[১৬]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৮]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৯]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২০]

(গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২১] ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্ইয়া আদায় করতে বলতেন।[২২]

(ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদ্ইয়া দিবেন।[২৩]

১৬. *ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
১৭. *আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিযী,* ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৮. *আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।*
১৯. *নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।*
২০. *নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।*
২১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।*
২২. *নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।*
২৩. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

আধ্যাত্মিক বিজয় ছওম

*রফীক আহমাদ**

'ছওম' আরবী শব্দ। এর অর্থঃ বিরত থাকা, সংযম প্রদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়পাত্র ও প্রতিনিধি মানব সম্প্রদায়ের প্রতি স্বীয় ইচ্ছা ও আদেশসমূহের বহিঃপ্রকাশ সমষ্টিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হচ্ছে (১) কালেমা (২) ছালাত (৩) ছওম (৪) হজ্জ ও (৫) যাকাত।

'ছওম' এগুলির মধ্যে অন্যতম আধ্যাত্মিক সুদূরপ্রসারী ইবাদত। বৎসরে একমাস (রামাযান মাসে) ইহা ফরয করা হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় সনে 'ছওম' ফরয হওয়ার আদেশ সম্বলিত আল-কুরআনের সূরা বাক্বারাহ্র ১৮৩ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার'। এই বিশেষত্বপূর্ণ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'ছওম' বা রোযা পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেমন ফরয ছিল, তেমনি আমাদের উপরও ফরয করা হয়েছে। উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি লাভ করে পরহেযগারী অর্জন করা। এখানে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে তুলনার অন্তরালে সর্বজ্ঞানী স্রষ্টার মহৎ উদ্দেশ্য লুক্কায়িত। 'ছওম' পালনের উপযোগিতা হ'ল ছুবহে ছাদেক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত দিন খাওয়া, পান করা, যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা। প্রতি হিজরী সনের রামাযান মাসের প্রথম তারিখ হ'তে শেষ তারিখ পর্যন্ত ২৯ বা ৩০ দিন 'ছওম' পালন করতে হয়।

এই ত্রিশ দিন উপরোক্ত একই নিয়মে পানাহার ও যৌন মিলন ছাড়াও ধীর ও স্থির আত্মসংযমের মাধ্যমে ব্যাপক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন মিথ্যা কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদ বা খুন-খারাবি করা, অকথ্য ভাষা ব্যবহার করা, গীবত করা, লোভ-লালসা করা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কাজ সমূহ হ'তে বিরত থাকতে হবে। যে কোন অপ্রীতিকর কাজের চিন্তা হ'তে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে নফ্সকে। উদার ও অনুকূল মানসিকতার সমন্বয়ে যে কোন অকল্যাণ, নিরর্থক চঞ্চলচিত্ত হ'তে আত্মরক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সতর্কবাণীঃ '(ছিয়াম পালন অবস্থায়) যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যা আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[১]

রামাযান 'ছবর' বা ধৈর্যের মাস, সহানুভূতি ও দান-খয়রাতের মাস, পাপ বিধৌত করা বা ক্ষমা প্রার্থনার মাস, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক অধ্যবসায়ের মাস। আর এসবের ফল জান্নাত। জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় হিসাবে এ মাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে বাঁধা হয়'।[২] অর্থাৎ রামাযান মাসের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির প্রয়াসেই সর্বব্যাপক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে অবিশ্বাস্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ পাওয়া যায়।

মাহে রামাযান একটি মোবারক মাস। সারা বিশ্বের প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান অধীর আগ্রহে এ মাসের প্রতীক্ষায় থাকে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকাংশ আসমানী কিতাবই এ মাসে নাযিল হয়েছে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা, হযরত দাঊদ (আঃ)-এর যবূর, হযরত মূসা (আঃ)-এর তাওরাত, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জীল এ মাসেই নাযিল হয়।[৩] পরিশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কুরআন মজীদও এ মাসের শেষ সপ্তাহে (শবে ক্বদরে) নাযিল হয়। মহাগ্রন্থ ও মহাপবিত্র আল-কুরআন নাযিল সম্পর্কে সূরা ক্বদরে মহান আল্লাহপাক বলেন, 'আমি একে (কুরআন) নাযিল করেছি লায়লাতুল ক্বদরে। 'লায়লাতুল ক্বদর' সম্বন্ধে আপনি জানেন কি? লায়লাতুল ক্বদর হ'ল এক হাযার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে'। আলোচ্য সূরায় লায়লাতুল ক্বদরে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেহেতু লায়লাতুল ক্বদরের সম্মান ও মাহাত্ম্য অতুলনীয়, তাই একে 'লায়লাতুল ক্বদর' তথা মহিমান্বিত রজনী বলা হয়। রামাযান মাসের শেষ দশ রজনীর যে কোন এক রজনী এই সম্মানিত রজনীতে ভূষিত। তবে অধিকাংশ হাদীছ দৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলির যে কোন এক পবিত্র রাত্রিতে সম্মানিত লায়লাতুল ক্বদরের অলৌকিক মর্যাদা সংগোপনে সংরক্ষিত।[৪] লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রির যে কোন স্বচ্ছ ইবাদতের ফলাফলের সমষ্টি এক হাযার মাসের ইবাদতের ফলাফলের সমষ্টির চেয়েও উত্তম *(ক্বদর ৩)*। লায়লাতুল ক্বদরের এই বরকত ভাণ্ডার রাত্রির বিশেষ কোন অংশে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ফজর উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত। আর ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের জনও নিরূপিত নয়, সমগ্র জগতবাসীর জন্য সার্বজনীন ভাবে প্রাপ্ত চিরস্মরণীয় আদেশ।

রামাযান মাসে ক্ষমাশীল আল্লাহপাক দিনের বেলায় ছিয়াম ফরয করেছেন, আর রাত্রিতে ক্বেয়াম নফল করেছেন। অর্থাৎ দিনের বেলায় হালাল পানাহার সহ বৈধ ভোগ্যবস্তু

** শিক্ষক (অবঃ), প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।*

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯।

২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬।

৩. মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৮ পৃঃ ৬, নিবন্ধঃঃ উন্নত মানুষ হও। গৃহীতঃ ইবনু কাছীর ১/২২৬-২২; কুরতুবী ১/৬০, ২/২৯৭।

৪. ঐ, ডিসেম্বর '৯৯ সংখ্যা পৃঃ ১৭। গৃহীতঃ বুখারী শরীফ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫) ৩য় খণ্ড হা/১৮৮৭।

হ'তে নিজেকে সংবরণপূর্বক পরম ধৈর্যশীল থাকার বলিষ্ঠ আদেশ দেন। অপরদিকে রাত্রি বেলায় কুরআন পাঠসহ নফল ছালাত সমূহ হৃদয়ংগম করার স্বর্গীয় সুসংবাদ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, রাত্রির ইবাদত হিসাবে কুরআন পাঠ ও নফল ছালাত রূপে 'তারাবীহ্'র ছালাত-এর অভ্যুদয় নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় অবদান। এই তারাবীহ্র ছালাত প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর স্বদিচ্ছার প্রতিফলন হওয়ায় ইহা সারা বছর তাহাজ্জুদ ছালাতে রূপান্তরিত হয়। তারাবীহ্র মর্মার্থ বা গুরুত্ব মুমিন-মুসলমান নর-নারীর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। ফলে রামাযানের এক মাস মুসলিম বিশ্বের ঘরে ঘরে সবিনয়ে বিশেষত্বপূর্ণ ভাবে পালিত হয় এই অধ্যবসায়ী অনাবিল আদেশ। অনুরূপভাবে মহা সম্মানে পঠিত হয় আল-কুরআন। তাই এ মাসে ঈমানদার মুসলমানগণ ছাড়াও বহু ঈষৎ বিপথগামী মুসলিম দলও ব্যাপকভাবে ছিয়াম পালন সহ সকল ফরয ও নফল ইবাদতে তৎপর থাকে। এমনকি অনেক বিপথগামী মুসলমান নর-নারীও এ মাসের তাৎপর্যে বিশ্বাস রাখার কারণে সাময়িকভাবে (এক মাস) গুণসম্পন্ন হয়ে যায়।

রামাযান মাসে মুসলিম সমাজ মহাবিচারক আল্লাহ্র ভয়ে তথা শেষ দিবসের মহাবিচারের ভয়ে সমবেতভাবে একমাস ছিয়াম পালনের ব্যাপক আয়োজন সুসম্পন্ন করে থাকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও কোন কার্পণ্যতা থাকে না সমগ্র মাসব্যাপী। দরিদ্র, ভিক্ষুক, মিসকীন, নিঃস্ব, অসহায়, পথিক, মুসাফির, অভাবী সহ সকল শ্রেণীর মানুষ এ সময় নিরাপদ সচ্ছলতায় ছিয়াম পালন করে থাকে। কারণ এ মাসে বিত্তশালী, ধনী, স্বচ্ছল, অস্বচ্ছল সকল শ্রেণীর মানুষ উদার চিত্তে দান-খয়রাত করে থাকে।

ছিয়াম পালনকারীদের ইফতার করার জন্য প্রায় প্রতিটি স্বচ্ছল পরিবার পূর্বাহ্নেই সজাগ থাকে। যেহেতু ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর ছওয়াব বা মূল্যমান ছিয়াম পালনকারীদের ছওয়াবের তুল্য'।[৫] কাজেই এ মাসে ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর প্রতিযোগিতা দৃষ্টান্তমূলক এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ছিয়াম শেষাংশের দশ দিনের বিশেষত্ব আরও অতুলনীয়। এই দশদিনের মধ্যে বেজোড় রাতে অর্থাৎ লায়লাতুল ক্বদরের রাতে মহাপবিত্র কুরআন নাযিল হয়। এ মহিমান্বিত রাতের ইবাদতের অর্জিত পুণ্য এক হাযার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম *(ক্বদর ১, ৩)*। তাই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টির ইবাদতের জন্য এই দুর্লভ রজনীর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশ রজনীর বেজোড় রাতে শবেক্বদরের সন্ধান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ সময় সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম ও দান খয়রাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীদের উৎসাহিত করতেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অভিন্ন ইবাদতে নিবদ্ধ থাকার জন্য।

৫. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আলবানী, ছহীহুল জামে হা/৬৪১৫।

আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর হৃদয় নিংড়ানো ও প্রাণপ্রিয় এই আহ্বানে তাঁর অতীব প্রিয় উম্মতবর্গ আবহমানকাল ধরে সাড়া দিয়ে পবিত্র রামাযানের 'আধ্যাত্মিক বিজয়ে' ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখেছে।

অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহিমান্বিত শেষ দশ রজনীতে পরম করুণাময়, প্রশংসিত মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা, দয়া, ভালবাসা, রহমত, বরকত, অনুগ্রহ, মুক্তি, করুণা ইত্যাদি ও তাৎপর্যপূর্ণ সকল পুণ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার বিদ্যমান। তাই আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) শেষের এই দশ দিন 'ই'তেকাফ' করতেন। ই'তেকাফ অর্থ আবদ্ধ। এর জন্য তিনি মসজিদে অবস্থান করতেন। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, দিবারাত্রি কঠোর অধ্যবসায়ের নিয়তে তিনি এই বিজ্ঞ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই দশ দিন পরিবারবর্গের সাথে এমনকি নিজের স্ত্রীর সাথেও প্রেম আলাপ বন্ধ থাকে। এখানে (মসজিদে) নির্জনে একনিষ্ঠভাবে ক্ষমাশীল পালনকর্তার স্মরণে এই মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করা হয়। ছওম-এর প্রত্যাদেশ হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন প্রতি রামাযানে ই'তেকাফ করতেন। তাঁর বিদায়ের পর তাঁর স্ত্রীগণ এ'তেকাফ করেছেন।[৬] রামাযানের এই শ্রেষ্ঠ অধ্যায়টুকু বিশেষ স্বতন্ত্রইবোধের মাধ্যমে আজও মুসলিম জাহানে পুরোপুরি চালু রয়েছে। যেকোন ঈমানদার বান্দা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাগফেরাতের আশায় ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পবিত্র নিয়তে ই'তেকাফে আত্মনিবেদন করতে পারেন। এ সময় একান্ত নির্জনে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক আত্মশুদ্ধি আনয়নের পর সরাসরি প্রিয়তম প্রভুর দরবারে অশ্রুবিসর্জন করা হয়, তাঁর রহমত লাভের আশায়। এই হৃদয় নিংড়ানো একান্ত ইবাদত পরজীবনের কল্যাণ লাভে বলিষ্ঠ ভূমিকার অধিকারী। পরিশেষে ছওম-এর উপদেশমালাকে আমাদের ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বরণ করে নিয়ে সারা বছর পথ চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার সুন্দর আশা নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কলাম শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তিকাফ' অধ্যায়।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ... রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা ... সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হ... হ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

সা... ...রী

ফোনঃ ৭৭...

বিশ্ব জনসংখ্যা সমস্যা নয়, এক বিরাট সম্পদ

*ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম**

মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষ পাঠালেন এই পৃথিবী আবাদ করার জন্য। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর করে সৃষ্টি করলেন মানুষকে। হযরত আদম (আঃ)-কে দিয়ে করলেন এই সৃষ্টির সূচনা। তারই ধারাবাহিকতায় রূপ নিল পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বহুমুখী সমস্যার আবর্তে জনসংখ্যা বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত হ'ল। সৃষ্টির সূচনায় সারা পৃথিবী ছিল মূলতঃ একটি দেশ। তার ভাষাও ছিল একটি। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জন্ম নিয়েছে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন ভাষার। আর এভাবে মানুষ যুগব্যাপী প্রকৃতি ও সমাজ নামক দু'টি স্বতন্ত্র পরিবেশের পরিধির মধ্যে বসবাস করে। মানুষ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী এবং মানুষই সমাজের স্রষ্টা। প্রকৃতি হ'ল মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সচেতনতা যেমন- আলো, বায়ু, পানি, মাটি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় উপাদানের সমষ্টি। অন্যদিকে সমাজ হ'ল মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সাপেক্ষে যাবতীয় বিষয় যেমন পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প, সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি উপাদানের সমষ্টি।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এক অনন্য সত্তা। নৃ-তত্ত্বের হিসাব মতে মানুষ সৃষ্টি ও মানুষের ইতিহাসের বয়স দুই লক্ষের অধিক। তবে জনসংখ্যা বিষয়ক অধ্যয়নের সূত্রপাত কখন শুরু হয় তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জনসংখ্যা বিষয়ক অধ্যয়ন, পুরাতন ধারণা এবং মানবীয় সমাজে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমস্যার মুখে এর অধ্যয়নের সূত্রপাত ঘটে।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। যাতে মানুষের কোন রকম অসুবিধা না হয়। আর এ ব্যাপারে তিনি ভালভাবেই পরিজ্ঞাত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'তিনি সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু যমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবহিত' *(বাক্বারাহ ২৯)*।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বিশ্বের সব কিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মানুষের উপকার সাধন না করে, চাই সে উপকার ইহলৌকিক হোক বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিষ সরাসরি মানুষের আহার ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবন যোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যে সব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলিও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যে সব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

মহান আল্লাহ মানুষকে প্রতিনিধি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না' *(বাক্বারাহ ৩০)*। মহান আল্লাহ মানুষকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা সমস্যা সৃষ্টিকারী হিসাবে সৃষ্টি করেননি বরং আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা পসন্দ করেন না। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে কোন সমস্যা নয়। সে আল্লাহ্র প্রতিনিধি। সমস্যা সৃষ্টি করা তার পক্ষে আদৌ শোভনীয় নয়।

বর্তমান বিশ্বে মানুষ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টিকারী একটি প্রাণী। যেমন জনসংখ্যা একটি সমস্যা। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর সমস্যা হিসাবে সৃষ্টি করেননি। তাহ'লে সমস্যা হিসাবে কেন চিহ্নিত হচ্ছে মানুষ? অথচ মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই আল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন মানুষেরও সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ বলেন, 'আর পৃথিবীতে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত নয়। আর যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়' *(হূদ ৬)*। অতএব পৃথিবীতে রিযিক বা খাদ্য কোন সমস্যা নয় মানুষের জন্যে। আল্লাহ আরও বলেন, 'দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' *(বনী ইসরাঈল ৩১)*। আমাদের ধারণা, আমরাই রিযিকের মালিক। ফলে আমাদের জন্য জনসংখ্যা একটি সমস্যা। আল্লাহ আমাদের অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবেই

** সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনি তাদেরকেও দেবেন। তাই বলা যায় জনসংখ্যা কোন সমস্যা নয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা যা-ই হোক না কেন তাদের রিযিকের ব্যবস্থা এই পৃথিবীতেই মজুদ করে রেখেছেন মহান আল্লাহ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমস্যাটি কোথায়? যার জন্য জনসংখ্যা এখন একটি বড় সমস্যা হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে দুনিয়ার সামনে। এরও প্রকৃত উত্তর আমরা আল্লাহ্র বাণী হ'তে পাই। আল্লাহ বলেন, '(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত' *(বাক্বারাহ ২৭)*।

উপরোক্ত আয়াত হ'তে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা সমস্যা বলে মনে হওয়ার জন্য যে সমস্ত কারণ আছে সেগুলি হ'ল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গীকার বা চুক্তি থাকে সেগুলি ভঙ্গ করা। আল্লাহপাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করা। অর্থাৎ মানুষের প্রতি আল্লাহ্র এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকূলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় না করার জন্যই আজ জনসংখ্যা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে সারা বিশ্বে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে এবং বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অমান্য করার কারণেই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষ আল্লাহ্র অগণিত দয়া ও সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনার কারণে বিশ্বশান্তি রহিত হচ্ছে।

বর্তমান বিশ্ব নেতৃত্ব বা বিশ্ব প্রতিনিধি সংকীর্ণ জাতিসত্তা, বর্ণ, গোষ্ঠী, ভাষা ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বনেতৃত্ব আজ প্রভাব প্রতিপত্তি দিয়ে পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর হ'তে চাচ্ছে। এই ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর পরিবেশসহ সবকিছুই মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আর মনে হচ্ছে জনসংখ্যার বাহুল্যতাই বুঝি সকল সমস্যার কারণ। তাই আল্লাহ বলেন, 'পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করোনা। নিশ্চয়ই তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবেনা এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হ'তে পারবে না' *(বনী ইসরাঈল ৩৭)*। এই প্রতিযোগিতায় তারা এই পৃথিবীকে ও পৃথিবীর জনসংখ্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছে, ফলে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ সকল মানুষই এক আদম (আঃ)-এর সন্তান এবং এই পৃথিবীরই অধিবাসী। সেক্ষেত্রে সবাই পরস্পর ভাই ভাই। তাই এই পৃথিবীটাকে যদি একটাই দেশ হিসাবে মনে করা যায় এবং সকল মানুষকে যদি একই জাতিসত্ত্বা ভাবা যায়, তবে পৃথিবীর জনসংখ্যা সমস্যা বলে মনে হবে না। সে ক্ষেত্রে মানুষের জন্য যে সমস্ত নে'মত আল্লাহ দিয়েছেন সেগুলির সদ্ব্যবহার করা হ'ত। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণেই সব ব্যবহার করা হ'ত। পৃথিবীর সকল সম্পদের বিন্যাস ও ব্যবহার হ'ত সুসম। তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত করার চিন্তাই বিশ্ব নেতৃত্ব তথা প্রতিনিধিদের একমাত্র চিন্তা হ'ত। যদিও সে ব্যবস্থাই কাম্য হওয়া উচিত ছিল। আজ মানুষ মানুষকে তার অধিকার না দিয়ে তার অধিকার হরণ করছে। একদল তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য লড়ছে আর একদল অধিকার হরণ করে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হচ্ছে। অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আর দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না' *(বাক্বারাহ ৬০)*।

তিনি আরও বলেন, 'যখন আমি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ' *(বাক্বারাহ ৮৪-৮৫)*। এটাই হ'ল বর্তমান বিশ্বসভ্যতার সত্যিকার রূপ।

আজ ধনী বিশ্ব গরীব বিশ্বকে ইতর প্রাণীর চেয়েও অবমূল্যায়ণ করছে। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আর অন্য প্রান্তে অপচয় করা হচ্ছে বেহিসাব পরিমাণ। এভাবেই সৃষ্টি করা হচ্ছে সকল সমস্যার। জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার কোন অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে না তাদের মধ্যে। অথচ আল্লাহ মানুষকে সমস্যায় ফেলার জন্য সৃষ্টি করেননি বরং তাঁর প্রতিনিধি হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাই একথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে, মানুষ যদি মালিক না হয়ে প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে মেনে নিতে পারে তবে বিশ্ব জনসংখ্যা কোন সমস্যা হিসাবে নয়; বরং পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে, এর নে'মত ভোগ করতে মানুষ পৃথিবীর এক বিরাট সম্পদে পরিণত হবে। আল্লাহ মানুষকে প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে একটি আরামদায়ক বসবাসের স্থান হিসাবে গড়ার জন্যই পাঠিয়েছেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আজ পৃথিবীকে শাসন করতে চান। স্নেহ মমতা দিয়ে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীদের খেদমত করতে চান না। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের এই বসবাসের স্থানটিকে সমস্যায় না ফেলে কিভাবে মানুষ সম্পদে পরিণত হ'তে পারে সে চিন্তা করা। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন তাঁরা নিজেদেরকে মালিক মনে না করে আল্লাহ্র প্রতিনিধি মনে করবেন।

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ

(الكلمة الحكمة ضالة الحكيم)

*সংকলনেঃ আবদুছ ছামাদ সালাফী**

(৪র্থ কিস্তি)

(٥٣) بَطْنُ الْمَرْءِ عَدُوُّهُ -

(৫৩) মানুষের পেট তার শত্রু।

(٥٤) رُبَّ بَعِيْدٍ أَنْفَعُ مِنْ قَرِيْبٍ-

(৫৪) অনেক সময় দূরের লোক নিকটের লোকের চেয়ে বেশী উপকারে আসে।

(٥٥) بُكَاءُ الْمَرْءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ قُرَّةُ الْعَيْنِ -

(৫৫) আল্লাহ্‌র ভয়ে মানুষের কান্না চোখের প্রশান্তি আনে।

(٥٦) صَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِىْ فِيْهِ -

(৫৬) বাড়ীওয়ালাই বাড়ীর খবর সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(٥٧) اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ-

(৫৭) পাপ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার কোন পাপ নেই।

(٥٨) مَنْ اَدَّبَ وَلَدَهُ صَغِيْرًا سَرَّ بِهِ كَبِيْرًا-

(৫৮) যে তার সন্তানকে বাল্যাবস্থায় শিষ্টাচার শেখায়, সে বড় হ'লে তাকে দেখে আনন্দ পাবে।

(٥٩) ثَوْبُ التَّقِىِّ أَشْرَفُ الْمَلاَبِسِ -

(৫৯) তাক্বওয়ার পোষাকই সর্বোত্তম পোষাক।

(٦٠) دَعِ التَّكَاسُلَ فِى الْخَيْرَاتِ تَطْلُبُهَا- فَلَيْسَ يَسْعَدُ بِالْخَيْرَاتِ كَسْلاَنُ-

(৬০) উত্তম কিছু পেতে চাইলে অলসতা পরিহার কর। কারণ অলস কোনদিন ভাল কিছু পেতে পারে না।

(٦١) لاَ تَثِقْ بِمَنْ يُذِيْعُ سِرَّكَ-

(৬১) যে তোমার গোপন কথা ফাঁস করে দেয়, তাকে বিশ্বাস করো না।

(٦٢) ثَوَابُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ نَّعِيْمِ الدُّنْيَا-

(৬২) পরকালের ছওয়াব পৃথিবীর নে'মত অপেক্ষা উত্তম।

(٦٣) جَالِسِ الْفُقَرَاءَ تَزِدْ شُكْرًا-

(৬৩) গরীব লোকদের সাথে উঠাবসা কর, তাহ'লে অধিক শুকরিয়া আদায় করতে পারবে।

(٦٤) قَالَ حَاتِمُ الْاَصَمُّ: اَلْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ فِى خَمْسٍ-

(৬৪) হাতেম আল-আছাম বলেন, পাঁচটি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ।

(الف) إِطْعَامُ الضَّيْفِ إِذَا حَلَّ-

(ক) অতিথি আসলে তাকে আহার করানো।

(ب) وَتَجْهِيْزُ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ-

(খ) কেউ মারা গেলে তাকে দাফন করা।

(ج) وَتَزْوِيْجُ الْبِكْرِ إِذَا أَدْرَكَتْ-

(গ) মেয়ে যুবতী হ'লে বিবাহ দেওয়া।

(د) وَقَضَاءُ الدَّيْنِ إِذَا وَجَبَ-

(ঘ) ঋণ থাকলে পরিশোধ করা।

(ه) وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ-

(ঙ) কোন পাপ করলে দ্রুত তওবা করা।

(٦٥) خَيْرُ جَلِيْسٍ فِى الْأَنَامِ كِتَابٌ-

(৬৫) নিদ্রাচ্ছন্ন করার উত্তম সঙ্গী হচ্ছে বই।

(٦٦) لاَ تَنْظُرْ إِلَى الْاَبْرِيْقِ بَلْ اُنْظُرْ إِلَى مَا فِيْهِ-

(৬৬) পাত্রের দিকে দেখ না বরং উহার ভিতরে কি আছে তা দেখ।

(٦٧) جِهَادُ النَّفْسِ أَفْضَلُ الْجِهَادِ-

(৬৭) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ-ই সর্বোত্তম জিহাদ।

(٦٨) اَلْجَهْلُ مَطِيَّةٌ سُوْءٌ - مَنْ رَكِبَهَا زَلَّ وَمَنْ صَحِبَهَا ضَلَّ-

(৬৮) অজ্ঞতা নিকৃষ্ট বাহন। যে এ (অজ্ঞতা) বাহনে চড়বে সে দুর্ঘটনায় পড়বে এবং যে এর সাথে থাকবে সে পথভ্রষ্ট হবে।

(٦٩) اَلْجَهْلُ شَرُّ الْاَصْحَابِ-

(৬৯) অজ্ঞতা সবচেয়ে জঘন্য সাথী।

(٧٠) لاَ تَكُنْ لَيِّنًا فَتُعْصَرْ وَلاَصُلْبًا فَتُكَسَّرُ-

(৭০) এমন নরম হয়ো না যে লোকে তোমাকে চিপে মেরে ফেলবে এবং এমন শক্ত হয়োনা যে ভেঙ্গে যাবে।

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত ও উহার বাধাসমূহ

*আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর**

[১৯শে অক্টোবর ২০০১ শুক্রবার বাদ জুম'আ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের বাংলা অনুবাদ]

প্রশংসা মাত্রই সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। অতঃপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলগণের সর্দার নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দান মুসলিম মিল্লাতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। একমাত্র অপারগ ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেককেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সম্ভাব্য উপকরণ দ্বারা উক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দা'ওয়াতী কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা উপলব্ধি করছেন। আরো লক্ষ্য করছেন যে, এই মহান দায়িত্ব পালন থেকে বহু সংখ্যক মুসলমানই পিছু টান দিয়েছে। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেগুলির কতিপয় নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

দা'ওয়াত হ'তে বিমুখকারী বিষয় সমূহঃ

১. দায়িত্বানুভূতির দুর্বলতা এবং দা'ওয়াতী কর্তব্য পালনে গাফিলতি। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন মুসলিম ব্যক্তি অনুভব করে না যে, তাকে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে জাতিকে যোগ্যতার স্থানে দাঁড় করানোর জন্য সে কি করেছে, জাতির ব্যাধিগুলির জন্য কি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েছে, আর জাতির ক্ষতগুলিতে পট্টি লাগানোর কি ব্যবস্থা নিয়েছে।

২. তাদের কেউ কেউ এরূপ আক্বীদা পোষণ করে যে, এলাকায় কিছু লোক তো আছে, যারা দা'ওয়াতী কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন এবং দা'ওয়াতী ফরযিয়াত আদায় করছেন। আর এটাই তো যথেষ্ট। সুতরাং বাকীদের দা'ওয়াতী কার্য নিয়ে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।

৩. দুনিয়া এবং তা ভোগের উপকরণ যেমন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, গাড়ী-বাড়ী, বাসস্থান ও পদবী নিয়ে অতি ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়া।

৪. বিভিন্নমুখী ফাসাদী স্রোতধারার সম্মুখে ভেঙ্গে পড়া এবং নিজেকে দুর্বল অনুভব করা। অধিক পরিমাণে অনিষ্টকারী ও বাতিল বস্তুতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং পরিবারকে আসবাবপত্র ও বিভিন্নরূপী সাজসজ্জা দ্বারা সাজিয়ে তোলা, যা অন্তরের দিকে অবণতিশীলতাকে তাড়িত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত এ কারণেই কোন কোন হৃদয়ে এরূপ ভাবের সৃষ্টি হয় যে, সংশোধন এক কঠিন বিষয়। অথবা এমন ভাবের উদয় হয় যে, তার নিকট হ'তে এমন সব কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে বলা হচ্ছে, যেগুলি সে পালন করার উপযুক্তও নয় আবার করতে সক্ষমও নয়। অন্যদের ক্ষেত্রে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, কিছু উপকরণ ব্যবহার করার পর তাদের কেউ বলে ফেলছে যে, হয় অবস্থার উন্নতি ঘটে লোকদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে অথবা আমরা স্থান ছেড়ে দিয়ে ময়দান হ'তে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেব।

৫. তাদের কারো অনুভূতি এরূপ যে, দা'ওয়াতী ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তা জুম'আর খুৎবা বা অপরিকল্পিত ভাষণ অথবা জনসম্মুখে বক্তব্য প্রদান এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেগুলি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে সে দা'ওয়াতী ক্ষেত্র হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৬. কিছু কর্মকর্তা দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে যে আক্রমণ বা আঘাতের সম্মুখীন হন এবং কিছু দাঈ-র ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়, তা কখনও কখনও তাদের কারো ধারণায় শান্তি প্রত্যাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।

৭. পর্যবেক্ষক ও দাঈদের দা'ওয়াতী কর্মের দিকে যুবকদের পরিচালনায় ত্রুটি এবং তাদের সম্মুখে জগতকে উপস্থাপনে ত্রুটি, যার প্রেক্ষিতে প্রত্যেকে প্রবেশ করতে পারে প্রশস্ত দা'ওয়াতী ক্ষেত্রের দিকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, ক্ষমতা ও বাড়তি দক্ষতা দ্বারা।

৮. কারো কারো দাবী এই যে, সমস্যার কারণ মানুষের অজ্ঞতা নয়। বরং লোকেরা তাদের ধারণায় নাফরমানী করছে জেনে শুনেই। আর হক্বের বিরোধিতাও করছে। অতএব তারা যা জানে, তা তাদেরকে শিক্ষাদানে প্রচেষ্টার ফলাফল কি এবং যে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত, সে সম্পর্কে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েইবা লাভ কি?

৯. অনেকে আবার অলসতা ও অক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং তাদের সকল অবস্থা ও কর্ম সমূহে চেষ্টা চালানো হ'তে দূরে সরে যাচ্ছে। সে সব কর্মের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দেয়ার বিষয়টিও রয়েছে।

১০. তাদের কেউ আবার কোন কোন চিন্তনীয় ঘটনা আর বর্তমান যুগের কোন আধুনিক গবেষণাধর্মী বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে। অথচ তাকে জাতির কর্মকাণ্ডে, চাল-চলনে ও চরিত্র গঠনের ন্যায় গঠনমূলক কর্মে গুরুত্ব দিতে ব্যস্ত করতে পারেনি। অনুরূপভাবে ফেক্বহী বিষয়ে মতভেদী মাসআলা-মাসায়েলকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার ন্যায় কঠিন বিষয়েও জড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণ স্বরূপ ছালাত শেষে দুই হাত উত্তোলন পূর্বক দো'আ করা। এ মাসআলাটি উল্লেখ করার কারণে আমাকে কেউ দোষারোপ করবেন না।

১১. তাদের কেউ কেউ এমন আছে, যারা ছিদ্রান্বেষণেই ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে দা'ওয়াতী ক্ষেত্রের কর্মীদের

* ডাইরেক্টর, বাংলাদেশ অফিস, জমঈয়াতু এহ্ইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত।

নিয়ে। শুধু তাই নয় তারা সেসব দোষ-ত্রুটি প্রকাশ, প্রচার এবং আকারে বড় করতেই ব্যস্ত থাকে। কখনও আবার শয়তান তার উপর এমন এক মিশ্রণের সৃষ্টি করে যে, এটাই যেন তার নিকট মীমাংসার বা এছলাহের পথ। আর সে এ মর্মে ভাল কাজ করছে এবং দা'ওয়াতী কর্মের উপরেই দণ্ডায়মান বলে দাবীও করছে।

১২. দাঈদের কেউ আবার এরূপ শর্তারোপ করে থাকে যে, দাঈ প্রকল্পে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োগ দিতে হবে। যদি সে স্থান, পদবী বা মারকায তার চাহিদা মাফিক দেয়া না হয়, তাহ'লে সে অহংকার করে। ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, সে পশ্চাৎপদতায় ফিরে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে দূরে সরে যাচ্ছে। মূলতঃ সর্বাবস্থায় সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্যাধিসমূহের চিকিৎসাঃ

যখন আমরা সেসব কারণগুলি জানলাম, যেগুলি দা'ওয়াত প্রদান হ'তে বিমুখতার দিকে ধাবিত করে এবং দা'ওয়াত প্রদান হ'তে ফিরিয়ে রাখে। এক্ষণে আমরা জানব এর সমাধানগুলি, যা দ্বারা উল্লেখিত ব্যাধিগুলির চিকিৎসা করতে পারি। সমাধানগুলি হ'লঃ

(ক) প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির তার দ্বীন ও জাতির জন্য করণীয় ও মহান দায়িত্ব রয়েছে, এরূপ অনুভূতি তার মনে জাগ্রত করা। বিশেষ করে নেককার যুবক সে, যে নিজেকে উত্তম পথের উপর গড়ে তুলেছে এবং সত্যের সাহায্যকারী হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। সে-ই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তার জাতিকে যোগ্যতার আসনে আসিন করার জন্য, জাতি হ'তে মূর্খতা দূরীকরণের জন্য, বিচ্ছিন্ন জাতিকে সংশোধনের জন্য এবং রোগাক্রান্ত, সমস্যায় জর্জরিত জাতির সুচিকিৎসার জন্য। আজকের মুসলিম বিশ্ব বাস্তবে বহু বড় বড় সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে দাঈর সংখ্যা অপ্রতুল। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঈকে যদি একটি দেশে একত্রিত হয় তবুও বাস্তব প্রয়োজন মিটবে না।

(খ) এটি উপলব্ধি করা যে, দুনিয়া অতি নগণ্য-তুচ্ছ বিষয়। এই দুনিয়ার দিকে অন্তর ধাবিত হোক সে তার উপযুক্ত নয় এবং শরীর দুনিয়াকে নিয়ে অতি ব্যস্ততায় মশগূল হয়ে পড়ুক তার জন্যও দুনিয়া উপযুক্ত নয়। দুনিয়ার সত্যিকার মূল্য এই যে, সেটি একটি নেক কর্ম সম্পাদনের ও বরকতময় প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্র মাত্র, যা ব্যক্তিকে তার আখেরাতে মুক্তি দান করবে। সেই নেক কর্মগুলির মধ্য হ'তে অন্যতম হচ্ছে দা'ওয়াতী কর্ম। আর সৃষ্টিকুলের উপকার করা, উপকারে আসে এমন পন্থা দ্বারা।

(গ) আল্লাহ তা'আলার সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং তার ওয়াদার উপর দৃঢ় আস্থা রাখা এ মর্মে যে, তিনি দ্বীনের দায়িত্ব বহনকারীদের সহযোগিতা করবেন। আর যখনই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্মান্তরিতকারী খ্রীষ্টান এবং বিদ'আতী দুশমনরা চক্রান্তের জন্য পরামর্শে লিপ্ত হয়, আর তাদের ভ্রান্ত মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিতে থাকে, তখন তারা অবশ্যই পরাজিত হবে আল্লাহ্‌র কুদরতি শক্তির কাছে। কিন্তু পরীক্ষায় পতিত হওয়া তাদের জন্য অতীব যরূরী। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ -

'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান' *(মুহাম্মাদ ৪)*।

(ঘ) এই দ্বীনি কর্ম ও দা'ওয়াতী ক্ষেত্র সমূহকে বিস্তৃত করার জন্য ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে করে প্রত্যেকের পক্ষে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর এই অংশগ্রহণ নিম্নের মাধ্যমগুলো দ্বারা হ'তে পারে।

দা'ওয়াতের মাধ্যম সমূহঃ (১) ব্যক্তিগত (একাকী), মৌখিক ও লিখিতভাবে নছীহত (২) স্বল্প কথা দ্বারা অথবা পত্রালাপের মাধ্যমে (৩) পত্রিকা এবং সাময়িকীগুলিতে প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে (৪) পত্রিকা, সাময়িকী এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক কিছু কিছু লিখার ত্রুটি চিহ্নিতকরণ এবং তার প্রতিবাদ করা (৫) রেডিও, টেলিভিশনে বক্তব্য প্রদান ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করা (৬) গঠনমূলক গল্প রচনা করা (৭) ইসলামী টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করা, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাপ্তাহিক বা মাসিক ইসলামী সাময়িকী প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর মাধ্যমে বিভিন্নমুখী শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ও গঠনমূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা (৮) উপকারী ক্যাসেট, গঠনমূলক পুস্তিকা এবং ছোট ছোট বই ও লিফলেট বিতরণ করা (৯) দা'ওয়াতের সহযোগিতায় এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর কবিতা রচনা করা।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, হাসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর কবিতা কেমন ছিল। তা ছিল মুশরিকদের উপর খোলা তরবারীর ন্যায়। এর দ্বারা তিনি তাদের বাতিল পথের মূলোৎপাটন করতেন এবং তাদের মুখে লাগাম লাগিয়ে দিতেন। তাদেরকে করে দিতেন জওয়াববিহীন (১০) দেশে ও বিদেশে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করা (১১) কুরআন শিক্ষার আসর এবং মসজিদভিত্তিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে যুবকদের প্রশিক্ষণ দান করা। তাদেরকে তাদের শিক্ষা ও বিবাহ ক্ষেত্রে আগত সমস্যাদীর সমাধানে সহযোগিতা করা। কেননা যুবকদের সামাজিক এবং আত্মিক স্থিতিশীলতার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ পদক্ষেপের মাধ্যমেই সমাজের বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব (১২) দা'ওয়াতী কর্মসূচীর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সামাজ কল্যাণ মূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ণ করা। দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে ফলদায়ক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা, যা দ্বারা অন্য কোন উপযুক্ত সক্ষম ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হ'তে পারে। এই শিক্ষা দা'ওয়াতী ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত করার জন্য প্রত্যেক অপারগতা প্রকাশকারীর অপারগতাকে দূরীভূত করবে।

[চলবে]

যৌতুক প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন!

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

নারী ও পুরুষ আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মাঝেই গড়ে উঠে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। বিবাহ এ দু'সৃষ্টির মাঝে এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বয়ে আনে। এ সম্বন্ধ সৃষ্টিতে তাই এমন কোন বাধা থাকা উচিত নয়, যা আনন্দের পরিবর্তে বয়ে আনে অভিশাপ, সুখের পরিবর্তে দুঃখ, উদারতার পরিবর্তে কঠোরতা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে এমন এক বিজাতীয় সংস্কৃতি, যা দাম্পত্য সুখকে কন্টকময় করে তুলে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয় পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে। যার নাম 'যৌতুক'। যে ছেলের জন্ম দিয়েছে, সে যেন লাট ছাহেব, জন্ম জন্মান্তরের পূণ্যবান এক মহাপুরুষ। আর যে ছেলের পরিবর্তে মেয়ের জন্ম দিয়েছে, সে যেন এক মহাঅপরাধী, কাঠগড়ার আসামী। এ কুসংস্কার গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে আজ প্রায় ধ্বংস করে দিচ্ছে। মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামের ভাষায়, 'মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে তাই ছেলেকে পাল্লায় ওযন করে সমপরিমাণ সোনা, রূপা, ঘটি-বাটি, খাট-পালংক, তোষক-বালিশ তৈরি রাখতে হবে। এ যে এক দুর্নীতি, যা হিন্দু সমাজ থেকে ছোঁয়াছে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি ঘরে ঘরে এবং বিষাক্ত করে তুলেছে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। এই কঠোর 'যৌতুক' প্রথা সমাজে প্রবেশ করার দরুন মেয়ের পিতা-মাতা তার মেয়ের রূপ, গুণ, শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও সৎ পাত্রস্থ করতে পারছে না'।[১]

'যৌতুক' বাংলা শব্দ। আভিধানিক অর্থ বিবাহাদি সংস্কারে পাত্রকে পাত্রীর পক্ষ থেকে প্রদেয় অর্থ। ছেলের বিবাহের সময় বরপক্ষ কনের পক্ষ হ'তে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা অথবা সোনা, চাঁদি বা মূল্যবান জিনিষপত্র গ্রহণ করা বা দাবী করা অথবা দাবী আদায়ের নিমিত্ত্বে স্থির করা।[২]

প্রচলিত 'পণ প্রথা' সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে উপমহাদেশের খ্যাতনামা আলেম ও হাদীছ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত মিশকাত-এর প্রসিদ্ধ আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ'-এর স্বনামধন্য লেখক আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'বিয়ে ঠিক করার সময় পাত্র পক্ষ হ'তে পাত্রী পক্ষের নিকট থেকে কোন জিনিষের দাবী করা এবং বিয়ের জন্য উক্ত দাবী পূরণকে শর্ত রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। জিনিষপত্রের মাধ্যমে, নগদ টাকার মাধ্যমে কিংবা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মাধ্যমে হৌক। এ ধরনের শর্ত আরোপকারী ব্যক্তি বা তার সাথীরা দ্বীনের দিক থেকে ঘোরতর পাপী ও কবীরা গুনাহগার। পাত্রী পক্ষ থেকেও আগে বেড়ে পাত্র পক্ষকে কিছু দেওয়ার ওয়াদা করা বা প্রলোভন দেখানো শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায়'। তিনি বলেন, 'বিয়েতে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রথা- যার নাম পণ, ডিমাণ্ড, প্রেজেন্টেশন, যৌতুক যাই-ই রাখা হৌক না কেন, ইসলামে তা হারাম ও অবৈধ। এ থেকে বেঁচে থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য'।[৩]

কিভাবে এ যৌতুক প্রথা সমাজে প্রবেশ করল, তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে ইতিহাস পাঠে যদ্দুর জানা যায়, বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী ও পৌত্তলিক হিন্দুদের থেকেই যৌতুকের গোড়াপত্তন হয়। কারণ হিন্দু সমাজে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কনের পিতা স্বত্ত্ব ত্যাগ করে পাত্রকে কন্যাদান করেন। আর সঙ্গে পাত্রকে প্রদান করেন বহু অর্থ ও মূল্যবান গয়নাপাতি। হিন্দু সমাজে এ প্রথা 'পণ' নামে পরিচিত। আবার এ 'পণ' প্রথা কখন থেকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত, তাও নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে শত সহস্র বছর ধরে যে চলে আসছে, তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

শখের বশে হিন্দু সমাজে প্রচলিত 'পণ' বা যৌতুক প্রথা অধুনা অনেক হিন্দু পরিবারের জন্যেও গলার ফাঁস ও মরণ ফাঁদ হয়ে দেখা দিয়েছে। যা বর্তমানে দেশে কঠোর আইন প্রনয়ণ করে এবং ভারতবর্ষে কন্যাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী সত্ত্বাধিকার দিয়েও এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

বর্তমান সময়ে হিন্দু সমাজের দেখাদেখি মুসলিম সমাজেও বিয়ের ঘোষিত বা অঘোষিত শর্ত হিসাবে মেয়ে পক্ষের নিকট থেকে ছেলে পক্ষের যৌতুক আদায়ের লজ্জাস্কর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেখানে বরের পক্ষ হ'তে কনেকে মোহরানা দেওয়ার কথা। সেখানে যেন কনের পক্ষ হ'তে ছেলেকে মোহরানার বেনামীতে যৌতুক দিয়ে বিয়ে করতে হচ্ছে। ছেলেরা এখন মেয়েকে বিয়ে করছে না; বরং তারা টাকাকে বিয়ে করছে। ফলে অনেক বিবাহযোগ্য মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না। এ ব্যাপারে শিক্ষিত ছেলেরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তাদের ডিগ্রীর মান অনুযায়ী যৌতুকের মান বৃদ্ধি পায়। অথচ তাদের কাছ থেকেই সমাজ আদর্শ ও ন্যায়নীতি আশা করে।

হিন্দুদের এই যৌতুক প্রথা মুসলিম জাতিকে পেয়ে বসল তখন, যখন তারা অহি-র বিধান ভুলে গিয়ে কুফরী আইন-কানূন মেনে নিল এবং ধন-সম্পদের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটতে শুরু করল। তবে এ যৌতুক প্রথা মুসলিম সমাজে আমদানীর পিছনে তথাকথিত ইসলাম বিদ্বেষী কিছু শিক্ষিত লোকের মানসিকতাই কাজ করেছে বেশী। তারা বিজাতীয় প্রথা ও সংস্কৃতি ইসলামে অনুপ্রবেশ ঘটানোর মাঝে কোন ক্ষতির আশংকাবোধ করেননি, যেমন আজও

** এম,এম, বি.এ (অনার্স) এম,এ, ইসঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, গড়ের ডাংগা, তালা, সাতক্ষীরা।*

১. *মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (দঃ) (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৫) পৃঃ ৪৫।*

২. *তদেব।*

৩. *মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯, পৃঃ ১০, নিবন্ধঃ যৌতুকঃ এক পরিবার বিধ্বংসী বোমা।*

করছেন না। ফলে শিক্ষিত জামাইকে শখের বশে খুশীকরণে আনুষ্ঠানিক শোভা বৃদ্ধিতে গোল্ডেন রিং, হোণ্ডা, কার ও নগদ টাকা দেওয়া হ'ত। যেমন নূরুল ইসলামের ভাষায় 'জামাই কি আর ছেলে কি পেটের না হৌক, বুকের তো বৈকি। মেয়ের বিবাহে জামাইকে দিলাম কিছু তাতে আবার দোষের কি?'[৪]

কিন্তু পরবর্তীতে এ প্রথা ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মাঝেই ধাপে ধাপে ছড়িয়ে পড়ে। আগে এরকম দেওয়া-নেওয়া ও দাবী করাতে সংকোচবোধ হ'লেও বর্তমানে এটি 'ওপেন সিক্রেটে' পরিণত হয়েছে। যেমন- ঘুষ এককালে সংকোচের বিষয় থাকলেও বর্তমানে তা সংকোচবোধ ভাবা তো দূরের কথা; বরং ডিমান্ড করে প্রাপ্য টাকার ন্যায় সামনে গুনে গুনে আদায় করে নেওয়া হয়। এ ধরনের ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজগুলো সমাজে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর প্রান্তসীমানা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা আগাম বলা মুশকিল। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতির স্বতঃসিদ্ধ সূত্র (Formula) Want is unlimited 'চাহিদা অসীম' কথাটাই যেন আজ সত্যে পরিণত হ'তে চলেছে। ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সব ধর্মের মেয়েরা পিতা-মাতার উপর দায়গ্রস্ত ও দিশেহারা। অভিশপ্ত এ যৌতুকের দাবী পূরণে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ চিন্তিত ও হতাশাগ্রস্ত।

বিয়ের সময় কন্যার পক্ষ থেকে ছেলেকে কিছু দিতে হবে এমনটি ইসলামে নেই। কিন্তু ছেলের পক্ষ থেকে কন্যাকে অবশ্যই কিছু দিতে হবে, যা 'মোহর' নামে পরিচিত। এটি বিয়ের প্রধান শর্ত ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় লোকেরা এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন।[৫] একদা কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিখানোর বিনিময়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বিবাহ দিয়েছেন।[৬]

মোহর স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেওয়া বিশেষ সম্মান ও উপঢৌকন স্বরূপ। এটা স্বামীকেই দিতে হয় এবং হাসি মুখে ও খুশী মনে দিতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশী মনে প্রদান কর' *(নিসা ৪)*। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'এটা এজন্য যে, এর দ্বারা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণের সত্যতা প্রমাণ করা হয়'।[৭] অন্য আয়াতে স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য ফরয ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর *(নিসা ২৪)*।

মোহরানা এমন একটি অপরিহার্য বিষয়, যা বিয়ের সময় আলোচনা না করলেও স্ত্রীর বোনেদের বা তার পিতার সামাজিক মর্যাদা বুঝে নির্ণীত হয়ে থাকে।[৮] তাই মোহর কোন অবস্থায় মাফ নেই। যদি কেউ মুখে বড় অংকের মোহর বাঁধে আর মনে মনে না দেওয়ার ফন্দি আঁটে তবে সে স্পষ্ট প্রতারক হবে এবং মুনাফিকের খাতায় তার নাম লিখা হবে। কেননা কুরআনে মোহর খুশী মনে দিতে বলা হয়েছে। চাপ দিয়ে বা বড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে মোহরানা দিলে প্রকৃত অর্থে তা তোহফা হবে না। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'তোমরা মোহর বাঁধার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এটা যদি কোন সম্মানের বিষয় হ'ত তাহ'লে তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক পরিমাণে মোহর বাঁধতেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের কারো মোহরানা ১২ উক্বিয়া-র বেশী ছিল না'।[৯]

স্বামী তার নিজের অবস্থা বুঝে তার ভবিষ্যৎ প্রাণ প্রিয়া জীবনসঙ্গিনীর জন্য মোহর নির্ধারণ করবে। এতে অন্যের চাপ সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ মহিলা সর্বাধিক কল্যাণমণ্ডিত, যার মোহরানা সহজে আদায়যোগ্য'।[১০] এ কারণে মোহর নগদ পরিশোধ করাই শ্রেয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মোহরানার কিছু অংশ হ'লেও আগেভাগে স্ত্রীকে প্রদান করার জন্য স্বামীকে নির্দেশ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) যখন বললেন, মোহর হিসাবে দেওয়ার মত আমার কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার 'হুতামী নেযা' যাকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে তলোয়ার ভাঙ্গার কাজে তিনি ব্যবহার করতেন, সেটিকে 'মোহরানা' হিসাবে দিতে নির্দেশ দেন'।[১১] বুঝা গেল যে, যত কম হৌক না কেন মোহর হিসাবে অগ্রিম কিছু দিতেই হবে। অবশ্য বাধ্যগত ও অপারগ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে সমাজে চলছে সম্পূর্ণ উল্টা নিয়ম। আল্লাহ স্ত্রীকে মোহর প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। আর বর্তমানে স্ত্রীর নিকট থেকে যৌতুক আদায় করা হচ্ছে। এই কু-প্রথা প্রতিরোধের জন্য আদর্শবান ছেলে-মেয়েদেরকে তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

যৌতুকের কুফলঃ

যৌতুকের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে চরম অনীহা দেখা দেয়।

---

৪. বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (দঃ), পৃঃ ৫০।
৫. আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৮৫৫।
৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২, 'মোহর' অনুচ্ছেদ, 'আত-তাহরীক', সেপ্টেম্বর '৯৯, পৃঃ ৮।
৭. মিরক্বাত ৬/২৪৩ পৃঃ।
৮. আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯, পৃঃ ৮।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯॥ গৃহীতঃ আহমাদ, সুনানে আরবা'আহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২০৪, 'মোহরানা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৮৫২।
১০. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯। হাকেম একে 'ছহীহ' বলেছেন। যাহবী তা সমর্থন করেছেন, ঐ, ২/১৭৮ পৃঃ।
১১. প্রাগুক্ত পৃঃ ৯॥ গৃহীতঃ হাকেম, আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৭/৩৬০ 'মোহরানা' অধ্যায়।

হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার মত জঘন্য পাপ ও অপরাধ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যৌতুক লোভী পাষণ্ড স্বামীর অমানবিক অত্যাচারে হাযার হাযার নারী আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়াচ্ছে। যৌতুকের দাবী পূরণে ব্যর্থ হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদের সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নব বধু। জামাইয়ের দাবী মিটাতে কত পরিবার ধ্বংস হচ্ছে, বিরান হচ্ছে কত ভিটে, কত শত নারী স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে, কত শত নারী যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে সর্বস্ব হারিয়ে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ছোট্ট মাছূম বাচ্চাকে নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভাত ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে, এর হিসাব কে রাখে? শুধু কি তাই, মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার সামান্য অধিকারটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

সুধী পাঠক! যৌতুকের উপরোক্ত কুফল ছাড়াও বহু সমস্যা আমরা লক্ষ্য করেছি। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'লঃ

(১) পরিবারে মেয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা সৃষ্টি হচ্ছে।

(২) মাতা-পিতার অবর্তমানে ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে।

(৩) যৌতুকের দাবী পূরণে জীবনের সঞ্চিত অর্থ সম্বল ব্যয় করে পরবর্তীতে স্বপরিবারে কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে।

(৪) দাম্পত্য জীবনে একটি স্থায়ী কলহ লেগে থাকছে।

(৫) দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া যুবতী মেয়েরা জীবন বাঁচাতে অন্যের বাসা বাড়ীতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে যেনা-ব্যভিচারের পথ সুগম হচ্ছে।

(৬) স্ত্রীর হক নষ্ট করে হারাম অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে।

(৭) সর্বোপরি আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ অমান্য করা হচ্ছে।

যৌতুক প্রতিরোধঃ

যৌতুক নিঃসন্দেহে একটি অভিশাপ। এর ফলে জাতি ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অভিশপ্ত যৌতুক প্রতিরোধে এগিয়ে আসা সকল ধর্মের মানুষের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করলে যৌতুক প্রতিরোধ সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

(১) দেশে প্রচলিত যৌতুক নিষিদ্ধ আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(২) আদালতের দীর্ঘ সূত্রিতা, আইনী জটিলতা ও যাবতীয় হয়রানী বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আদালতকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া, বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও তদারকির জন্য বিশেষ সেল গঠন করা।

(৩) সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি পূর্বক যৌতুকের ক্ষতি ও কুফল সম্পর্কে জ্ঞাত করা।

(৪) পর্দা প্রথা সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। বেপর্দায় চলা-ফেরার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(৫) যৌতুকের বিয়ে পড়ানোসহ যৌতুক দাতা ও গ্রহীতার সকল কাজ বন্ধ করা।

(৬) যৌতুক বিরোধী গণআন্দোলন ও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া তথা রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইত্যাদিতে যৌতুক বিরোধী আইনের ব্যাপক প্রচার এবং এ জাতীয় মামলার রায় ও ফলাফল ঢালাওভাবে প্রচার করা।

(৮) প্রিন্ট মিডিয়া তথা পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই, প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস ও সামাজিক নাটকের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা।

(৯) মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যশ্রেণীর ধর্ম শিক্ষা থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার শিক্ষাতে যৌতুক অধ্যায়কে সিলেবাস ভুক্ত করা।

(১০) সাপ্তাহিক জুম'আর দিনে দেশের সকল জামে' মসজিদের খতীব ও ইমামগণ কর্তৃক মুছল্লীদেরকে কুরআন-হাদীছের আলোকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া।

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, এই কু-প্রথা মানবীয় স্বার্থেই সকলকে পরিহার করে চলা উচিত। একই মায়ের গর্ভ হ'তে ছেলে ও মেয়ের জন্ম হয়। ছেলের আদর থাকবে, মর্যাদা থাকবে, আর সেই মায়ের গর্ভের মেয়ের মর্যাদা থাকবে না- এটা কিছুতেই হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগে বর্তমানে প্রচলিত এই যৌতুক প্রথার কোন অবকাশ ছিল না। তাই সকলের এ কু-প্রথা বর্জন করা উচিত। আসুন! আমরা সকলে যৌতুক পরিহার করে চলি এবং সকল প্রকার স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে এই পরিবার ও সমাজ বিধ্বংসী কু-প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(১৩ তম কিস্তি)

(٨٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى وَإِذَا سَجَدَتْ اَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِمَا يَكُوْنُ لَهَا وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُوْلُ يَامَلاَئِكَتِى أُشْهِدُكُمْ إِنِّى قَدْغَفَرْتُ لَهَا-

(৮৬) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মহিলারা যখন ছালাতে বসবে, তখন এক রান অপর রানের উপরে রাখবে। আর যখন সিজদা করবে, তখন রানের সাথে পেট মিলিয়ে দেবে, যেন বেশী পর্দা হয়। (এমতাবস্থায়) আল্লাহপাক তাকে দেখেন এবং বলেন, হে আমার ফেরেশতামণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম' *(বায়হাক্বী)*। হাদীছটি যঈফ।[১] অত্র হাদীছে আবু মুত্বী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে।[২]

(٨٧) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِىْ ذَالِكَ كَالرَّجُلِ-

(৮৭) ইয়াযীদ ইবনে আবু হাতেম বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাতে রত দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) (তাদেরকে) বললেন, যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন নিতম্বের কিছু অংশ মাটিতে লাগাবে। কেননা এ ব্যাপারে নারী পুরুষের মত নয়'।[৩] হাদীছটির রাবী ইয়াযীদ ইবনে হাবীব রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা না করেই হাদীছ বর্ণনা করেন বলে হাদীছটি যঈফ।[৪]

(٨٨) عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِىُّ إِنِّىْ أُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِىْ لاَتُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ-

(৮৮) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আলী! আমি নিজের জন্য যা পসন্দ করি, তোমার জন্য তা পসন্দ করি এবং নিজের জন্য যা অপসন্দ করি, তোমার জন্যও তা অপসন্দ করি। তুমি দু'সিজদার মাঝে দু'পায়ের গোড়ালী খাড়া করে তার উপর নিতম্ব রেখে বসো না' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে হারেছ আল-আওয়ার নামে একজন যঈফ রাবী রয়েছে।[৫]

(٨٩) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ صاحب رسول الله (ص) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَلْاَوَّلُ وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اَلْاٰخِرُ وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ اَنْ يَّتَجَافُوْا فِىْ سُجُوْدِهِمْ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ يَتَخَفَّضْنَ فِىْ سُجُوْدِهِنَّ وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ اَنْ يُفْرِشُوْا الْيُسْرَى وَيَنْصِبُوْا الْيُمْنَى فِىْ التَّشَهُّدِ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ اَنْ يَتَرَبَّصْنَ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ اَبْصَارَكُنَّ فِىْ صَلاَتِكُنَّ تَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ

(৮৯) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে পিছনের কাতার। নবী করীম (ছাঃ) পুরুষদেরকে পেট ও পাঁজরকে রান থেকে পৃথক রেখে সিজদা করতে বলেন। পক্ষান্তরে মহিলাদেরকে পেট ও রানকে মিলিয়ে সিজদা করতে বলেন। তিনি পুরুষদেরকে তাশাহ্হুদের সময় বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা খাড়া রাখার আদেশ দিতেন। পক্ষান্তরে মহিলাদেরকে চার জানু হয়ে বসার আদেশ দিতেন এবং বলতেন, হে মহিলাগণ! তোমরা ছালাতে দৃষ্টি উপরে করো না, যাতে পুরুষদের সতরে দৃষ্টি পড়ে' *(বায়হাক্বী হা/৩১৯৮)*। আলোচ্য হাদীছের প্রথম ও শেষ অংশ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু মাঝখানের অংশটি যঈফ'।[৬] অত্র হাদীছে আতা ইবনে আযলান নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে।[৭]

(٩٠) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ إِلَى عُوْدٍ وَلاَ عَمُوْدٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّجَعَلَهُ عَلَى اجْنَبِهِ الْاَيْمَنِ اَوالْاَيْسَرِ وَلاَيَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا-

(৯০) মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে কোন লাঠি, খুঁটি কিংবা গাছের একেবারে সোজা মুখ করে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি সামান্য ডানে কিংবা বামে সরে গিয়ে দাঁড়াতেন।[৮] হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে একজন যঈফ ও একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে।[৯]

** সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *সুনানুল কুবরা হা/৩১৯৯।*
২. *মীযানুল ই'তিদাল ২/৯৭-৯৮ পৃঃ।*
৩. *বায়হাক্বী হা/৩২০১।*
৪. *মীযানুল ই'তিদাল ২/৩০৩ পৃঃ।*
৫. *আলবাণী, তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ ২৮৪, টীকা নং-১।*
৬. *সুবুলুস সালাম ১/৪২৫ পৃঃ।*
৭. *আল-কাশীফ ২/২৩২ পৃঃ।*
৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৮৩।*
৯. *তাহক্বীক্ব মিশকাত, পৃঃ ২৪৩, টীকা নং ৬।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

ছাহাবা চরিত

আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)

আব্দুল আলীম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা বিজয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী ১০ হাযার মুসলমানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে[২৬] সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত সোৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন এবং শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। তিনি প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনী দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি কৃত অতীতের সর্বপ্রকার শত্রুতার বদলা আমি দেবই দেব।[২৭] অতঃপর আচমকা মুসলমানদের উপর শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড তীর বর্ষণ শুরু হ'ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দলে দলে মুসলমানদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকস্মিক আক্রমণের এই প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। এ মর্মে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক রণাঙ্গনে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষতঃ হুনাইনের যুদ্ধেও করেছেন, যখন তোমরা নিজ সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্বিত হয়েছিলে। কিন্তু সে সংখ্যাধিক্যে তোমাদের কোন লাভ হয়নি। সেদিন বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা পালিয়েছিলে' *(তওবা ২৫)*। এমনি এক দুঃসময়ে আবু সুফইয়ান (রাঃ) অদম্য সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খচ্চরের লাগাম ধরে যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন ইস্পাত কঠিন সৈন্যের ন্যায়। তাঁর পাশে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন একই অবস্থানে।[২৮] এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

لقد علمت أفناء كعب وعامر + غداة حنين حين عم التضعضع

بأنى أخو الهيجاء اركب حدها + أمام رسول الله لا اتتعتع

رجاء ثواب الله والله واسع + إليه تعالى كل أمر سيرجع

অর্থঃ 'হুনাইনের প্রাতঃকালে কা'ব ও আমের-এর মৃত্যুতে যখন (মুসলিম বাহিনীর) দুর্বলতা প্রকাশ পেল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে যুধিষ্ঠির ন্যায় জীবন পণ করে যুদ্ধ করছিলাম কেবলমাত্র ছওয়াবের প্রত্যাশায়। মোটেও হীনবল হচ্ছিলাম না। আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত। যার নিকট সবকিছু অচিরেই প্রত্যাবর্তন করবে।[২৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর জীবনোৎসর্গের এ উপমা দেখে হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন 'এ কে?' তিনি উত্তরে বললেন, আপনার চাচাত ভাই আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)। হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তার প্রতি রাযী হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আমি রাযী হয়ে গেলাম। সে আমার সাথে যত শত্রুতাই করুক না কেন আল্লাহ তাকে মাফ করুন'। অতঃপর তিনি আবু সুফইয়ানকে সম্বোধন করে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমার ভাই'।[৩০] ইবনু সা'দ বর্ণনা করেন, আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর বাহাদুরী ও জীবনোৎসর্গের এ আবেগ দেখে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খুশী হয়ে তাকে 'আল্লাহ্‌র সিংহ' (أَسَدُ اللهِ) ও 'রাসূল (ছাঃ)-এর সিংহ' (أَسَدُ الرَّسُوْلِ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[৩১] হুনাইনের পর তায়েফসহ অন্যান্য যুদ্ধেও তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩২]

চরিত্র-মাধুর্য ও মর্যাদাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সুফইয়ান (রাঃ) কেবল যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেই অতীত জীবনের কাফফারা আদায় করেননি; বরং তাঁর অতীত জাহেলী জীবনের নানা গর্হিত আচার-আচরণ এবং আল-কুরআন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা চিন্তা করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন প্রতিনিয়ত। পরবর্তী জীবনে শুধু কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন মজীদের বিধি-বিধান ও উপদেশাবলী অনুধাবনে কাটিয়ে দিয়েছেন রাত-দিন। তিনি পার্থিব সকল মোহ পরিত্যাগ করে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একীভূত করে আল্লাহ্‌র দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে পড়েন। সাঈদ বিন মুছাইয়েব (রাঃ) বলেন, আবু সুফইয়ান (রাঃ) সারা রাত ধরে ছালাতে মগ্ন থাকতেন। গরমের মৌসুমে সকাল থেকে অর্ধদিন পর্যন্ত নফল ছালাত আদায় করতেন। কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার ছালাত আরম্ভ করতেন এবং আছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন।[৩৩] একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'আয়েশা! তুমি কি জান লোকটি কে?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! না।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, 'সে আমার চাচাত ভাই আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)। দেখ, সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করছে কিন্তু বের হবে সবার পরে। তার দৃষ্টি জুতার ফিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ দিতেন। আর বলতেন যে, আমার আশা আছে যে, 'তুমি হামযার বিনিময় প্রমাণিত

২৬. আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৮৯ পৃঃ।
২৭. ছুওয়ার ৪/৯৮ পৃঃ।
২৮. যাদুল মা'আদ ৩/৪৬৯ পৃ; আর রাহীকুল মাখতূম ২/২৯১-২ পৃঃ।
*২৯. *আত্ব-ত্বাবাক্বযতুল কুবরা ৪/৩৫ পৃঃ।*
৩০. ছুওয়ার ৪/৯৯-১০০ পৃঃ; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৬ পৃঃ।
৩১. আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৬ পৃঃ।
৩২. বাংলা বিশ্বকোষ ১/১৮৪ পৃঃ; বিশ্বনবীর সাহাবী ২/৫৯ পৃঃ।
৩৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১/২০৫ পৃঃ; আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৬ পৃঃ।
৩৪. ছুওয়ার ৪/১০১-২ পৃঃ; বিশ্বনবীর সাহাবী ২/৬০ পৃঃ।

হবে'।[৩৫] এতদ্‌সত্ত্বেও হযরত আবু সুফইয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর কোনদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে লজ্জায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াননি।[৩৬] হিশাম ইবনে উরওয়াহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أبوسفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة أوسيد فتيان أهل الجنة 'আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) জান্নাতের যুবকদের সরদার'।[৩৭] এছাড়াও আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর সম্মানে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করবে সে আশ্রিত হবে....।[৩৮]

হাদীছ বর্ণনাঃ

হাদীছ শাস্ত্রে আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর তেমন কোন অবদান পরিলক্ষিত হয় না। তাঁর থেকে একটিমাত্র হাদীছের বর্ণনা পাওয়া যায়। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عن عبد الله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب عن أبيه قال كان لرجل على النبى صلى الله عليه وسلم تمرفأتاه يتقاضاه فاستقرض النبى صلى الله عليه وسلم من خولة بنت حكيم تمرا فأعطاه إياه وقال اما انه كان عندى تمر ولكنه كان عثريا ثم قال كذلك يفعل عباد الله المؤمنون وان الله لايترحم على أمة لا يأخذ الضعيف منهم حقه من القوى غير متعتع

'আব্দুল্লাহ বিন আবু সুফইয়ান বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি একটি খেজুর পেত। লোকটি তা নিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ)-এর কাছ থেকে একটি খেজুর কর্য নিলেন। অতঃপর ঐ খেজুরটিই লোকটিকে দিলেন এবং বললেন, (জেনে রাখ) আমার নিকট একটি খেজুর ছিল। কিন্তু তা ছিল ভেজা (সেজন্য তোমাকে দেইনি)। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাগণ এরূপই করে থাকেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ কোন জাতির উপর রহম করেন না, যতক্ষণ তাদের দুর্বল ব্যক্তি শক্তিশালীদের কাছ থেকে তার অধিকার বিনা জবরদস্তিতে আদায় করে না নেয়'।[৩৯]

৩৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/১০৪ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬৪ পৃঃ, ৭নং টীকা দ্রঃ; উসদুল গাবাহ ৫/২১৪ পৃঃ।*
৩৬. *আল-ইছাবাহ ১১/১৭০ পৃঃ।*
৩৭. আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৬ পৃঃ; ছুওয়ার ৪/৮৬ পৃঃ; আল-ইসতী'আব ১২/২৯১ পৃঃ।
৩৮. *আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬৭ পৃঃ; আস-সীরাতুন-নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৫৬৩; সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৬৯।*
৩৯. *আল-মুসতাদরাক ৩/২৮৫-৮৭ পৃঃ।*

মৃত্যুবরণঃ

১১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করলে আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর নিকটে বিশাল পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যায়। মৃত্যুশোকে শোকাহত আবু সুফইয়ান (রাঃ) এক মর্মস্পর্শী শোকগাঁথা রচনা করেন। যার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ

أرقت فبات ليلى لايزول + وليل أخى المصيبة فيه طول
أسعدنى البكاء وذاك فيما + أصيب المسلمون به قليل
فقد عظمت مصيبتنا وجلت + عشية قيل قد قبض الرسول
وأضعت أرضنا عراها + تكاد بنا جوانبها تميل فقد

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদে আমি শোকের সুদীর্ঘ পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করতে লাগলাম যে, রাত্রি যেন শেষই হচ্ছিল না। আমার ভাইয়ের সংকটাপন্ন রাত্রিও ছিল বেশ দীর্ঘ। কান্নাকাটি আমাকে কিছুটা প্রশান্তি দিলেও তা ছিল অন্যান্য মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদের চেয়ে নিতান্তই নগণ্য। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের উপর বিপদের ঘনকালো মেঘ যেন আরও ঘণীভূত হচ্ছিল এবং উলঙ্গ পৃথিবী যেন আমাদেরকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল'।[৪০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন-চার বছর[৪১] পর আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর সহোদর ভাই নওফেল বিন হারিছ ইনতেকাল করলে তাঁর হৃদয় জগৎ একদম শীতল হয়ে যায়। পৃথিবী তাঁর নিকট বিষাদময় মনে হয়। সে সময় তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন এভাবে-

اللهم لا أبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابعد أخى وأتبعنى إياهما

'হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না (পার্থিব জীবন আমার নিকট বিষাদ ও নিরানন্দ হয়ে পড়েছে)। সুতরাং শীঘ্রই তুমি আমাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নাও'।[৪২] এ প্রার্থনার কিছুদিন পর হজ্জের মৌসুমে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) মক্কায় পাড়ি জমান। মীনায় মাথা মুণ্ডানোর সময় ক্ষুরে তাঁর মাথার আঁচিল (যা তাঁর মাথায় পূর্ব থেকেই ছিল) কেটে গেলে মাথা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজেই নিজের কবর খনন করেন। (সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে)। কবর খননের ঠিক তিন দিন পর ২০ হিজরীতে তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের চির অবসান ঘটিয়ে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান।[৪৩] অন্য বর্ণনা মতে, তিনি ১৫ হিজরীতে ইহধাম ত্যাগ করেন।[৪৪] কারো মতে, আবু সুফইয়ান (রাঃ) তাঁর ভাই নওফেল বিন হারিছ (রাঃ)-এর

৪০. *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১/২০৪ পৃঃ; উসদুল গাবাহ ৫/২১৪ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/১০৫-১০৬ পৃঃ।*
৪১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/১০৬ পৃঃ।*
৪২. *আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৭ পৃঃ; বিশ্ব নবীর* সাহাবী ২/৬০ পৃঃ।
৪৩. আল-মুনতাযাম ৪/২০২ পৃঃ; আল-ইছাবাহ ১১/১৭০ পৃঃ; উসদুল গাবাহ ৫/২১৫ পৃঃ।
৪৪. *ঐ।*

মৃত্যুর ৩ মাস ১৭ দিন পরে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫] মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর ক্রন্দনরত পরিজনের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনামূলক বলেছিলেন, لا تبكوا عليّ فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت 'তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে অদ্যাবধি আমি কোন প্রকার পাপ কাজ করিনি'।[৪৬]

জানাযা ও দাফনঃ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন। অতঃপর 'বাক্বীউল গারক্বাদে' হযরত আক্বীল বিন আবু ত্বালিবের বাড়ীর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৭] আবু সুফইয়ান (রাঃ)-এর মৃত্যুতে হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন।[৪৮]

সন্তান-সন্ততিঃ

আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) মৃত্যুর সময় অনেক ছেলে-মেয়ে রেখে যান। তন্মধ্যে জুমানা বিনতে আবু ত্বালিব তনয় জা'ফর, ফাগমাহ বিনতে হুম্মাম তনয় আব্দুল্লাহ (আব্দুল হাইয়াজ), জুমানাহ, হাফছাহ (হুমায়দাহ), আতিকাহ, উমাইয়া ও উম্মে কুলছূমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারো মতে, জা'ফর ও হাফছাহ দু'জনই ছিলেন জুমানাহ্র গর্ভজাত সন্তান। উমাইয়াহ ও উম্মে কুলছূমের মা ছিলেন 'উম্মু ওয়ালাদ' (ام ولد) অর্থাৎ আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ) দাসী। আবার কেউ বলেন, উমাইয়াহ্র মা ছিলেন ফাগমাহ বিনতে হুম্মাম।[৪৯] কিন্তু তাদের দ্বারা বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকেনি।[৫০]

সমাপনীঃ

পরিশেষে বলা যায়, হযরত আবু সুফইয়ান বিন হারিছ (রাঃ)-এর বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুল জীবনাদর্শে মুসলিম উম্মাহ্র জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁর জীবনী থেকে আমরা আল্লাহভীতি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রেম ও ইসলামের জন্য জীবনোৎসর্গের শিক্ষা পাই। নানা অন্যায়-অনাচার, যেনা-ব্যভিচার আর ফেতনা-ফাসাদের কালো ধোঁয়ায় ধূমায়িত বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা ফিরিয়ে আনতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর হেদায়াত প্রাপ্ত এ সকল ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণের কোনই বিকল্প নেই। আল্লাহপাক আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণের মাধ্যমে সত্যিকার মর্দে মুজাহিদ হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪৫. আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৭ পৃঃ; উসদুল গাবাহ ৫/২১৫ পৃঃ।
৪৬. ঐ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ১/২০৪ পৃঃ; ছুওয়ার৪/১০৩ পৃঃ।
৪৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/১০৬ পৃঃ।
৪৮. ছুওয়ার ৪/১০৩ পৃঃ।
৪৯. আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৪/৩৪ পৃঃ।
৫০. ঐ; বিশ্ব নবীর সাহাবী ২/৬০ পৃঃ।

মণীষী চরিত

মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব (রহঃ)

(১৮৭৯-১৯৯৪ খৃঃ)

*আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল মনীষীর কর্মপ্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন যুগে যুগে প্রাণ পেয়েছে, বাংলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস যাঁদের কর্মকাণ্ডে গৌরবধন্য হয়ে আছে, মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব (রহঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বাংলার এক নিভৃত কোণে নীরবে নির্জনে সারা জীবন সমাজ সংস্কারের কাজ করে গেছেন তিনি। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

পরিচয়ঃ

বৃহত্তর বরিশালের অন্তর্গত পিরোজপুর যেলাধীন স্বরূপকাঠী উপযেলার সবুজে ঘেরা জোয়ার-ভাটা বিধৌত 'সন্ধ্যা' নদীর তীরবর্তী সোহাগদল নামক গ্রামে আনুমানিক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক মুক্বাল্লিদ পরিবারে মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আসিরুদ্দীন হাওলাদার।

শিক্ষা জীবনঃ

নিজ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। অতঃপর ঝালকাঠী যেলার কীর্তিপাশা হাইস্কুলে ভর্তি হন ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৃত্তি লাভ করেন। বরিশাল যেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তাঁর শিক্ষা জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা ঘটে। এ সময়ে ইংরেজী বা সাধারণ শিক্ষার প্রতি তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তাই কোন এক রাতের আঁধারে সকলের অগোচরে বরিশাল শহর ছেড়ে মা-বাপ ও মাতৃভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করে ইলমে দ্বীন হাছিলের প্রবল বাসনা নিয়ে বালক আসাদুল্লাহ প্রথমে কলিকাতা যান। কলিকাতা থেকে রেলগাড়ী যোগে দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। রেলগাড়ীর কামরায় সিলেটের মাওলানা আব্দুর রহীমের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। আব্দুর রহীম তখন দিল্লীর কোন এক মাদরাসায় বুখারীর ছাত্র ছিলেন। বালক আসাদুল্লাহ সহযাত্রীর নিকট মনের বাসনা ব্যক্ত করেন। ইলমে দ্বীন শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ দেখে সহযাত্রী আব্দুর রহীম তাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী পৌঁছে মাদরাসায় ভর্তি করে দেন।

** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ফজিলা রহমান উইমেন কলেজ, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর ছাত্রঃ

ভারতের বিখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম, তাফসীরে ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদক, তরীক্বে মুহাম্মাদী গ্রন্থের অমর লেখক, উর্দূ সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল আল্লামা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী সে সময় সবেমাত্র দিল্লীতে 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া' প্রতিষ্ঠা করেছেন। দিল্লী পৌঁছে কয়েকদিন পর আব্দুর রহীম স্বদেশী বালক আসাদুল্লাহ্কে 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়' ভর্তি করে দিতে সক্ষম হন।

দিল্লী পৌঁছার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি চমৎকার ঘটনা মাওলানা ছাহেব আমৃত্যু স্মৃতিচারণ করতেন। ঘটনাটি হ'লঃ একদা দিল্লী জামে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় কালে বাংলাদেশের মত হানাফী কায়দায় পার্শ্বস্থ মুছল্লীর পায়ের সাথে পা না মিলিয়ে ফাঁক রেখে দাঁড়ান। পাশের দেহলভী মুছল্লী নিজ পা তার পায়ের সাথে মিলিয়ে দেন। আসাদুল্লাহ পরপর কয়েকবার নিজ পা টেনে সরিয়ে নেন। পাশের মুছল্লী তার পা হাত দ্বারা ধরে নিজ পায়ের সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, 'দেখ ভাই! মুসলমান হো যাও। মুসলমান হো যাও'। এ কথায় আসাদুল্লাহ মনে কষ্ট অনুভব করেন। স্বদেশী মাওলানা আব্দুর রহীমের নিকট গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলতে থাকেন, ভাই, আমি কি মুসলমান নই? দেহলভী কেন আমাকে মুসলমান হয়ে যেতে বলল'?

মাওলানা আব্দুর রহীম তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন যে, 'তুমি ভাই রাগ করো না। ইনারা ঠিকই বলেছেন। দেখ, হাদীছের বিপরীত আমল করলে তাকে পুরোপুরি মুসলমান বলা যায় না। শুধু তুমিই না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হাদীছের বিপরীত পন্থায় যেভাবে ছালাত আদায় করে, তা প্রচলিত ছালাত। আর এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ মুতাবিক খাঁটি ছালাত আদায় করা হয়। তাই এদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর খাঁটি উম্মতে মুহাম্মাদী বা আহলেহাদীছ বলা হয়'। এই ঘটনার পর তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর খাঁটি উম্মত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব ছিলেন আল্লামা মুহাম্মাদ জুনাগড়ীর অন্যতম বাংলাদেশী ছাত্র। তিনি 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ায়' একটানা বার বছর অধ্যয়নের পর দাওরায়ে হাদীছ ক্লাশে ফারেগ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মজীবনঃ

স্বদেশের মাটি ও মানুষের কাছে ফিরে এসে আসাদুল্লাহেল গালিব নিজ গ্রাম সোহাগদল কে,পি,ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরুর মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছুকাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর উক্ত পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি নিজ এলাকায় আহলেহাদীছ-এর প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিবেদনঃ

মাওলানা আসাদুল্লাহেল গালিব যে সময় দিল্লী থেকে আলেমে হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সে সময়ে বরিশাল অঞ্চলে কোন আহলেহাদীছ মুসলমান খুঁজে পাওয়া যেত না। বলতে কি এই বিশাল অঞ্চলে অগণিত-অসংখ্য মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র আহলেহাদীছ। নির্ভেজাল খাঁটি তাওহীদের বাস্তব রূপ, দৈনন্দিন শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতে সশব্দে আমীন, রাফ'উল ইয়াদায়েন, নারী-পুরুষ সকলের জন্য একইরূপ ছালাত আদায়ের পদ্ধতি প্রভৃতি সহ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এ অঞ্চলের মানুষ ছিল একেবারেই অপরিচিত। বরং তাঁর নিজ গ্রাম সোহাগদল থেকে মাত্র একটি নদীর অপর পারে দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত পীর শর্ষিনার দরবার অবস্থিত হওয়ার সুবাদে মীলাদ, ক্বিয়াম, ঈছালে ছওয়াব, কুরআন খানি, তসবীহ পাঠ, চল্লিশা, পীর পূজা, মানত, নানা প্রকার বানোয়াট অযীফা পাঠ, মুরীদ প্রথা প্রভৃতি অসংখ্য বিদ'আত ও শিরকী আক্বীদায় মুসলিম সমাজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। মাওলানা গালিব প্রচলিত বিদ'আতী আমল ও শিরকী আক্বীদা পরিত্যাগ করতঃ বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের লালিত বিশেষ একটি মাযহাবের তাক্বলীদ পরিহার করে মহানবী (ছাঃ)-এর খাঁটি উম্মত তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি আমলকারী 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাওয়ার জন্য গ্রামবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাতে থাকলেন। কুরআন-হাদীছ থেকে তিনি যে সকল হেদায়াত শুরু করলেন তা এলাকার লোকজনের নিকট 'নতুন কথা' বলে মনে হ'তে লাগল। এ সকল হাদীছ, এমন কথা, এমন বাণী কেউ তাদের কাছে এসে কোনদিন বলেনি। প্রথম দিকে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। বরং পীরের ভক্ত-অনুরক্ত-একনিষ্ঠ তাঁবেদার মুরীদরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। শুরু হ'ল নির্যাতন। নানা ভাবে নানা কায়দায়। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ভাবে তাঁকে নিপীড়ন, নির্যাতন করা হ'ল। জনৈক পীরের কয়েকজন গোঁড়া মুরীদ একবার আকস্মিকভাবে চড়াও হয়ে তাঁকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করে বসল। এরপরও সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুর্নাম-অপবাদ হাসিমুখে বরণ করে তিনি সত্যের প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন।

সত্যের বিজয় যে স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে চিরদিন, ঠিক সে নিয়মেই সত্যের পথে পা বাড়াতে থাকে নিজ গ্রামের দু'একজন করে চিন্তাশীল মানুষ। চারদিকে বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সেই দুঃসময়ে স্বরূপকাঠীর প্রসিদ্ধ 'আকলম মুসলিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শরীফুল্লাহ মাষ্টার, স্বীয় ভ্রাতস্পুত্র মৌলভী আশরাফ আলী, হাবীবুর রহমান ও সুরাত আলী আকন তাঁর দা'ওয়াত কবুল করে আহলেহাদীছ হয়ে যান। তাঁর প্রচারের অমৃত ফল হিসাবে স্বরূপকাঠী থানার বিভিন্ন গ্রামে এখন প্রায় আশিটি পরিবার আহলেহাদীছ তরীকায় তাদের জীবন পরিচালনা

Contents

করছেন। সোহাগদল, ভাইজোড়া ও আদর্শ বয়া নামক তিনটি গ্রামে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় তিনটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে এখন সেগুলি সুন্দর পাকা মসজিদে পরিণত হয়েছে।

সমাজ সংস্কারঃ

মাওলানা গালিবের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা দেখে বুঝা যায় তিনি ছিলেন সৃজনশীল, প্রতিভাবান, দূরদর্শী ও মৌলিক চেতনার অধিকারী। গতানুগতিক সামাজিক রীতি-নীতি পরিহার করে মানুষের সার্বিক জীবন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রূপে গড়ে ওঠে সে জন্য তিনি একুশটি বিভাগ সমন্বয়ে 'দারুস সালাম' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুস সালাম'-এর একুশটি বিভাগের প্রধান বিভাগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে- (১) আদর্শ ইয়াতীম খানা (২) 'আল-আমীন' করযে হাসানা ফাণ্ড (সুদবিহীন অর্থ ধার তহবিল) (৩) আদর্শ আল-আমীন ভাণ্ডার (নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ হালাল দ্রব্য সম্ভার) (৪) আল-আমীন সমবায় সমিতি (সমবায় অংশীদার গ্রাহক দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) (৫) বিশ্ব ধর্ম সম্মিলনী (জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্র আলোচনা সভা) (৬) আলহাজ্জ সম্মিলনী (হজ্জ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ের বার্ষিক অধিবেশন)।

তাঁর জীবদ্দশায় মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল বিভাগ আংশিক বাস্তবায়িত হ'লেও জনশক্তির অভাবে সেগুলি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। তাছাড়া পান, তামাক, চা প্রভৃতি পুষ্টিহীন উত্তেজক দ্রব্যাদি পরিহার করে পূত-পবিত্র শুদ্ধাচারী জীবন যাপনের জন্য সমাজের মানুষকে উপদেশ দিয়ে অনেক লিফলেট বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার করেন তিনি।

রচনাবলীঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি মাওলানা গালিব লেখনীও ধারণ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর রচিত 'একমাত্র সত্যধর্ম বা সত্য ফেরকা নির্ণয়ের ব্যবস্থা' নামক মূল্যবান পুস্তকটির মাধ্যমে। এটি তাঁর লিখিত অপ্রকাশিত পুস্তক! এর পূর্বে উক্ত পুস্তকখানির 'স্থূল বিশেষের নমুনা' অর্থাৎ উল্লেখিত পুস্তকের ভূমিকা খন্ড বাংলা ১৩৪৫ সনে প্রকাশিত হয়। উক্ত ভূমিকা খণ্ডে তিনি প্রথমতঃ অমুসলিম সম্প্রদায়, তারপর শী'আ, খারেজী, মু'তাযেলী প্রভৃতি বাতিল ফিরকা এবং সবশেষে মুক্বাল্লেদ হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের পৃথক পৃথক পক্ষ গণ্য করতঃ একমাত্র আহলেহাদীছদেরকে সত্য ও হক্বের উপর ক্বায়েম থাকা বা না থাকার উপর মোবাহাছার আহ্বান জানান। তাতে একমত না হ'তে পারলে কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ৬১ নম্বর আয়াতের মর্মানুযায়ী 'মোবাহালা' (মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক লা'নত)-এর আহ্বান জানান। এ উদ্দেশ্যে উক্ত পুস্তিকা তিনি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কোন প্রতিপক্ষই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেননি। এছাড়া বিভিন্ন দেশের মুসলিম ও অমুসলিম শাসনকর্তাদের নামে তিনি পত্রযোগে ইসলামের দা'ওয়াত প্রেরণ করতঃ 'দাঈ'-র কর্তব্য পালন করে গেছেন।

আহলেহাদীছ ওলামায়ে দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্কঃ

মাওলানা আসাদুল্লাহ রংপুরের হারাগাছে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ কনফারেন্সে' যোগদান করেছিলেন। তারপর থেকেই আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়েশীর সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এছাড়া সাতক্ষীরা যেলার মাওলানা মতীউর রহমান এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর মরহূম পিতা মাওলানা আহমাদ আলী (রহঃ)-এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সংসার জীবনঃ

পার্থিব সংসারের প্রতি মাওলানা গালিবের কোন মোহ ছিল না। তিনি সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। পান, তামাক, চা প্রভৃতি উত্তেজক ও পুষ্টিহীন পদার্থ তিনি স্পর্শ করতেন না। তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র শুদ্ধাচারী জীবনযাপন করতেন। এমনকি আমিষের পরিবর্তে নিরামিষ ও সিদ্ধ চাউলের পরিবর্তে আতপ চাউলের অন্নভোজী ছিলেন। চরম বার্ধক্যে উপনীত হ'লেও তাঁর তেমন কঠিন কোন রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়নি। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রায় বিশ বিঘা সম্পত্তি তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দারুস সালামে'র বিভিন্ন খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। তিনি কোন সন্তানাদি রেখে যাননি।

মৃত্যুঃ

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ রোজ বুধবার বেলা ৩টা ১৫ মিনিটে তিনি নিজ গ্রাম 'আদর্শ বয়া'য় স্বীয় ভাতিজা জামালুদ্দীনের গৃহে প্রায় ১১৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং সোহাগদল নিজ পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টা কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। -আমীন!

[আলোচ্য নিবন্ধের অধিকাংশ তথ্য প্রদান করেছেন মরহূম মাওলানার নাতি মুহাম্মাদ এনামুল হক ও মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সাং- আদর্শ বয়া, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর এবং নিবন্ধকার স্বয়ং মাওলানা ছাহেবের মুখ থেকে তাঁর জীবদ্দশায় কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন।]

নবীনদের পাতা

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী

*মুযাফ্ফর বিন মহসিন**

(শেষ কিস্তি)

৮. আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করাঃ

(ক) আত্মীয়-স্বজনের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে-

عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ متفق عليه-

হযরত জুবায়র ইবনে মুত্ব'ইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৫৩]

(খ) পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রতিটি মানবের নৈতিক দায়িত্ব। সেজন্য নবী করীম (ছাঃ) বারবার প্রতিবেশীর প্রতি সচেতন থাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন-

عن ابى هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰه لاَ يُؤْمِنُ وَالله لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰه لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ الله؟ قَالَ الَّذِىْ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بِوَائِقِهِ متفق عليه- وفى روايه لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ-

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র শপথ, সে মুমিন হ'তে পারবে না, আল্লাহ্র শপথ, সে মুমিন হ'তে পারবে না, আল্লাহ্র শপথ, সে মুমিন হ'তে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কে? উত্তরে তিনি বললেন, যার অত্যাচার, অনিষ্ট ও উৎপীড়ন-নিপীড়ন থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৫৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[৫৫]

(গ) অন্য হাদীছে এভাবে এসেছে-

عن إِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ متفق عليه-

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জিবরীল (আঃ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতেই থাকতেন। আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছিল যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[৫৬]

(ঘ) সুন্দর চরিত্রের অধিকারীর প্রশংসা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চরিত্রবান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন-

عن عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا متفق عليه-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে ব্যক্তি চরিত্রের দিক থেকে উত্তম'।[৫৭]

(ঙ) অন্য হাদীছে এসেছে-

عن أَبِىْ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَثْقَلَ شَيْئٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ-

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তা হ'ল উত্তম চরিত্র'।[৫৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'উত্তম চরিত্র এবং আল্লাহভীতি মানুষকে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে'।[৫৯]

---

* আলিম দ্বিতীয় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৫৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৫৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৩৯, পৃঃ ১৪২; মিশকাত হা/৪৯২২ 'সদাচরণ ও সুসম্পর্ক' অনুচ্ছেদ।

৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারী সহ ১০/৫৪৩ পৃঃ, হা/৬০১৬; ছহীহ মুসলিম হা/৪৬, মিশকাত হা/৪৯৬২। 'সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতি' অনুচ্ছেদ।

৫৫. ছহীহ মুসলিম শরহে নববীসহ ১/৫০ পৃঃ, হা/৪৬, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩০৫, পৃঃ ১৩২, মিশকাত হা/৪৯৬৩।

৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারী সহ ১০/৫৪০ পৃঃ, হা/৬০১৫; মুসলিম শরহে নববী সহ ২/৩২৯ পৃঃ হা/২৬২৪-২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।

৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৬০৩৫; সিলসিলা ছাহীহা ১/৫১৫ পৃঃ, হা/২৮৬; মিশকাত হা/৫০৭৫ 'কোমলতা, লাজুকতা ও সচ্চরিত্রতা' অনুচ্ছেদ।

৫৮ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইত্তেহাফুল কেরাম ফি শরহে বুলূগুল মারাম (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিল ইসলাম, ১৯৯৪ ইং/১৪১৪ হিঃ), হা/১৫২৪ পৃঃ ৪৪৮; ছহীহ তিরমিযী হা/১৬২৮-২৯, ২/১৯৩ পৃঃ, ছহীহ আবুদাউদ ৩/১৭৯ পৃঃ, হা/৪৭৯৯ সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৮১।

৫৯ তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/১২০ পৃঃ হা/২০৭২; বুলূগুল মারাম হা/১৫৩৫, পৃঃ ৪৫০; হাকিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১৬৩০, সনদ হাসান।

৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রাখা এবং যেকোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদু লিল্লা-হ' বলে শেষ করাঃ

(ক) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা মুমিন-মুত্তাক্বীদের অন্যতম গুণ। ধরণীর জীব-জড় বস্তুর প্রতি কোনরূপ ভরসা না করে একমাত্র মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

'অতঃপর তুমি যখন কোন কাজের দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে। যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে তাদেরকে তিনি ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। এছাড়া সূরা মায়েদা ২৩, আনফাল ২, ইউনুস ৮৪, ইবরাহীম ১১, ফুরক্বান ৫৮, তালাক ৩ ও যুমারের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ়ভাবে ভরসা করার কথা বলা হয়েছে।

(খ) আল্লাহ্‌র উপর ভরসা সম্পর্কে হাদীছের ভাষ্য হচ্ছে-

عن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُوْلُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا رواه الترمذى-

হযরত উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা যদি নিঃসংশয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করার মত ভরসা করতে, তাহ'লে তিনি যেমন পক্ষীকূলকে রিযিক দান করেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দান করতেন। আর ক্ষুধার্ত অবস্থায় সকাল করতেন এবং আহার্য অবস্থায় সন্ধ্যা করতেন'।[৬০]

(ঘ) আল্লাহ তা'আলার বরকত ও সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে সকল শুভ কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লা-হ' বলা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য কর্তব্য।

عن عُمَرَبْنِ أَبِىْ سَلْمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم، وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ متفق عليه-

হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন গোলাম হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত (খাওয়ার সময়) পাত্রের চতুর্দিকে যেত। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'বিসমিল্লা-হ' বলে খাও এবং নিজের সম্মুখ থেকে ডান হাতে খাও'।[৬১] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'শয়তান সেই খাদ্য নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্য খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লা-হ' বলা হয় না'।[৬২]

(গ) আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাপূর্ণ নামের মাধ্যমে যেমন কাজ আরম্ভ করতে হবে, তেমনি কাজ শেষে মহান আল্লাহ্‌র শানে হৃদয় নিংড়ানো শুকরিয়া আদায় করতঃ 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলে সমাপ্ত করা সকল মুসলিমের জন্য কর্তব্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাতে সন্তুষ্ট হন। যেমন-

عن انس قال قال رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا رواه مسلم-

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লুকমা খাদ্য খেয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে অথবা মাত্র এক ঢোক পানি পান করে আল-হামদুলিল্লা-হ' বলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে'।[৬৩]

১০. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করাঃ

(ক) মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত করুণা অবতীর্ণ করেছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম করুণা হচ্ছে কুরআন মজীদ। যা অবতীর্ণ হয়েছে মুত্তাক্বীদের পথ প্রদর্শক ও মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

'আমি কুরআন অবতীর্ণ করি। যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য

---

৬০ *ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৪৫; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৩৭৭; সিলসিলা ছাহীহা হা/৩১০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৯ 'ভরসা ও ছবর করা' অনুচ্ছেদ।*

৬১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬; ছহীহ মুসলিম হা/২০২২; ইরওয়া ৭/২৯ পৃঃ হা/১৯৬৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬৬২; মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়।*

৬২. *ছহীহ মুসলিম শরহে নববী সহ ২/১৭২ পৃঃ, হা/২০১৮; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭৬৬; মিশকাত হা/৪১৬০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩৯ ও ১৪১।*

৬৩. *ছহীহ মুসলিম ৪/২০৯৫ পৃঃ, হা/২৭৩৪ 'যিকির ও দো'আ' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০, ৪৩৬ ও ১৩৯৬; মিশকাত হা/৪২০০ ও ৪১৯৯ 'খাদ্য' অধ্যায়।*

ও রহমত স্বরূপ’ *(বনী ইসরাঈল ৮২)*। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হ’ল, সীমিত সময়ের জন্য হ’লেও দিবা-রাত্রি যেকোন সময় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা।

(খ) এ সম্পর্কে হাদীছ এসেছে-

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُوْلُ الم حَرْفٌ، اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ رواه الترمذى-

হযরত ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করল সে নেকী পেল। প্রত্যেক নেকী দশগুণ হয়। আমি বলি না যে ‘আলিফ লাম মীম’ একটি হরফ; বরং আলিফ (ا) একটি হরফ, লাম (ل) একটি হরফ এবং মীম (م) একটি হরফ’।[৬৪]

(গ) অন্য আরেকটি ছহীহ হাদীছে এভাবে এসেছে-

عَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ لاَتَتَوَسَّدُوْا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ مِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوْهُ وَتَغَنُّوْهُ وَتَدَبَّرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلاَ تَعَجَّلُوْا ثَوَابَهُ فَاِنَّ لَهُ ثَوَابًا رواه البيهقى فى شعب الايمان-

হযরত উবায়দা আল-মুলাইকী (রাঃ) ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সহচর। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘হে কুরআনের অধিবাসীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ রূপে গ্রহণ করনা; বরং রাতে-দিনে তেলাওয়াত করবে পূর্ণরূপে। আর উত্তম পদ্ধতিতে প্রকাশ করতঃ সুন্দর সুর করে পড়বে এবং তাতে যা আছে সে বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে যেন তোমরা সফলকাম হ’তে পার। তবে দ্রুত প্রতিদান পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হওনা। কেননা (আখিরাতে) উহার প্রতিফল রয়েছে’।[৬৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সুফারিশ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন।[৬৬]

(ঘ) আল্লাহ তা‘আলা দ্বীন শিক্ষা সম্পর্কে বলেন-

فَلَوْلاَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ-

‘তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসবে। যেন তারা সতর্ক হয়’ *(তওবা ১২২)*।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও দীনিয়াত বা দ্বীন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন-

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ متفق عليه-

হযরত মু‘আবিয়া (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দ্বীন শিক্ষা দেন’।[৬৭]

উপসংহারঃ

দেশের কোটি কোটি শিশু-কিশোর মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং কোন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পণ্ডিত ও মনীষীর আদর্শ কিংবা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ইহুদী-খৃষ্টানদের থেকে আমদানীকৃত আদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখনি পূর্ব-গগণে উদিত সকালের রবির ন্যায় সকল বিপথগামী-দিকভ্রান্ত শিশু-কিশোরকে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে উদ্ভাসিত হ’ল ‘সোনামণি’ সংগঠন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে নির্ণীত গুণাবলী সমূহের আলোকে যদি ছোট থেকে স্ব স্ব পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ কচি-কাঁচা, শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে লালন-পালন করেন, তাহ’লে অবশ্যই তারা একদিন এদেশের আদর্শবান সুনাগরিক হবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে দেশের সকল মুসলিম জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, তারা যেন তাদের আদরের সোনামণিদেরকে ‘সোনামণি’ সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করে ছোট থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার সুযোগ করে দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ‘সোনামণি’ সংগঠনের স্থায়িত্ব কামনা করছি, তিনি যেন বিশ্বের বুকে এই সংগঠনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমীন!!

---

৬৪. তিরমিযী তুহফা সহ ৮/১৮২ পৃঃ, হা/৩০৭৫; ছহীহ তিরমিযী হা/২৩২৭; দারেমী, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১৩৭ ‘পবিত্র কুরআনের ফযীলত’ অধ্যায়।

৬৫. আহমাদ হাসান মুহাদ্দিছ দেহলভী, তানকীহ আর-রুআত ফী তাখরীজি আহাদিছিল মিশকাত (লাহোরঃ দার আদ-দা‘ওয়াহ আস-সালাফিয়া, তাবি), ৩/২৮১ পৃঃ; সনদ ছহীহ, বায়হাক্বী, শু‘য়াবুল ঈমান, মিশকাত ১/৬৭৬ পৃঃ, হা/২২১০ ‘পবিত্র কুরআনের ফযীলত’ অধ্যায়।

৬৬. বায়হাক্বী, শু‘য়াবুল ঈমান’ সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৬১২ পৃঃ, হা/১৯৬৩ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়।

৬৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ১/৩০ পৃঃ, হা/৭১; ছহীহ মুসলিম হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২০০ ‘ইলম’ অধ্যায়।

চিকিৎসা জগৎ

অ্যানথ্রাক্স আতঙ্কঃ আপনার করণীয়

ডাঃ রিপন বেগ

অ্যানথ্রাক্স আতঙ্ক এখন বাংলাদেশে। সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হ'তে হবে। চিঠিতে অ্যানথ্রাক্স স্পোর মিশ্রিত পাউডার সন্দেহ হ'লে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই বলে ভড়কে যাবার কোন কারণ নেই। অ্যানথ্রাক্স তখনই হবে যখন এর স্পোর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করবে। আরও দু'ভাবে অ্যানথ্রাক্স শরীরে প্রবেশ করতে পারে। খাবারের মাধ্যমে এবং ত্বকের মাধ্যমে। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশুর অর্ধসেদ্ধ গোশত খেলে জীবাণু শরীরে ঢুকে রোগের সৃষ্টি করবে। ত্বকে কোন ক্ষত না থাকলে এ জীবাণু কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ত্বকে কাটা থাকলেও কেবল তা রক্তের সঙ্গে মিশে জটিলতার সৃষ্টি করবে। তবে একটি কথা মনে রাখবেন, অ্যানথ্রাক্স ছোঁয়াচে রোগ নয়।

অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর নাম 'ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস'। এটি মূলত গৃহপালিত পশুর রোগ। জীবাণুটি শরীরে প্রবেশের পর সাধারণত এক থেকে তিনদিন সুপ্তাবস্থায় থাকে। এরপর দেখা দেয় নানা উপসর্গ। জীবাণুটি অনুকূল পরিবেশে বংশবিস্তারের পাশাপাশি এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। যাতে করে রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। স্পোর অবস্থায় এরা বহুকাল বেঁচে থাকতে পারে। নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশের পর শুকনো কাশি, জ্বর, বুকে অস্বস্তিভাব দেখা দেয়। ফুসফুসের পর্দায় পানি জমে, শ্বাসকষ্ট হয়। শরীর নীল হয়ে যেতে পারে। হ্যামোরেজিক ব্রংকোনিউমোনিয়া হয়ে রোগীর জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে বমির পাশাপাশি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হ'তে পারে। ডায়রিয়া হয়ে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। অবস্থা খারাপ হ'লে রক্তবমির সঙ্গে পায়খানায় রক্ত যেতে পারে। ত্বকের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে প্রথমে লাল দানা হয়, এক সময় তা পানিভর্তি দানায় পরিণত হয়ে আলসারে রূপান্তরিত হয়। আক্রান্ত স্থান ফুলে ওঠে। তবে সময়মত পদক্ষেপ নিলে বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অ্যানথ্রাক্স স্পোর ফুসফুসে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করলে ১০ জনের মধ্যে ৯ জনেরই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা। রোগ নির্ণয় করে খুব তাড়াতাড়ি এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলেও ৯ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বাঁচতে পারে। এ রোগের ভয়াবহতা নির্ভর করে স্পোরের সংখ্যা এবং এর ডেলিভারী সিস্টেমের ওপর। ১৯৭০ সালে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (হু) হিসাব করে দেখেছিল যে, ৫০ কেজি অ্যানথ্রাক্স এয়ারক্রাফ্ট থেকে ৫ মিলিয়ন গ্রামবাসীর ওপর যদি ছড়িয়ে দেয়া হয়, তবে আক্রান্ত হ'তে পারে আড়াই লাখ। ১৯৯৩ সালের এক রিপোর্ট মতে, ওয়াশিংটন ডিসির বাতাসে ১০০ কেজি অ্যানথ্রাক্স ছেড়ে দিলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটবে এক লাখ ত্রিশ থেকে তিন লাখ পর্যন্ত। এ সবই কাগজ-কলমের হিসাব। পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে অনেক কিছু। অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর স্পোর বহুকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ প্রতিরক্ষা বাহিনী স্পোর ডেলিভারী সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য স্কটল্যাণ্ডের গ্রুইনার্ড দ্বীপপুঞ্জে ছেড়ে দেয় অ্যানথ্রাক্স। যা কিনা বেঁচে ছিল পরবর্তী কয়েক দশক। ১৯৭৯ সালে এ অঞ্চলকে অ্যানথ্রাক্স মুক্ত করতে কর্তৃপক্ষ ২৮০ টন ফরমালডিহাইড ও ২ হাযার টন সমুদ্রের পানি ব্যবহার করে। যা চলে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত।

চিকিৎসাঃ অ্যানথ্রাক্সের চিকিৎসায় পেনিসিলিন কার্যকর। তবে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য অ্যানথ্রাক্স জীবাণু জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে তৈরী করা হ'তে পারে বলে পেনিসিলিনের পরিবর্তে ডক্সিসাইক্লিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন ব্যবহার করা হয়। এ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভ্যাকসিন এখনও প্রক্রিয়াধীন।

করণীয়ঃ চিঠি বা কোন প্যাকেজে অ্যানথ্রাক্সের স্পোর মিশ্রিত পাউডার আছে সন্দেহ হ'লে ভড়কে যাবেন না। নিম্নোক্ত পরামর্শ মেনে চলুন!

* এনভেলপ প্যাকেজ নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন না বা খুলবেন না। একে পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেবেন না। এতে করে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বিপদ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

* এনভেলপ বা প্যাকেজটিকে একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ অথবা এমন কোন বাক্সে রাখুন, যাতে পাউডার ছড়িয়ে না পড়তে পারে। হাতের কাছে কোন প্যাকেট খুঁজে না পেলে এনভেলপ বা প্যাকেজটিকে কাপড় বা পেপার দিয়ে ঢেকে রাখুন।

* রুম ত্যাগ করুন এবং দরজা বন্ধ করে দিন। কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

* ভাল করে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

* ব্যাপারটি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং পুলিশকে জানান।

* প্যাকেটটি বা এনভেলপটি খোলার সময় কারা ঘরে ছিল তাদের একটি লিস্ট করে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে দিন। যাতে অনাহূত ঘটনায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যায়।

* শরীরের জামা-কাপড় খুলে ফেলে একটি প্লাস্টিক ব্যাগে রেখে ভাল করে মুখ বন্ধ করে দিন। প্রয়োজনে পুলিশকে তা দিয়ে দিন।

* যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবান মেখে ভালভাবে গোসল করুন।

* এখনই এন্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করবেন না। স্বাস্থ্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়েই যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল এণ্ড প্রিভেনশনে'র ডেপুটি ডিরেক্টর জুলি গারবার্ডিং বলেছেন, অ্যানথ্রাক্স এক্সপোজার নিরূপণে কোন ল্যাবরেটরী পরীক্ষা নেই। রোগ প্রতিরোধের জন্য জীবাণুর প্রতি এক্সপোজার ছাড়া এন্টিবায়োটিক খাওয়ার যৌক্তিকতা নেই। এতে বরং হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

একজন মানুষের কতখানি জমি দরকার?

*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

পোখম নামে এক চাষী। তার স্ত্রীর বড় বোন শহরের বাসিন্দা। সে ছোট বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। রান্না করতে করতে দুই বোনে কথা হচ্ছিল। পোখম একটু দূরে বসে দুই বোনের কথা মনোযোগ সহকারে শুনছিল। বড় বোন তাদের শহর জীবনের নানা সুযোগ-সুবিধার বর্ণনার সাথে সাথে পল্লীর নানা অসুবিধার কথাও বলছিল। সে বলছিল, শহর জীবনে আমোদ-প্রমোদের অভাব নেই। ইচ্ছা করলেই সিনেমা বা থিয়েটার দেখে আনন্দ উপভোগ করা যায়। পাড়াগাঁয়ে এসবের সুযোগ মোটেই নেই। সে দারুণভাবে পাড়াগাঁয়ের জীবনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল। সে ছোট বোনকে বলল, তোরা এখানে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার মাঝে জীবন কাটাস, তোদের ছেলে-মেয়েরাও সেভাবেই জীবন কাটাবে। আমোদ-প্রমোদের মুখ তোরা কখনও দেখতে পাবি না।

বড় বোনের কথার জবাবে ছোট বোন বলল, আমরা এখানেই বেশ সুখে আছি। আগামী দিনের চিন্তায় আমরা ব্যতিব্যস্ত থাকি না। মোটা ভাত-কাপড় এখানে সহজেই পেয়ে থাকি।

স্ত্রীর কথা মনে মনে সমর্থন করে স্বামী বিড় বিড় করে বলল, যদি আমার আর খানিকটা জমি থাকত, তাহ'লে আমি স্বয়ং শয়তানকেও গ্রাহ্য করতাম না। এদিকে শয়তান উনানের আড়ালে অদৃশ্য অবস্থায় থেকে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। পোখমের কথা শুনে সে বিদ্রুপের হাসি হাসল এবং নিজ মনে বলল, আমি তোমাকে প্রচুর জমি দিব এবং এইভাবে আমি তোমাকে আমার হাতের মুঠোয় নিব।

এর কিছুদিন পর এক অপরিচিত ব্যক্তি পোখমের বাড়ীতে আশ্রয় নিল। রাত্রির খাবারের পর সে ভলগা নদীর কাছে অতি সস্তা দামে উন্নতমানের জমির সন্ধান দিল। পোখম এই স্থানের জমি বিক্রি করে ভলগা নদীর নিকটে জমি কিনে অবস্থার উন্নতি করল। এখানেও এক অতিথির আগমন ঘটল। সে স্টেপভূমিতে বশকীরদের অফুরন্ত জমির বর্ণনা দিল। সে বলল, এক হাযার রুবেলের বিনিময়ে তুমি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতখানি জমি ঘুরে আসতে পারবে, সবই তোমার জমি হবে। সূর্য ডুবে গেলে টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। বশকীর প্রধানকে খুশী করার জন্য কিছু মদ ও মাংস উপঢৌকন দিতে হবে। আর একজন দু'ভাষীকে সংগে নিতে হবে। তার মাধ্যমেই কথাবার্তা হবে। নিকটবর্তী শহরে দলীল সম্পাদন করার পরদিন যাত্রা করতে হবে।

অতিথির বর্ণনার জমি পাবার উদ্দেশ্যে পোখম টাকা সংগ্রহ করতে শুরু করে দিল। টাকা সংগ্রহ হ'লে একজন দু'ভাষীকে সঙ্গে নিয়ে বশ্কীরদের জমির উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করল। স্ত্রী ভলগার তীরে নতুন বাড়ীতেই রয়ে গেল।

অতিথির পরামর্শ মোতাবেক সে কিছু মদ ও মাংস কিনে নিয়ে গেল। দু'ভাষীর মধ্যস্থতায় সেগুলি বশ্কীর প্রধানকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হ'ল। সেখানে তাদের আগমনের কারণও ব্যক্ত করা হ'ল। মদ ও মাংস পেয়ে বশ্কীর প্রধান খুব খুশী হ'ল। যথারীতি দলীলও সম্পাদিত হ'ল।

রাতের খাবার খেয়ে পোখম একটি তাবুতে ঘুমাতে গেল। কিন্তু তার ঘুম এল না। আগামী কালই সে বিশাল জমির মালিক হ'তে যাচ্ছে এ চিন্তায় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মত হ'ল। তন্দ্রায় সে স্বপ্ন দেখল যে, তাবুর বাইরে একজন মানুষ চুপচাপ বসে আছে। তার কাছে এগুতেই তাকে সে চিনল। সে-ই ভলগা নদীর তীরের জমির সন্ধান দিয়েছিল। একটু পরেই সে দেখল, এতো সে ব্যক্তি নয়, স্টেপভূমির জমির যে সন্ধান দিয়েছিল সে ব্যক্তি। তার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই সে দেখল, সে ব্যক্তিও নয়। তার বদলে দুই শিং ওয়ালা শয়তান বসে হা হা করে হাসছে। তাবুর আরেক ধারে সাদা ধবধবে কাপড়ে আবৃত হয়ে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে। সে তার কাছে গেল এবং তার মুখের কাপড় সরিয়ে সে দেখতে পেল, সে নিজে মরে পড়ে আছে। 'স্বপ্ন দেখার সাথে তার তন্দ্রা কেটে গেল। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। তার খুব খারাপ লাগল এরূপ স্বপ্ন দেখায়। এদিকে ভোর হয়ে গেছে। মন থেকে ওসব চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল।

সে খাবার খেল ও কিছু খাবার সঙ্গে নিল। একটি মোশকে পানি নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে [illegible]। বশ্কীর প্রধান একটি টিলার উপর উঠে বসল। পাশে একটি হ্যাটের ভিতর এক হাযার রুবেল রেখে দিল। ঘুরে এসে এই হ্যাট স্পর্শ করতে হবে। বশ্কীরদের কিছু লোক ঘোড়ায় চড়ে খুঁটি নিয়ে পোখমের পিছনে পিছনে রওয়ানা হ'ল খুঁটি দিয়ে জমি চিহ্নিত করার জন্য। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পোখম যাত্রা করল। প্রথমে সে দক্ষিণ দিকে যেতে লাগল। যতই যায়, ততই জমি উন্নত মনে হয়। ফলে এই দিকটা সে বেশ লম্বা করে ফেলল। খাবার সময় হ'ল। বসে খেলে পা ফুলে যেতে পারে ভেবে দাঁড়িয়ে খাবার খেল এবং জুতা খুলে ফেলে দিল। বেলা গড়িয়ে গেছে দেখে সে দিক পরিবর্তন করল। তার নির্দেশে অনেক খুঁটিও পুঁতা হয়েছে। যখন সে দ্বিতীয় দিকের শেষ সীমায় এল, তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। তখন সে অন্যদিকে না যেয়ে কোনাকোনি টিলার দিকে দ্রুত ফিরে আসতে লাগল। যখন সে টিলার কাছাকাছি আসল, তখন তার মনে হ'ল সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু বশকীর প্রধান তাকে খুব মারহাবা দিচ্ছিল। সে কোন রকমে এসে হ্যাট স্পর্শ করল ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

তখন তাকে সাড়ে তিন হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া এবং আড়াই হাত গভীর মাটি খনন করে এর ভিতর রেখে দেওয়া হ'ল।

* *সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।*

[কাউন্ট লিও টলস্টয়ের গল্পাবলম্বনে রচিত]

কবিতা

মাহে রামাযানের রোজা

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

...র এলো ফিরে মাহে রামাযানের রোজা
...তে হালকা হবে সব গুনাহের বোঝা
পাপী তাপী বদ নছিবী
মত্ত নেশায় বে-হিসাবী
শোনরে সু-খবর
রহমতের মাস এসেছে মুক্তি দিতে তোর।
কায়েম করে নামাজ রোজা
কমিয়ে নে তোর পাপের বোঝা
দান-খয়রাত ফিত্বরা যাকাত
বিলাও হিস্যা মত
মাগফেরাতের দুয়ার খোলা
লুটাও পুণ্য যত।
হাযার মাসের চাইতে সেরা আসবে সে এক রাত
আল্লাহ্ পাকের মিলবে রহম পাতলে দু-খান হাত।
সাধলে ছিয়াম পাবি রে গুণ
হারাম হবে দোযখ আগুন
ফযীলতে বেহেশতে যাবার
পথ হবে তোর সোজা;
বর্ষ ঘুরে এলো ফিরে মাহে রামাযানের রোজা॥

***

নতুন চাঁদ

-মুহাম্মাদ হাসানুযযামান
গ্রামঃ রাজপুর, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আকাশ পানে চেয়ে থাকি দিন পেরিয়ে সাঁঝে
যারা মুসলিম খুশির উল্লাসে মিলি চাঁদের খোঁজে
চাঁদ কথাটি কত মধুর জানি মোরা সবাই
চাঁদের চেয়ে সুন্দর ভবে কিছু নাহি পাই
যত সুন্দর চাঁদ কথাটি তার চেয়েও নতুন চাঁদ
বাঁকা গঠন চিকন গড়ন একটুখানি আলোর ফাঁদ
বয়ে আনে মোদের মাঝে খুশির জোয়ার অতি
পেয়ে থাকি এরই জন্য পাপ মোচনের বাতি
রহমতের মাস রামাযান মোদের মাঝে এলো
বিষম খুশিতে মুসলমান মুক্তির পথ পেল
ছালাত ছিয়াম যিকর কুরআন তেলাওয়াত
নিত্য সময়ে ইবাদতে কাটে দিবা-রাত
সময়গুলি এমনি করে সম্মুখ পানে যায়
মুসলিম জগতের সব স্থানে শহর পাড়া গাঁয়
পুরা মাস শেষ তবু স্মরণ হয় না মনে
নেকি অর্জন শেষ হয় ছিয়াম ত্রিশ দিনে
খুশির পরে আরো খুশি আসে ঘরে ঘরে
ঈদের বার্তা বয়ে আনে মনটি সবার ভরে
প্রাণ ভরা আশা নিয়ে আকাশ পানে চায়
মধুর বস্তু নতুন চাঁদ গগন মাঝে পায়
দো'আ পড়ে বরণ করে প্রিয় নতুন চাঁদ
পুরা হয় মুমিনের সকল সুখের সাধ
নতুন চাঁদে বয়ে আনে অসীম গুণাগুণ
তাইতো তাকে এত মধুর জানে সকল জন

***

সৃষ্টি নিদর্শন

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
দি শেফা হোমিও হল
জোনাপাট্টা বাজার
পাংশা, রাজবাড়ী।

উন্মুক্ত গগন তলে অবারিত দ্বার
তার মাঝে শোভে কত সৃষ্টি উপহার।
অগণিত নদ-নদী দরি-গিরি যথা
ফুল, ফল, বৃক্ষরাজি গুল্ম-তরুলতা।
সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত বন-উপবন
বক্ষেতে ধরিয়া আছে বিশাল ভুবন।
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা নিজ নিজ কাজে
আপনার কক্ষ পথে আপনি বিরাজে।
মানব-দানব আর জীব-জানোয়ার
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করিছে বিহার।
স্রষ্টার বাসনা মত করিয়া সৃজন
সকলের তরে করি জীবিকা বন্টন
পালেন সতত প্রভু অতি সযতনে
আপন মহিমা গুণে বসি নিরজনে।
হেরি সে নিপুনতম সৃষ্টি নিদর্শন
প্রণতি জানায় তাঁরে জ্ঞানী মহাজন।

***

আফগানিস্তান

-আব্দুল মোনায়েম
সোনাডাংগা সাহেববাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

তখনও নিষ্ফলা কলঙ্কিত তুমি অনুর্বর;
তোমার হৃদয় তন্ত্রীতে বাজেনি বাঁশীর সুর।
তুমি ছিলে পঁচা দুর্গন্ধময় আর আড্ডা ছিল নষ্টামীর;
আবর্তিত হ'ল সূর্য, যা তোমাকে দিল প্রাণের স্পন্দন
আর দিল সুগন্ধি এবং বিশ্ব বিজয়ের অসাধারণ তত্ত্ব;
তুমি হ'লে সুজলা সুফলা ও শস্য শ্যামলা।
বেহায়া প্রেমিকের মত বার বার শুনাল মুক্তির
গান, তোমরা এক এবং দেহ একটিই ভুলে গেলে!
অথচ ভুলল না NATO, অবশিষ্টরা; সেই বলেই
মারল তোমাকে, অথচ দূর পাহাড়ে ব্লাকহোলের
মাঝে, হারিকেনের মধ্যে বসেও আমি শুনতে পাই
সেই সুর, যা কেউ আমাকে শুনাতে পারেনি;
আমি শুনেছি আপন মনে, সেই সুরে স্থান
নেই কোন প্রেতাত্মার; অথচ তুমিই স্থান করে দিলে
হে কাগজে বাঘ! আপন ভাইয়ের বুকে বোম মারতে!
আর নীরবে কেঁদে যাচ্ছে মরুর বুকের সেই মহামানব!
আর আমি হাসছি শুধু হাসছি, হ্যাঁ শুধুই!

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)-এর সঠিক উত্তরঃ

১। যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ) (আহযাব ৩৭)।
২। মুলক ২। ৩। মায়েদাহ ৯০।
৪। বাক্বারাহ ৪৩ এবং আলে ইমরান ৪৩।
৫। আলে ইমরান ১৯।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তরঃ

১। পেয়ারা। ২। পাতাবাহার ও ঢেঁকিশাক।
৩। ফুটি (বাঙ্গী), পেঁপে, তরমুজ, পেয়ারা ও বীচিকলা।
৪। শিম ও বরবটি।
৫। আম, আতা, আমলকি, আনারস, আমড়া
তরমুজ, ফুটি, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা।
কাঁঠাল, কুল, করমচা, কামরাঙ্গা, কলা
তাল, নারিকেল, বাতাবিলেবু, কমলা।
গাব, সফেদা, ডালিম, বেল
জাম, জামরুল খেজুর, কদবেল।
খিরা, পানিফল, চালতে, জলপাই
সোনামণিদের নিয়মিত এগুলি খাওয়া চাই।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১। 'ছিয়াম' ও 'রামাযান' শব্দের অর্থ কি? পবিত্র কুরআনে 'ছিয়াম' ও 'রামাযান' শব্দদ্বয় কত স্থানে আছে?
২। 'রামাযান' আরবী বৎসরের কত নং মাস? এ মাসে মহান আল্লাহ কেন ছিয়াম ফরয করেছেন?
৩। পবিত্র কুরআন কোন্ মাসে এবং কেন নাযিল হয়েছে? কোন্ সূরার কত নং আয়াতে আছে প্রমাণ দাও।
৪। ইসলামী বিধান মতে মাসের সংখ্যা কত? দলীলভিত্তিক জওয়াব দাও।
৫। 'ক্বদর' শব্দের অর্থ কি? পবিত্র কুরআনের কত নং সূরার কোন কোন্ আয়াতে এ শব্দটি আছে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (রামাযান)

১। ছিয়ামের পুরস্কার কে দিবেন? ছিয়াম ব্যতীত অন্যান্য সকল নেক আমলের ছওয়াব কত গুণ বৃদ্ধি পায়?
২। দেরী করে ইফতার করা যাবে কি? দেরী করে ইফতার করা কাদের কাজ?
৩। 'সাহারী' শব্দের অর্থ কি? 'সাহারী' খাওয়ার মধ্যে কি আছে?
৪। ভুলবশতঃ কোন কিছু খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?
৫। রামাযানের রাতের বিশেষ ছালাতের নাম কি? এ ছালাত কত রাক'আত ও কিভাবে পড়তে হয়?

❑ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০০১

গত ১৮ অক্টোবর ২০০১ বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে রাত ১১টা পর্যন্ত সোনামণি যেলা, মহানগর ও উপযেলা পরিচালক ও সহ-পরিচালকদের নিয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সোনামণি হাসিবুল ইসলাম ও মাইদুল ইসলামের কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

প্রশিক্ষণে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর মাওলানা ফারূক আহমাদ, প্রভাষক পুঠিয়া মহিলা কলেজ, রাজশাহী; 'সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সোনামণি ও সভাপতি, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'; 'সোনামণি সংগঠনের জন্য সময় কুরবানীর মর্যাদা' বিষয়ে জনাব রবী'উল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'; 'সোনামণি পরিচালক ও সহ-পরিচালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে জনাব হাফীযুর রহমান, অর্থ সম্পাদক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'; 'সোনামণি সংগঠন বাস্তবায়নের পদ্ধতি' বিষয়ে মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান কেন্দ্রীয় পরিচালক সোনামণি প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। তারা হ'লেন, মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত, দেলোয়ার হোসাইন ও আব্দুল মাজেদ (রাজশাহী)। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১

গত ১৯ অক্টোবর ২০০১, শুক্রবার সকাল ৬টা হ'তে ১১ টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০১ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি বিষয়ে সোনামণিরা এবং একটি বিষয়ে পরিচালকগণ উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বাদ জুম'আ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন 'এহইয়াউত-তুরাছ আল-ইসলামী বাংলাদেশ'-এর মুদীর শায়খ আবু আব্দুল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ নাছীর।

পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'লঃ

ক্বিরা'আত (বালক)ঃ ১মঃ মাহমূদুর রহমান (সাতক্ষীরা), ২য়ঃ মুনীরুয্যামান (রাজশাহী), ৩য়ঃ এনামুল হক্ব (রাজশাহী)।

ক্বিরাআত (বালিকা)ঃ ১মঃ সুরাইয়া খাতুন (রাজশাহী), ২য়ঃ শিমলা খাতুন (রাজশাহী), ৩য়ঃ শাহীমুন নেসা (রাজশাহী)।

হাদীছ (বালক)ঃ ১মঃ মাসুম বিল্লাহ (বাগেরহাট), ২য়ঃ তাজুল ইসলাম (বাগেরহাট), ৩য়ঃ আব্দুল হাই (রাজশাহী)।

হাদীছ (বালিকা)ঃ ১মঃ ক্বামারুন নাহার (রাজশাহী), ২য়ঃ যয়নব খাতুন (রাজশাহী), ৩য়ঃ ইসরাত জাহান (রাজশাহী)।

আক্বীদাহ (বালক)ঃ ১মঃ আব্দুল ওয়াহেদ (সাতক্ষীরা), ২য়ঃ আবু রায়হান (রাজশাহী), ৩য়ঃ মুহাম্মাদ আলী (রাজশাহী)।

আক্বীদাহ (বালিকা)ঃ ১মঃ শিলা খাতুন (রাজশাহী), ২য়ঃ

Contents

ইসরাত জাহান (রাজশাহী), ৩য়ঃ ফরীদা খাতুন (রাজশাহী)।

বক্তৃতাঃ ১মঃ আব্দুল মান্নান (রাজশাহী), ২য়ঃ আব্দুল মাজেদ (রাজশাহী), ৩য়ঃ আব্দুল মুক্বীত (রাজশাহী)।

সোনামণির কৃতিত্ব

রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (পিতা মাহতাবুল ইসলাম) ও মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল (পিতা তোফাযযল হোসাইন) সোনামণিদ্বয় ধোপাঘাটা এ,কে, উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের প্রথম জন অত্র গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী ধোপাঘাটা গ্রামের মসজিদে এবং দ্বিতীয়জন অত্র গ্রামের মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করে কৃতিত্ব অর্জন করে। সোনামণিদের মুখে সুন্দর ও আকর্ষণীয় খুৎবা শুনে মসজিদের মুছল্লীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। বিশেষ করে কৃষ্ণপুর মসজিদের সভাপতি জনাব শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহ্হাব ও কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মুস্তফা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং স্কুলের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এমন সুন্দরভাবে ইসলামী আলোচনা ও খুৎবা প্রদান কিভাবে শিখেছে জানতে চান। পরে সকলে অবগত হন যে, তারা দু'জনই অত্র গ্রামের সোনামণি শাখার সদস্য। প্রতি সপ্তাহে তারা নিয়মিত বৈঠক করে। তাদের শাখার পরিচালক হ'লেন মাওলানা এমদাদুল হক্ব। এ বৈঠকের মাধ্যমেই মূলতঃ তারা এই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেছে। এ ঘটনায় তাদের পিতা-মাতাগণও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। তাঁরা সংগঠনের উত্তরোত্তর প্রসার কামনা করেন এবং সোনামণি সংগঠনের সকল দায়িত্বশীলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

['সোনামণি সংগঠন' বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার ও ইসলামী চেতনা সৃষ্টির এক বিপ্লবী কাফেলা। সোনামণিরাই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সৎ, যোগ্য ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের ২৯টি গঠনকৃত সোনামণি যেলার মধ্যে রাজশাহী যেলা শীর্ষে। তন্মধ্যে মোহনপুর উপযেলা অন্যতম। সারা বাংলাদেশের ২৭৫টি সোনামণি শাখার মধ্যে কৃষ্ণপুর একটি শাখা। তাদের সাফল্যের কারণ মূলতঃ তিনটি (১) যথাযথভাবে সোনামণি সংগঠনের নীতিমালা অনুসরণ করা (২) পিতা-মাতাসহ পরিবারের সকলের সোনামণিদের চরিত্র গঠনে মনোযোগী হওয়া (৩) মক্তব, মাদরাসা ও মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক ও ইমাম-মুয়াযযিন সহ সকল প্রকার দায়িত্বশীলের সোনামণিদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া।

আমি উল্লেখিত দু'জন সোনামণি, তাদের পিতা-মাতা ও পরিবারের সকল সদস্য সহ সংগঠনের সাথে জড়িত সকলের প্রতি সোনামণি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন ও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করছি।

আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, সোনামণি সংগঠনের মাধ্যমে এ দেশের অধিকাংশ শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করতে পারলেই একদিন নীরব ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবে ইনশাআল্লাহ। - কেন্দ্রীয় পরিচালক]

আযান

-শারমিন নাহার (রিতু)
৮ম শ্রেণী, খয়েরসূতী উচ্চবিদ্যালয়, পাবনা।

ওহে মুমিনগণ! শোন দিয়ে মন
ডাকছে তোমায় কে?
বিছানা ছেড়ে উঠে এসো
দেরি হবে যে।
ফযরের আযান হয়ে গেছে
দেরি নয় আর,
সময় যে হয়েছে এখন
মসজিদে যাবার।
ছালাত পড়, রোযা কর
কর দ্বীনের কাজ,
আল্লাহ তাতে খুশি হবেন
হবেন না নারাজ।

***

সোনামণিদের জন্য রামাযানের সিলেবাস

সুপ্রিয় সোনামণিরা!

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। আশা রাখি আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা সকলে ভাল থেকে নিয়মিত পড়াশুনা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছ। পবিত্র রামাযান মাস সমাগত। প্রশিক্ষণ গ্রহণের এ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও সুন্দর করতে হবে নিজেদের চরিত্রকে। পরীক্ষা শেষে তোমরা মামাবাড়ী, খালাবাড়ী, চাচাবাড়ী সহ বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে যাবে জানি। তবে মনে রেখ তোমাদেরকে নিয়ে এদেশের সকলের বিরাট আশা-আকাংখা ও স্বপ্ন রয়েছে। তাই তোমাদের জন্য রামাযান উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত সিলেবাস দেওয়া হ'ল। তোমরা সকলে তা যথাযথভাবে পালন করে চলবে, কেমন?

(১) সাধ্যমত ছিয়াম পালন করবে এবং জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে নিয়মিত ছালাত আদায় করবে।

(২) প্রতিদিন বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখবে। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা, হজ্জ ২৩ ও ২৪ আয়াত, আহযাব ২১ আয়াত ও কাহফের ৪৬ নং আয়াত অর্থসহ মুখস্থ করবে।

(৩) গত প্রতিযোগিতার সিলেবাসের ১০টি হাদীছ তোমরা সকলে অবশ্যই মুখস্থ করবে এবং ছালাতের পরে মসজিদে মুছল্লীদের নিকট পাঠ করে শুনাবে।

(৪) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ ও গঠনতন্ত্র ভালভাবে পড়বে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মুখস্থ করে তা প্রচার করবে।

(৫) নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক করবে এবং সোনামণি সংগঠনের দা'ওয়াত তোমাদের বয়সী শিশু-কিশোরদের মাঝে পৌঁছে দিবে।

(৬) খাওয়া, ঘুমানো, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির, সফরে যাওয়া, পায়খানা-প্রসাব সহ প্রয়োজনীয় সকল বিশুদ্ধ দো'আ সমূহ মুখস্থ করবে।

(৭) ভাল বন্ধুদের সাথে মিশবে। মাতা-পিতা, শিক্ষক-গুরুজন, পরিচিত-অপরিচিত সকলের সালাম বিনিময় করবে, হাসিমুখে কথা বলবে এবং সুন্দর আচরণ করে নিজেদেরকে সকলের আদর্শ হিসাবে গড়ে তুলবে।

(৮) সর্বোপরি সোনামণি সংগঠনের নতুন নতুন শাখা গঠন করবে, উপদেষ্টা ও পরিচালকদের সকল নির্দেশ যথাযথ পালন করবে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি হে আল্লাহ! তুমি বাংলাদেশের সাড়ে পাঁচ কোটি শিশু-কিশোর তথা সোনামণির ভবিষ্যৎ জীবন আরও সুন্দর, মধুময় ও পবিত্রকর এবং তাদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠার তাওফীক দান কর। আমীন!!

❒ তোমাদের ভাইয়া
মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দেশের রফতানী বাণিজ্যে মারাত্মক ধস

দেশের রফতানী বাণিজ্যে মারাত্মক ধস নেমেছে। বন্ধ হয়ে গেছে রফতানী খাতের দেড় হাযারেরও বেশী শিল্প-কারখানা। বেকার হয়ে গেছে এসব শিল্পের প্রায় ৩ লাখ শ্রমিক-কর্মচারী। যুক্তরাষ্ট্রে গত ১১ সেপ্টেম্বরে হামলার পর আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মন্দাবস্থা দেখা দেওয়ায় বাংলাদেশের রফতানী বাণিজ্য চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

রফতানী বাণিজ্যের প্রধান প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে তৈরী পোশাক, হিমায়িত মৎস্য, চামড়া ও হ্যান্ডিক্র্যাফট। রফতানী বাণিজ্যের বিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাবে দেশের ব্যাংক-বীমা খাতেও মন্দা প্রকট। বেসরকারী খাতের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলি ইতিমধ্যেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় নতুন করণীয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। দেশের ৭৬ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরী পোশাক শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পর রফতানী কমেছে ৫০ শতাংশ। শতকরা একশ' ভাগ রফতানীমুখী পণ্য হিমায়িত মৎস্যের রফতানী কমেছে ৩৫ শতাংশ। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানী কমেছে ২০ শতাংশ এবং হ্যান্ডিক্র্যাফট রফতানী কমেছে ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ।

এসব খাতে গড় রফতানী হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ। তৈরী পোশাক খাতে সিএম কমেছে ৫০ শতাংশের বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে হামলার কারণে হিমায়িত মৎস্য রফতানীর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ফলে হিমায়িত মৎস্যের রফতানী মূল্য কমেছে ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিককালে এ খাত অর্ডার হারিয়েছে ১শ' ৫০ কোটি টাকার।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের প্রথম দু'মাসে গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রফতানী আয় কমেছে ৭৮ দশমিক ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একইভাবে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রাজস্ব আয় কমেছে ২শ' ২২ কোটি ৫৭ লাখ টাকা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ৩০৫

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিন মাসে রাজনৈতিক সংঘাত ব্যাপক হারে বাড়লেও পূর্ববর্তী তিন মাসের তুলনায় সামগ্রিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। এ সময় রাজনৈতিক কারণে ৩০৫ জন নিহত এবং ১৬ হাযার ৫৩১ জন আহত হয়। উল্লেখিত সময়ে ১২শ' ৬৫টি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। এতে গড়ে প্রতিদিন ৪ জন মানুষ খুন হয়েছে, ৮০২ জন আহত হয়েছে। আন্তঃদলীয় সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১১৫ জন এবং বোমা বিস্ফোরণে মারা গেছে ২৯ জন।

অষ্টম জাতীয় সংসদের নতুন মন্ত্রী পরিষদ

গত ১০ অক্টোবর সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার হলে এক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমাদ বিএনপি চেয়ারপার্সন ও চারদলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে তৃতীয়বারের মত স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বাদশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করান। একই সাথে প্রেসিডেন্ট ২৮ জন মন্ত্রী, ২৮ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৪ জন উপমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এক নযরে মন্ত্রীপরিষদঃ

মন্ত্রীঃ

ক্রমিকঃ	মন্ত্রণালয়	মন্ত্রীর নাম
১.	প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
২.	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	ডাঃ একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
৩.	অর্থ ও পরিকল্পনা	এম সাইফুর রহমান
৪.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া
৫.	বস্ত্র	আব্দুল মতীন চৌধুরী
৬.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন
৭.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক	ব্যারিষ্টার মওদূদ আহমাদ
৮.	কৃষি	মতীউর রহমান নিযামী
৯.	যোগাযোগ	ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা
১০.	ভূমি	এম, শামসুল ইসলাম
১১.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ
১২.	শিল্প	এম,কে, আনোয়ার
১৩.	খাদ্য	তরীকুল ইসলাম
১৪.	পরিবেশ ও বন	শাহজাহান সিরাজ
১৫.	নৌ-পরিবহন	লেঃ কর্নেল আকবর হোসেন (অবঃ)
১৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	বেগম খুরশিদ জাহান হক
১৭.	শ্রম ও জনশক্তি	আব্দুল্লাহ আল-নো'মান
১৮.	পানি সম্পদ	ইঞ্জিনিয়ার এল,কে, ছিদ্দীক্বী
১৯.	তথ্য	ডঃ আব্দুল মঈন খান
২০.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	মির্জা আব্বাস
২১.	মৎস্য ও পশু সম্পদ	ছাদেক হোসেন খোকা
২২.	বাণিজ্য	আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী
২৩.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	ব্যারিষ্টার আমীনুল হক
২৪.	স্বরাষ্ট্র	এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী
২৫.	পাট	হাফীযুদ্দীন আহমাদ বীর বিক্রম
২৬.	দফতর বিহীন	হারুনুর রশীদ খান মুন্নু
২৭.	শিক্ষা	ডঃ ওছমান ফারুক
২৮.	সমাজকল্যাণ	আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ

প্রতিমন্ত্রীঃ

ক্রমিকঃ	মন্ত্রণালয়	প্রতিমন্ত্রীর নাম
১.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান (আযাদ)
২.	যুব ও ক্রীড়া	মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান (পটল)
৩.	ধর্ম	মোশাররফ হোসেন শাহজাহান
৪.	দপ্তর বিহীন	মেজর (অবঃ) মুহাম্মাদ ক্বামরুল ইসলাম
৫.	মুক্তিযুদ্ধ	রেদোয়ান আহমাদ
৬.	ভূমি	ব্যারিষ্টার মুহাম্মাদ শাহজাহান ওমর (বীর বিক্রম)
৭.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন	মীর মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
৮.	সংস্কৃতি বিষয়ক	বেগম সেলিমা রহমান

৯.	পররাষ্ট্র	রিয়ায রহমান
১০.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	আলমগীর কবীর
১১.	স্থানীয় সরঃ, পল্লী উন্নঃ ও সমঃ	যিয়াউল হক যিয়া
১২.	অর্থ ও পরিকল্পনা	আনোয়ারুল কবীর তালুকদার
১৩.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	অধ্যাপক মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
১৪.	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	এ,কে, এম, মোশাররফ হোসেন
১৫.	স্বরাষ্ট্র	মুহাম্মাদ লুৎফুয্যামান বাবর
১৬.	যোগাযোগ	ছালাহুদ্দীন আহমাদ
১৭.	বিদ্যুৎ	ইকবাল হাসান মাহমূদ
১৮.	কৃষি	মির্যা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
১৯.	বাণিজ্য	মুহাম্মাদ বরকতুল্লাহ ভুলু
২০.	অর্থ ও পরিকল্পনা	শাহ্ মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন
২১.	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ	আমানুল্লাহ আমান
২২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এবাদুর রহমান চৌধুরী
২৩.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	মুহাম্মাদ আহসানুল হক মোল্লা
২৪.	শিক্ষা	আ,ন,ম, এহসানুল হক
২৫.	বস্ত্র	মীযানুর রহমান সিনহা
২৬.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক	উকিল আব্দুস সাত্তার
২৭.	পানি সম্পদ	এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী
২৮.	বন ও পরিবেশ	যাফরুল ইসলাম চৌধুরী

উপমন্ত্রীঃ

ক্রমিঃ	মন্ত্রণালয়	উপমন্ত্রীর নাম
১.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	মনি স্বপন দেওয়ান
২.	যমুনা সেতু বিভাগ	আসাদুল হাবীব (দুলু)
৩.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নঃ ও সমবায়	এড. রুহুল কুদ্দূস তালুকদার (দুলু)
৪.	শিক্ষা	মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম পিন্টু।

ঘন্টায় ৮টি গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, মাত্র ৩৬ ঘন্টা ব্যবধানে রাজবাড়ী যেলা সদরের মীযানপুর ইউনিয়নের ৮টি গ্রাম প্রমত্তা পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙ্গনে ৩ শতাধিক বাড়ীঘর সহ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ভাঙ্গনের তীব্রতা এতই প্রচণ্ড ছিল যে, বিগত ৫০ বছরেও এরকম ভাঙ্গন দেখা যায়নি বলে মন্তব্য করেন খলীল মণ্ডল (ইউপি সদস্য) ও অন্যান্য বর্ষীয়ান কৃষিজীবীগণ। চরগাছিয়াদহ, চরসিলিমপুর, মৌকুড়ী, মালিকান্দা, চরধুঙ্গিসহ চরাঞ্চলের অন্যান্য গ্রাম ইতিমধ্যে প্রায় ২ কিলোমিটার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। চরাঞ্চলের ভাঙ্গনের তীব্রতা দেখে লোকজন তাদের সাজানো-গোছানো বাড়ী-ঘর অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে।

সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো

স্বাধীনতা অর্জনের ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশের গোয়েন্দা নীতিমালায় যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত কোন পরিবর্তন এখনও হয়নি। বর্তমান গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ চলছে পূর্বের মত ঢিমে তেতালা গতিতে। এমন একটি সরকারও এযাবৎ রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেনি, যারা দলীয় বা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে দেশজ পরিপ্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে পরিচালিত করেছে। এমনকি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারসমূহও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে ব্যবহার করেছে মান্ধাতার আমলের নীতিমালা অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হিসাবে। এক্ষেত্রে দেশের দু'টি শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা 'এনএসআই' ও 'ডিজিএফআই' বরাবরই রাজনীতির 'নোংরা স্বার্থে' ব্যবহৃত হয়েছে। তাদেরকে যথাযথ কাজে লাগানো হয়নি। যদিও সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের মতে যোগ্য, সৎ ও দেশপ্রেমিক গোয়েন্দা কর্মকর্তার কোন অভাব আমাদের নেই। অভাব হ'ল একটিই সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা নীতিমালার অনুপস্থিতি। কোন্ পর্যায়ে কোন্ লক্ষ্যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করবে, সূত্র মতে তা কখনই কোন সরকার সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি। অবশ্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের গতিবিধি সার্ভে করা, রাত-দিন সেই চেষ্টা তদবীর করাই হ'ল এ দেশের এজেন্সীগুলোর মূল কাজ। বেশীরভাগ শক্তি এদিকে ব্যয় করায় স্বভাবতই কোন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষেই দেশের সার্বিক স্বার্থবিরোধী দেশী বা বিদেশী কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখার বিশেষ কোন সময় ও সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে না।

তাই সবার আগে ঠিক করতে হবে নীতিমালা। কোন্ সংস্থা আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বৃত্তি করবে (এফবিআই-এর মত), আর কোন্ সংস্থা দায়িত্ব নেবে সিআইএ'র মত বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তির, তা সরকারকেই ঠিক করতে হবে।

মারকাযের ছাত্রদের বৃত্তি লাভ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০০০ সালের এবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী বৃত্তি পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ১৩ জন ছাত্র কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি লাভ করেছে। এদের মধ্যে ৬ জন 'এ' ৪ জন 'বি' ও ৩ জন 'সি' গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে। বৃত্তি প্রাপ্তরা হচ্ছেঃ মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম (রাজশাহী 'এ' গ্রেড), মুহাম্মাদ আবদুল গণী (ঝিনাইদহ, 'এ' গ্রেড) ওবায়দুল্লাহ (রাজশাহী 'এ' গ্রেড) মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী 'এ' গ্রেড), মুহাম্মাদ মাযহারুল ইসলাম (দিনাজপুর 'এ' গ্রেড), মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম (দিনাজপুর 'এ' গ্রেড), মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (রাজশাহী 'বি' গ্রেড), মুহাম্মাদ আহসান হাবীব (রাজশাহী 'বি' গ্রেড), মুহাম্মাদ আবু তালেব মৃধা (নাটোর 'বি' গ্রেড) মুহাম্মাদ ফয়ছাল ইবনে মুহাম্মাদ (নওগাঁ 'বি' গ্রেড), মুহাম্মাদ আমীর হামযা (নওগাঁ 'বি' গ্রেড), মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান (কুষ্টিয়া 'সি' গ্রেড) ও মুহাম্মাদ শাহজাহান (রাজশাহী 'সি' গ্রেড)।

২০০৪ সালের মধ্যে ২৫০টি কমপোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা হবে

-বস্ত্রমন্ত্রী

বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল মতীন চৌধুরী বলেছেন, ২০০৪ সালের মধ্যে দেশে অন্ততঃপক্ষে ২৫০টি কমপোজিট টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিবছর ৭৬-৮০ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আসে তৈরী পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্যের রফতানী থেকে। এখন এই খাতকে ব্যাপকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, ২০০৪ সালের মধ্যে টার্গেটকৃত ২৫০টি কমপোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা গেলে বাংলাদেশ বস্ত্রখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে এবং শত শত কোটি টাকা আয় করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও লাখ লাখ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। মন্ত্রী বলেন, দেশে কমপোজিট টেক্সটাইল মিল স্থাপনে স্থানীয় গার্মেন্টস

মালিকরা এগিয়ে আসতে পারেন। প্রয়োজনে ৫-৭ টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী কনসোর্টিয়াম গঠনের মাধ্যমে নিজেরাই কমপোজিট টেক্সটাইল গড়ে তুলতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনায় এনে সরকার ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সহজ ইকুইটির ব্যবস্থা করবে। বস্ত্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দেশে 'টেক্সটাইল ভিলেজ' স্থাপনে উদ্যোগী হবে। এসব প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সহ নানাবিধ সুবিধার নিশ্চয়তা থাকবে।

সোনারগাঁও হোটেল ব্যবস্থাপনায় ধস

দ্যা প্যাণ প্যাসিফিক সোনারগাঁও ঢাকা ফাইভ ষ্টার হোটেলের ব্যবস্থাপনায় ধস নেমেছে। লোকসানের মাত্রা এখন এই হোটেলের উচ্চতাকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শীর্ষ পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং তাদের স্বজনপ্রীতির প্রভাব হোটেল সোনারগাঁওয়ের এই করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে বলে কর্মরত একাধিক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান।

সোনারগাঁও হোটেলে প্রায় ৪৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী স্থায়ীভাবে কাজে নিয়োজিত। জাপানী কোম্পানী প্যাণ পাসিফিকের সাথে ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি হয় শুধু অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য। দীর্ঘকাল ধরে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কোন স্বল্পতা না থাকা সত্ত্বেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আরও ২০৮ জন দলীয় ও আত্মীয় স্বজনকে হোটেলে মোটা অংকের বেতনে চাকুরী দিয়েছে। তাছাড়া বিগত সরকারের বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী এমডি হিসাবে আদিলুয যামানকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই এমডির শ্বশুর কুলের প্রথম সারির আত্মীয় সোনারগাঁও হোটেলের পারচেজ ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ পান এবং বর্তমানে দায়িত্বশীল। শেখ পরিবারের অপর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আলী এস্কান্দারকেও সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত

সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ১৯ অক্টোবর ঢাকায় 'পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করা এবং এর বিকল্প ব্যাগ উদ্ভাবন' শীর্ষক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী শাহজাহান সিরাজ। এই সিদ্ধান্তকে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি যথা শীঘ্র সম্ভব পলিথিন ব্যাগের বিকল্প উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে তাদের মতামত পেশ করবে এবং পরবর্তী আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পলি ব্যাগ ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সভায় শিল্পমন্ত্রী এম,কে, আনোয়ার, বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী, পাটমন্ত্রী হাফীযুদ্দীন আহমাদ, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মীযানুর রহমান সিনহা, পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী যাফরুল ইসলাম চৌধুরী, 'বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ

কৃষ্ণসাগরে রুশ বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ৭০

ইসরাঈলের আকাশসীমায় কৃষ্ণসাগরে গত ৪ অক্টোবর একটি রুশ যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হ'লে বিমানের যাত্রী ও ক্রুসহ ৭০ জন আরোহী নিহত হয়। রাশিয়ান এয়ারলাইন্সের টি ইউ-১৫৪ জেট যাত্রীবাহী বিমানটি ইসরাঈলের তেলআবিব থেকে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার পর ইসরাঈলী ভূখণ্ড থেকে ১ শ' ৯০ কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণসাগরের উপর বিধ্বস্ত হয়। রুশ এয়ারলাইন্সের একজন কর্মকর্তা জানান, বিমানের বেশীরভাগ যাত্রীই ছিল ইসরাঈলের নাগরিক। রুশ বিমান কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। রুশ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের মতে, এ দুর্ঘটনার সাথে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটা যোগসূত্র থাকতে পারে। এদিকে এই রুশ যাত্রীবাহী বিমানটি আকাশে বিস্ফোরিত হয়ে কেন কৃষ্ণসাগরে পড়ল প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন তা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। অপরদিকে কৃষ্ণসাগরে বিধ্বস্ত রুশ বিমানটি সামরিক মহড়ার সময় ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ভূপাতিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট জানিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা উপগ্রহে ধরা পড়েছে যে, টি ইউ- ১৫৪ বিমানটি বিস্ফোরিত হবার ঠিক আগ মুহূর্তে ইউক্রেনের সেনাবাহিনী একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।

যুদ্ধ উন্মাদনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়

-ফিডেল ক্যাস্ট্রো

কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন, গত ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বোমা হামলা চালিয়ে গোটা বিশ্বকে একটা যুদ্ধ উন্মাদনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। হাভানায় ল্যাটিন আমেরিকার বামপন্থী সাংবাদিকদের সম্মেলনে তিনি বলেন, বিশ্বের ধনী ও ক্ষমতাধর জাতিগুলির এলিট শাসকরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ যুদ্ধের আয়োজন করেছে। আফগানিস্তানে পরিচালিত বোমা হামলায় নিরপরাধ জীবনহানীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড যাতে নিরীহ মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়। তিনি আরো বলেন, সন্ত্রাসবাদ একটি নির্দয় প্রক্রিয়া এবং এর সাথে সশস্ত্র সংগ্রামের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনী দেশগুলি বিশ্বের মানচিত্র থেকে এই পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে বিশ্বব্যাপী অধিকতর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

উল্লেখ্য, কমিউনিষ্ট শাসিত কিউবা ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার নিন্দা করলেও ঐ হামলায় কথিত সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের কঠোর বিরোধিতা করেছে।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে আফগানিস্তানে হামলা বন্ধ করুন

-জাতিসংঘ হাই কমিশনার

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মেরিল রবিনসন আফগানিস্তানের উপর মার্কিন হামলা স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে সেখানকার লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে যরূরী খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া যায়।

'সিআইএ' জেনে যাওয়ায় ৫২ যাত্রীসহ নিজ বিমান ভূপাতিত করার ভারতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ

কাশ্মীরের বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিতকরণ ও কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের লক্ষ্যে ভারত এক মরণখেলায় মেতে উঠেছে। 'নিজের নাক কেটে' হ'লেও তারা এখন

মুজাহেদীন সংগঠনসমূহ এবং একই সাথে সবচেয়ে 'বড় শত্রু' পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার যাবতীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। জানা যায়, গত ৩ অক্টোবর ভারতীয় বেসরকারী বিমান সংস্থা 'এলায়েন্স এয়ার'-এর সিডি ৭৪৪৪ ফ্লাইটটি হাইজ্যাক করার যে কাহিনী সাজানো হয়, তাতে পাকিস্তান ছাড়াও অনেক পশ্চিমা দেশের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, কথিত ঐ হাইজ্যাক নাটকের সাথে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাই জড়িত ছিল। এ ব্যাপারে একটি সূত্র জানায়, 'এলায়েন্স এয়ারে'র যাত্রীবাহী বিমানটি মুম্বাই থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে কাশ্মীরী মুজাহিদ সংগঠন 'জয়শ-ই-মুহাম্মাদ' কর্তৃক হাইজ্যাক হয়েছে বলে যে সংবাদ প্রচার করা হয়, তার পুরোটাই ছিল ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার কারসাজি। মুম্বাই থেকে উড্ডয়নের পরপরই কোন এক উড়ো টেলিফোনের উপর ভিত্তি করে প্রচার করা হয় যে, 'জয়শ-ই মুহাম্মাদ'-এর দু'জন মুজাহিদ বিমানটি হাইজ্যাক করেছে। এর কিছুক্ষণ পরই দাবী করা হয় হাইজ্যাকারের সংখ্যা ৮ জন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল, হাইজ্যাকের কথা বলার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এমন একটা আবহ সৃষ্টি করে যে, হাইজ্যাকাররা সুইসাইডাল মিশনে বিমানটি নিয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বা পার্লামেন্ট ভবনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এই কথিত আশংকার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বিমানটিকে ভূপাতিত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জানা যায়, বিমানটি দিল্লীর আকাশে প্রবেশের পূর্বেই রাজস্থানে অবস্থিত ভারতীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটি থেকে দু'টি জঙ্গী বিমানকে উড্ডয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা 'সিআইএ' ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের এই ঘৃণ্য তৎপরতার খবর পেয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে দিল্লীস্থ মার্কিন দূতাবাস ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনার রাশ টেনে ধরে। অবাক ব্যাপার হ'ল যে, এমন একটি ঘটনা ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ঘটাতে যাচ্ছে, তা স্বয়ং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীও জানতে পারেননি। জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানী ও গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পক। আশ্চর্যের বিষয় হ'লঃ দিল্লী বিমানবন্দরে ভোর সাড়ে ৪টায় যখন কমাণ্ডো দল দরজা ভেঙ্গে বিমানে প্রবেশ করে তখন সেখানে কোন হাইজ্যাকার পাওয়া যায়নি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাত্রীরা যেমন কোন হাইজ্যাকের ঘটনা জানতে পারেনি, তেমনি পাইলটরাও অবাক হয়ে যায় তাদেরই প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে এ খবর শুনে।

বিশ্বব্যাপী এ্যানথ্রাক্স আতংক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন, আর্জেন্টিনা, ব্রিটেন, কানাডা, জাপান, জার্মানী, বাংলাদেশ, ভারত সহ এ্যানথ্রাক্সভীতি ইতিমধ্যেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে এ্যানথ্রাক্স আতংক দেখা দিলেও এখন তা ক্রমেই সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমতঃ নিউইয়র্কে এনবিসি টেলিভিশনের সদর দফতরে এ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত একজন রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর শুরু হয় গোটা আমেরিকা ব্যাপী এ্যানথ্রাক্স আতংক। এ পর্যন্ত আমেরিকায় এই জীবাণু বহনকারীর সংখ্যা ৩৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে মার্কিন কংগ্রেসের ৩১ জন কর্মচারীও রয়েছেন। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সান ট্যাবলয়েড পত্রিকার ফ্লোরিডা ভিত্তিক আলোকচিত্র সম্পাদক বোকা র‍্যাটন। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যারা এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বেশীরভাগই সংবাদপত্রের কর্মী। পার্সেল ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ রোগের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন অধিকাংশ লোক। মার্কিন পোষ্ট অফিসগুলি সন্দেহজনক কোন প্যাকেজের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য লোকজনকে সতর্ক করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলিতে পার্সেল ও চিঠিপত্রের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বিশেষতঃ 'এফবিআই' এ ব্যাপারে ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর 'আল-ক্বায়েদা' সংগঠনের দিকেই সন্দেহের আঙ্গুল উঁচিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এ্যানথ্রাক্স মূলতঃ পশুসম্পদের একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ। জীবাণুটি মানুষের মধ্যেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে এ পশুরোগটি 'তড়কা রোগ' নামে পরিচিত। জীবাণুটির বৈজ্ঞানিক নাম 'ব্যাসিলাস এ্যানথ্রাসিস'। এই জীবাণুর স্পোর মানবদেহে প্রবেশের পর সুপ্তাবস্থায় থাকে সাধারণতঃ এক থেকে তিন দিন। এরপর নানা উপসর্গ দেখা দেয়। জীবাণুটি বংশবিস্তারের পাশাপাশি নিঃসরণ করে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ। এতে করে রোগী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে, ক্ষেত্রবিশেষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। তিনভাবে এটি শরীরে প্রবেশ করতে পারেঃ খাবারের মাধ্যমে, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এবং ত্বকের মাধ্যমে।

রোগটির ইতিহাস আসলে অত্যন্ত প্রাচীন। হযরত মূসা (আঃ) মিসরবাসীকে এক ধরনের পশুরোগ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই রোগটি সম্ভবতঃ এ্যানথ্রাক্স। এছাড়া হিপোক্র্যাট ও গ্যালেনের বর্ণনায়ও কার্বাঙ্কল রোগের উল্লেখ আছে, যা সম্ভবতঃ এ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল।

ইসরাঈলের পর্যটনমন্ত্রী গুলীতে নিহত

ইসরাঈলের আরব বিরোধী ডানপন্থী মন্ত্রী রেহাভাম জীবিকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ফিলিস্তীনী মুজাহিদরা জেরুযালেমে গত ১৭ অক্টোবর তাকে তার হোটেল কক্ষে গুলী করে। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন বলেন, ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকেই ইসরাঈলী পর্যটনমন্ত্রী রেহাভামের হত্যাকাণ্ডের দায়ভার নিতে হবে। তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, এ হত্যাকাণ্ড ইসরাঈল-ফিলিস্তীন বিরোধের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রীর এ কঠোর মন্তব্যের আগে 'পপুলার ফর লিবারেল অব ফিলিস্তীন' নামে একটি সংগঠন এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব স্বীকার করে বলেন, তাদের ফিলিস্তীনী নেতা আবু আলী মোস্তফাকে ইসরাঈলী সৈন্যরা গুলী করে হত্যা করেছিল এবং ইসরাঈলী মন্ত্রী হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঐ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল।

জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে কফি আনানের নোবেল পুরস্কার লাভ

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের একশ' বছরের ইতিহাসে তিনি হচ্ছেন এ পুরস্কার প্রাপ্ত ষষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ। স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে জাতিসংঘের সাথে সম্মিলিতভাবে তাঁকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বলে নোবেল কমিটি জানিয়েছেন। তিনি ঘানার অধিবাসী এবং জাতিসংঘের প্রথম মুসলিম মহাসচিব। গত ২৯ জুন জাতিসংঘ মহাসচিব পদে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি নির্বাচিত হন।

যুক্তরাষ্ট্রে কাশ্মীরী মুজাহিদ গ্রুপের সম্পদ বাজেয়াপ্ত

যুক্তরাষ্ট্র গত ১লা অক্টোবর শ্রীনগরে আইন সভায় আত্মঘাতী বোমা হামলার দায়ে সন্দেহভাজন একটি কাশ্মীরী মুজাহিদ গোষ্ঠীর সম্পদ গত ১২ অক্টোবর বাজেয়াপ্ত করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং সার্বিকভাবে তাতে সমর্থন ও অনুমোদন দেওয়ার জন্য অর্থ বিভাগ পাকিস্তানভিত্তিক 'জায়শ-ই-মুহাম্মাদের' নাম তালিকাভুক্ত করেছে। পাকিস্তানভিত্তিক অপর তিনটি গ্রুপসহ আরো ৩৯টি গোষ্ঠীকে এ তালিকাভুক্ত করা হবে। এরা গত ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার প্রধান সন্দেহভাজন ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে কমবুদ্ধি ও জর্জ বুশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত যতজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাদের বুদ্ধিমত্তা নিরূপণের কোনরূপ চেষ্টা ইতিপূর্বে নেয়া হয়নি। জর্জ ডব্লিউ বুশ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর থেকে বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে। অনেকে মন্তব্য করেন যে, অন্যান্য প্রেসিডেন্টের তুলনায় প্রেসিডেন্ট বুশের বুদ্ধিমত্তায় ঘাটতি রয়েছে। জনগণের এই ধারণার

প্রেক্ষিতে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের বুদ্ধিমত্তা (intellectual ability) নিরূপণের চেষ্টা হিসাবে এই সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট থেকে শুরু করে জর্জ ডব্লিউ বুশ পর্যন্ত বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে আমেরিকায় যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাদের বুদ্ধিমত্তার মাত্রা নির্ধারণই ছিল এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বুদ্ধিমত্তার মাত্রা নিরূপণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতিদের বিভিন্ন গুণাবলী, স্বকীয়তা, মানবিক ও মানসিক দিকগুলি, যেমন পান্ডিত্যপূর্ণ অর্জন (Scholarly achievements), নিজস্ব লেখনী শক্তি (writings that they alone wrote), কার্যকর ভাবে কথা বলার দক্ষতা (ability to speak effectively) এবং অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে তুলনামূলক রেটিং (rating) করা হয়।

এই সমীক্ষণটি পরিচালনা করে স্ক্রান্টন (Scranton) পেনসিলভেনিয়াস্থ একটি নিরপেক্ষ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক (think tank)। বিশ্বনন্দিত ও সর্বজন পরিচিত উঁচু মাপের ইতিহাস বেত্তা (high caliber historian), মনস্তত্ত্ববিদ (psychiatrist), সমাজবিজ্ঞানী (sociologist), মানব আচরণ বিশেষজ্ঞ (scientist in human behaviour) ও মনোবিজ্ঞানীদের নিয়ে এই থিঙ্ক ট্যাঙ্কটি গঠন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডঃ ওয়ার্নার লেভেনস্টিন এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনস্তত্ত্ববিদ পেট্রিসিয়া উইলিয়াম্‌স এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই বিশেষজ্ঞ দলটি চার মাস ধরে গবেষণা করার পর প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের বুদ্ধাঙ্কের (I.Q.) মান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। তাদের গবেষণার ফলাফল সবাইকে বিস্মিত করে। নীচে প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের নামের পাশে তাদের বুদ্ধাঙ্কের মান দেওয়া হ'লঃ

(সময়ের ক্রম অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	প্রেসিডেন্টের নাম	বুদ্ধাঙ্কের মান
১.	ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (ডেমোক্রাট)	১৪৭
২.	হ্যারি ট্রুম্যান (ডেমোক্রাট)	১৩২
৩.	ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার (রিপাবলিকান)	১২২
৪.	জন এফ কেনেডী (ডেমোক্রাট)	১৭৪
৫.	লিন্ডন বি জনসন (রিপাবলিকান)	১২৬
৬.	রিচার্ড এম নিকসন (রিপাবলিকান)	১৫৫
৭.	জেরাল্ড ফোর্ড (রিপাবলিকান)	১২১
৮.	জেম্‌স ই কার্টার (রিপাবলিকান)	১৭৫
৯.	জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ (রিপাবলিকান)	০৯৯
১০.	উইলিয়াম জে. ক্লিনটন (ডেমোক্রাট)	১৮২
১১.	জর্জ ডব্লিউ বুশ (রিপাবলিকান)- বর্তমান রাষ্ট্রপতি	০৯১

এই নিরপেক্ষ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বিগত ৫০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ১২ জন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ৬ জন ছিলেন রিপাবলিকান দলের এবং বাকী ছয় জন ডেমোক্রাট দলের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। এই ছয় জন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট এর গড় বুদ্ধাঙ্ক হচ্ছে ১১৫.৫, যাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর বুদ্ধাঙ্ক হচ্ছে ১৫৫, যা কিনা রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ-এর হচ্ছে ৯১, যা সবচেয়ে কম।

অন্যদিকে ছয় জন ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্টের বুদ্ধাঙ্কের গড় হচ্ছে ১৫৬। এদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জনসনের বুদ্ধাঙ্ক সবচেয়ে নীচে এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সবচেয়ে উপরে যাদের মান যথাক্রমে ১২৬ এবং ১৮২। এই সমীক্ষায় ভুল ভ্রান্তির তারতম্য শতকরা পাঁচভাগের মধ্যে রয়েছে বলে ধরা হয়েছে। সমীক্ষাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে এবং কাজ শেষ হয় ১৭ জুন ২০০১ সালে।

এই সমীক্ষাটির ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে চলমান ধারণাকেই সমর্থন করল। প্রেসিডেন্ট বুশ এই মূল্যায়ণে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে তাঁর ইংরেজী ভাষায় মুন্সিয়ানার অভাব এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অর্জন ও নিজস্ব লেখনী দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ লেখার অভাবকে দেখানো হয়েছে।

মুসলিম জাহান

জাতিসংঘের সম্পত্তি বাজেয়াফতের ফরমান

বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি, সংগঠন ও কোম্পানীর তালিকা

জাতিসংঘের গত ৯ অক্টোবরের ঘোষণায় বলা হয়, নিরাপত্তা পরিষদের আফগানিস্তান সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা কমিটি জাতিসংঘের ১৩৩৩ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে ওসামা বিন লাদেনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির নাম তালিকাভুক্ত করেছে। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘে ১৩৩৩ নম্বর প্রস্তাব পাস হয়। এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়, বিন লাদেন এবং তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির তহবিল ও অন্যান্য সম্পদ সকল রাষ্ট্র বাজেয়াফত করবে। তালিকায় সংযুক্ত নামগুলি হচ্ছেঃ ফিলিপাইনের আবু সায়াফ গ্রুপ, আলজেরিয়ার সশস্ত্র ইসলামী গ্রুপ, কাশ্মীরের হরকত-উল-মুজাহিদীন, মিসরের আল-জিহাদ, উজবেকিস্তানের ইসলামী মুভমেন্ট, বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক আল-ক্বায়েদা, আসবত আল-আনছার, সালাফিষ্ট গ্রুপ, লিবিয়ান ইসলামিক ফাইটিং গ্রুপ, আল-ইত্তেহাদ আল-ইসলামিয়া ও এডেনের ইসলামিক আর্মি। তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলি হচ্ছেঃ ওয়াফা হিউমেনিটারিয়ান সংস্থা (জর্ডান, পাকিস্তান, সউদী আরব, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ সংস্থার কয়েকটি দফতর রয়েছে), আর-রশীদ ট্রাষ্ট (পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ট্রাষ্টের কয়েকটি দফতর এবং এই ট্রাষ্টের কর্মতৎপরতা কসোভো ও চেচনিয়ায় সক্রিয় রয়েছে) এবং জার্মানীর হামবুর্গে অবস্থিত মামুন দরকাজানলি ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানী। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা হচ্ছেনঃ শেখ সাঈদ (মোস্তাফা মুহাম্মাদ আহমাদ), আবু হাফস দি মৌরিতানিয়ান (মাহফুয ও ওল্ড আল-ওয়ালীদ খালিদ আশ-শানকীতী, মাহফুয ওয়ালেদ আল-ওয়ালিদ, মোহামেদু ওয়াইদ স্লাহী), ইবনে আল-শেখ আল-লিবি, আবদ আল-হাদী আল-ইরাকী (আবু আব্দুল্লাহ, আব্দেল আল-হাদী আল-ইরাকী), তিরাওয়াত সালাহ শিহাতা (তারাওয়াত সালাহ আব্দুল্লাহ, সানাহ শিহাতা তিরাওয়াত, শাহাতা তিরাওয়াত), তারেক আনোয়ার আল-সাঈদ আহমাদ (হামদী আহমাদ ফারাজ, আমর আল-ফাতিহ ফাতিহী), মুহাম্মাদ সালাহ (নাসর ফাহমী নাসর হাসানাইন) এবং মাকতাব আল-খিদমাহ/আল-কিফাহ।

পাক সেনাবাহিনী প্রধান পদে জেনারেল মোশাররফের মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল বৃদ্ধি

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার এই সংকটপূর্ণ সময়ে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী প্রধান পদে তাঁর মেয়াদকাল অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি করেছেন। সেনাবাহিনীর শীর্ষ জেনারেলবৃন্দ ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের অনুমোদন লাভ করার পর সেনাবাহিনী প্রধান পদে তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

সরকারী মুখপাত্র জেনারেল রশীদ কোরেশী বলেন, জেনারেল মোশাররফ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সেনাবাহিনী প্রধান পদে তাঁর দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন।

পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থনের পুরস্কার

আমেরিকা ও জাপান ৯ কোটি ডলার সাহায্য দেবে

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য হিসাবে ৫ কোটি ডলারের একটি বিধান অনুমোদন করেছেন। পাকিস্তান বুশের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে সহায়তা করার অঙ্গীকার করায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বুশ এই সাহায্য প্রদানের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের

নিরাপত্তার স্বার্থে এটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থ কোন কাজে ব্যবহৃত হবে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। তবে হোয়াইট হাউজের একজন কর্মকর্তা বলেন, পাকিস্তানের বাজেট সহায়তা হিসাবে এই অর্থ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া পাকিস্তানের এডিবি ও বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ পাওয়ার ব্যাপারেও ওয়াশিংটন সহায়তা করবে। অপরদিকে ঠিক একই কারণে জাপান পাকিস্তানকে ৪ কোটি ডলার সাহায্য দেবে। গত ৫ই অক্টোবর এ ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাপানের রাষ্ট্রদূত সাদাকি নুমাতা ইসলামাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর পাকিস্তানের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তের আমরা যথাযথ মূল্য দিচ্ছি। জাপান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে কাজ করায় পাকিস্তানের মানসিকতাকেও আমরা স্বাগত জানাই।

আফগানিস্তানে হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে

-আল-ক্বায়েদাহ

বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব ওসামা বিন লাদেনের নিয়ন্ত্রণাধীন আল-ক্বায়েদা গ্রুপের মুখপাত্র সুলায়মান আবু গাইথ বলেছেন, আফগানিস্তানে হামলা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও তার দুষ্কর্মের দোসর যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ভিডিও টেপে বাণীবদ্ধ এক বিবৃতিতে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আল-ক্বায়েদার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বর্বর ইহুদীবাদী ও ক্রুসেডারদের মধ্যে প্রধান অপরাধী হচ্ছে সিনিয়র বুশ, জুনিয়র বুশ, টনি ব্লেয়ার, বিল ক্লিনটন ও এরিয়েল শ্যারন। এই অপরাধীরাই মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আক্রমণের অসহায় শিকার হয়ে কোন অপরাধ ছাড়াই নির্বিচারে মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মুসলিম পুরুষ, মহিলা ও শিশু। নির্যাতন চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে এবং অনেককে ঠেলে দেওয়া হয়েছে দুর্বিসহ উদ্বাস্তু জীবনের অনিশ্চয়তার দিকে। এসব নিরপরাধ নিহত মানুষের রক্ত বৃথা যাবে না। দৃঢ়তার সাথে এই ঘোষণা দিয়ে জনাব গাইথ বলেন, ইনশাআল্লাহ আল-ক্বায়েদাহ তাদের অবশ্যই শাস্তি দিবে। আল-ক্বায়েদা সকল অবিশ্বাসী বিশেষ করে মার্কিন ও বৃটিশদের আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, এই অবিশ্বাসীদের মায়েরা যদি তাদের সন্তানদের রক্ষা করতে চান, তাহ'লে তাদের উচিত নিজেদের সন্তানদের আরব ভূখণ্ড থেকে নিয়ে যাওয়া। কারণ এই ভূখণ্ডে আগুন জ্বলে উঠবে।

আবু গাইথ বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মুসলমান ও তাদের সন্তান-সন্ততি এবং যারা মার্কিনীদের অন্যায় নীতি বরদাশত করেন না, তাদেরকে বিমানে ভ্রমণ না করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। তাদেরকে এও পরামর্শ দিচ্ছি যে, তারা যেন সুউচ্চ ভবন বা টাওয়ারে বসবাস না করেন।

অবশ্য বুশ প্রশাসন আল-ক্বায়েদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ স্বার্থের উপর আঘাত হানার এ হুমকিকে 'অপপ্রচার' বলে নাকচ করে দিয়েছে।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়া

খৃষ্টান-মুসলমান দাঙ্গায় নাইজেরিয়ায় ২শ' ব্যক্তি নিহত

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়ায় নাইজেরিয়ার কানো শহরে খৃষ্টান-মুসলমান দাঙ্গায় ২শ' ব্যক্তি নিহত হয়েছে। একদল সশস্ত্র বিক্ষোভকারী প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালালে এই ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা ঘটে জানগন শহরে। শহরটিতে খৃষ্টানরা প্রধান সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। ফেডারেল সরকার এই এলাকার দাঙ্গা ঠেকাতে নতুন করে সৈন্য ও পুলিশ পাঠায়। শহরে রাত্রিকালীন কার্ফ্যু জারি করা হয়। গত ১২ অক্টোবর জুম'আর ছালাতের পর শহরের মুসলমানরা মার্কিনবিরোধী মিছিল বের করলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার জের ধরে অন্যান্য শহরেও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ছে।

সঊদী আরবে ১শ' লাদেন সমর্থক গ্রেফতার

সঊদী আরব কর্তৃপক্ষ ওসামা বিন লাদেনের ১০০ জন সমর্থক গ্রেফতার করেছে। দুবাইয়ে সঊদী ভিন্নমতাবলম্বীরা একথা জানান। লন্ডন ভিত্তিক মুভমেন্ট ফর ইসলামিক রিফর্ম-এর প্রধান সা'দ আল-ফক্বীহ বলেন, যেসব আরব ১৯৮০-এর দশকে বিন লাদেনের সাথে আফগান যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সঊদী কর্তৃপক্ষ তাদেরকে গ্রেফতার করেছে। এ পর্যন্ত ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে সঊদী আরবে ওসামা বিন লাদেনের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে রয়েছে।

কাশ্মীর রাজ্য পরিষদ ভবনে বোমা বিস্ফোরনে ২৫ জন নিহত, আহত ৫০

গত ১ অক্টোবর ভারত শাসিত কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে রাজ্য পরিষদ ভবনের মূল প্রবেশদ্বারে গাড়ী বোমা বিস্ফোরনে ২৫ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে। ঐদিন রাজ্যপরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার অনেক পর একটি গাড়ী দ্রুতগতিতে পরিষদের মূল প্রবেশদ্বারে এস থামে। অল্পক্ষণের মধ্যে বিকট শব্দে গাড়ীতে রক্ষিত বোমাটি বিস্ফোরিত হয়। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথে একদল মুসলিম মুজাহিদ প্রথমে গ্রেনেড ছুঁড়ে এবং গুলী করতে করতে পরিষদ ভবনের ভিতরে প্রবেশ করে। পরে তারা পরিষদ ভবনের ভিতরে ৩০ জন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জিম্মি করেছে।

আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা

আত-তাহরীক ডেস্কঃ সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে বিমান হামলার ২৭ দিন পর গত ৭ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ২৫ মিনিটে মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান এবং যুদ্ধ জাহায থেকে আফগানিস্তানে হামলা শুরু হয়েছে। সন্ত্রাস নির্মূলের নামে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ও তার দোসর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আফগানিস্তানের নিরপরাধ জনগণের উপর রাতের আঁধারে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছেন। প্রথম রাতে ৩ দফায় ৫০টি টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র সহ এজিএম-৮৪, জিবিইউ-৩১, জেডাম প্রভৃতি নামের ভয়ংকর রকম ধ্বংসাত্মক মিসাইলও নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রধানতঃ পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করে বি-১, বি-২, বি-৫১, বি-৫২ ও স্টিলথ সহ সর্বাধুনিক বোমারু বিমানের পাশাপাশি আরব সাগরের নীচে অবস্থানরত বিভিন্ন সাবমেরিন থেকে ক্রুজ মিসাইলগুলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রথম দিনে ১৫টি বোমারু বিমান ও ২৫টি জঙ্গী বিমান হামলায় অংশ নেয়। বিমানগুলি কাবুল, কান্দাহার, মাযার-ই শরীফ ও পূর্বাঞ্চলীয় জালালাবাদ শহরে বোমা বর্ষণ করে। প্রচণ্ড বিমান হামলা ও বিমান বিধ্বংসী কামানের মুহুর্মুহু শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজধানী কাবুল। তালেবান সদর দফতর কান্দাহারের বিমানবন্দর সহ অনেক স্থাপনা বিধ্বস্ত হয়। মাযার-ই শরীফের বিমানবন্দর জ্বলে যায়। টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান থেকে বোমা ও জঙ্গী বিমান থেকে মেশিনগানের গুলীবর্ষণের মধ্যেও আল্লাহর পথের সৈনিক তালিবান যোদ্ধাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয়-ভীতি ও শংকা ছিল না। অকুতোভয় তালিবান যোদ্ধারা প্রথম রাতে বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় হানাদার বাহিনীর ৪টি বিমান ভূপাতিত করে। প্রথম রাতের হামলায় নারী ও শিশুসহ শতাধিক বেসামরিক লোক নিহত হয়। এদিকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা মোকাবেলা করার লক্ষ্যে ২০ লাখ আফগান ইসলামের পথে শহীদ হওয়ার জন্য মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের হাতে বায়'আত নিয়েছে।

আফগানিস্তানে আমেরিকা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এক মরণখেলায় মেতে উঠেছে। প্রতিনিয়ত তাদের বোমার বলি হচ্ছে শত

শত আফগান বেসামরিক লোক। ধ্বংস হচ্ছে ঘর-বাড়ী, মসজিদ-মাদরাসা, হাট-বাজার, বেসামরিক জনবসতি, আশ্রয় শিবির, খাদ্যগুদাম, হাসপাতাল ইত্যাদি। ১১ অক্টোবর জালালাবাদে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একটি মসজিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। মসজিদের ভেতরে অবস্থানরত ১৫ জন মুছল্লীও নিহত হয়েছেন। অনুরূপভাবে ২৩ অক্টোবর আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত নগরীর একটি মসজিদে বোমা হামলা চালানো হ'লে ১৫ জন মুছল্লী নিহত ও বহু মুছল্লী আহত হন। ২২ অক্টোবর হেরাত নগরীর এক হাসপাতালে বোমা নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে হাসপাতাল ভবন ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। আর একই সাথে ডাক্তার, নার্স ও রোগীসহ শতাধিক ব্যক্তি লাশে পরিণত হন।

এভাবে দিনে ও রাতে সমানে চলছে বিমান হামলা। জঙ্গী বিমানের গর্জন ও বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াযে ঘর-বাড়ীসহ আশপাশের সবকিছু মুহুর্মুহু কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাটে-বাজারে ও আবাসিক এলাকায় বোমা পড়ছে। শত শত শিশু বোমার আঘাতে আহত হয়ে আর্ত-চিৎকার করছে। তাদের ব্যথা উপশমের জন্য কোন ওষুধ নেই। মায়ের চোখের সামনে বোমায় নিহত সন্তানের লাশ। বুকফাটা কান্নায় সমগ্র পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে। লোকজন কাজ-কর্মে বের হ'তে পারছে না। ত্রাণ সরবরাহও বন্ধ। ফলে আফগানদের অধিকাংশেরই দিন কাটছে অনাহারে।

যুক্তরাষ্ট্র শুধু বিমান হামলা চালিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং স্থলবাহিনীও নামিয়েছে। তবে প্রথম পর্বেই তারা মার খেয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর রাতে শতাধিক কমাণ্ডো কান্দাহারের বাবাশাহী অঞ্চলে প্রথম অবতরণ করে। সেখানে বীর মুজাহিদ তালেবান যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে তারা টিকে থাকতে পারেনি। ফলে কমাণ্ডোরা হেলিকপ্টার যোগে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের একটি ঘাঁটিতে ফেরার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তালিবান যোদ্ধারা গুলী করে তাদের হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে। এই প্রথম মুখোমুখি লড়াইয়ে ২৫ জন মার্কিন কমাণ্ডো নিহত হয়।

আফগানিস্তানে হামলা কালে যুক্তরাষ্ট্র নিত্যনতুন অস্ত্র ও অত্যাধুনিক বিমান ব্যবহার করছে। যেমন- টারবোপ্রপ এসি-১৩০ বিমান, এফ-১৫ই স্ট্রাইক জেট বিমান, গুচ্ছ বোমা ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, অত্যাধুনিক টারবোপ্রপ এসি-১৩০ বিমান খুব নীচু দিয়ে উড়ে গিয়ে অনেক বেশী বোমা ফেলতে পারে। একই সাথে এ ধরনের বিমান হেলিকপ্টার গানশীপের মত কাজ করে। এতে ৬ মিলিমিটার কামান রয়েছে। এই বিশেষ ধরনের বিমান যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোন দেশের নেই। 'গুচ্ছ বোমা' হচ্ছে মুষ্ঠি আকৃতির মাইন জাতীয় বিস্ফোরক। একটি গুচ্ছ বোমায় ২ শ' পর্যন্ত বোমলেট এক সঙ্গে থাকে এবং এর প্রতিটির ওযন দেড় কেজি। এই বোমা যেখানে ফেলা হয় সেখানকার সব দাহ্য বস্তু আগুনে পুড়ে যায়। জাতিসংঘ এ ধরনের ভয়ংকর বোমা আফগানিস্তানে না ফেলার আহ্বান জানালেও দীর্ঘ দিন যাবৎ বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তালেবান যোদ্ধাদের মনোবলে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে না পেরে যুক্তরাষ্ট্র গুচ্ছ বোমা ফেলা শুরু করেছে। তাছাড়া তারা রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রও ব্যবহার করছে বলে তালেবান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বর্তমান যুদ্ধ এক থেকে দুই বছর স্থায়ী হ'তে পারে। তিনি বলেন, বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা হ'লে হামলা অব্যাহত রাখার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে তালেবান কর্তৃপক্ষ বুশের এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তারা কিছুতেই লাদেনকে হস্তান্তর করবেন না।

এ যাবৎ মার্কিন হামলায় সহস্রাধিক বেসামরিক আফগান নাগরিক নিহত হন। তালেবান যোদ্ধাদের হতাহতের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। তবে পাকিস্তানভিত্তিক ইসলামী সংগঠন 'হারাকাতুল মুজাহিদীন'-এর ৩৫ জন শহীদ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তারা ২২ অক্টোবর আফগান রাজধানী কাবুলে একটি এলাকায় মার্কিন বোমা হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। তবে প্রকৃতপক্ষে কত লোক এ হামলায় নিহত বা আহত হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান জানার উপায় নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলার ফলে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতির মর্মান্তিক চিত্র চেপে রাখার জন্য পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমকে কোটি কোটি ডলার ঘুষ প্রদান করছে। লণ্ডনের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকা একথা জানায়। তবে ১৪ অক্টোবর প্রথম আফগানিস্তান সফরকারী বিদেশী সাংবাদিকরা বলেছেন, চারদিকে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। এই ধ্বংসযজ্ঞ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়েছে।

মার্কিন বিমান হামলায় কাবুল, কান্দাহার, জালালাবাদ, মাযার-ই-শরীফ ও হিরাত থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির সব গুরুত্বপূর্ণ নগরীর সকল স্থাপনাই বস্তুতঃ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে কাবুলের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রেডিও স্টেশন।

এদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদের ঢেউ শুধু মুসলিম বিশ্বেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা ক্রমেই অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ছে। লণ্ডন, ওয়াশিংটন, উত্তর কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মানীতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। পাকিস্তানে বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলীতে ১০ জন নিহত হয়েছে।

প্রতি মার্কিন সৈন্যের জন্য ৫০ হাযার ডলার পুরস্কার ঘোষণাঃ ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্যদের পাকড়াও করতে পারলে প্রতিটি মার্কিন সৈন্যের জন্য ৫০ হাযার ডলার পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

গহনা বিক্রি করে অস্ত্র কিনে পুত্রকে জেহাদে প্রেরণঃ জেহাদের ডাকে সাড়া জেগেছে মুসলমান নারী-পুরুষ সকলের মাঝে। আল্লাহ্র পথে জীবন দানের মত উত্তম কাজ আর কিছুই হ'তে পারে না। জেহাদে গিয়ে শহীদ হ'লে তিনি জান্নাত লাভে ধন্য হন। পাকিস্তানী এক মা তার ছেলেকে জিহাদে যাওয়ার জন্য নিজের স্বর্ণের গহনাগাটি বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে ছেলের জন্য একটি কালাশনিকভ রাইফেল কিনে দিয়েছেন। ছেলের নাম ফারূক শাহ (২১)। তিনি পাকিস্তানের তেমের গারাহ শহরে এপিকে বলেন, আমার মা ইসলামের পথে জিহাদ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

বের হয়েছে বের হয়েছে

শিরক-বিদ'আত মুক্ত ছহীহ আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনন্য গ্রন্থ

الإستقامة على الإيمان

আল-ইসতিক্বা-মাতু 'আলাল ঈমান

লেখকঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল আলী বিন আব্দুল জলীল

সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. *মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন, অফিস সহকারী, আল-হাদীছ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

২. *মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, শিক্ষক, মাদরাসাতুল হাদীছ, নাজিরা বাজার, ঢাকা।*

৩. *হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যান্ত্রিক চোখঃ অন্ধরাও দেখতে পাবেন

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা এমন এক ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে অন্ধ ব্যক্তিরা এমনকি জন্মান্ধ ব্যক্তিরাও দেখতে পাবে বলে দাবী করা হচ্ছে। দৃষ্টিহীন বলে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। আর প্রয়োজন হবে না মৃত মানুষের চোখ সংরক্ষণের। শুধু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে হিউম্যান বডিশপ থেকে কিনে লাগাতে হবে। লাগানোটা আবার দু'রকমের, মাথার ভেতরে এবং মাথার বাইরে চোখের স্থানে। দৃষ্টিহীনতা কি কারণে হয়েছে তার উপর নির্ভর করবে এই লাগানোটা। শুধু একবার লাগালেই মৃত্যু পর্যন্ত চলে যাবে, প্রয়োজন হবে না চশমার।

যান্ত্রিক চোখের মধ্যে কৃত্রিম দৃষ্টিশক্তি তৈরীর জন্য গবেষণায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের সর্বশেষ আলোটিও দেখতে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সবধরনের অন্ধত্ব দূরীকরণে কিন্তু একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে না। দেখা যাবে কারও জন্য হয়ত মস্তিষ্কের বিশেষ এলাকায় খুব ক্ষুদ্র 'ডিজিটাল রিসিভার' বসিয়ে দেওয়া হবে মাইক্রোসার্জারি করে। 'ডিজিটাল রিসিভার'টি হবে সিলিকন চিপে তৈরী মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ। এটিকে বিজ্ঞানীরা 'কৈয়ারভয়্যর' নাম দিয়েছেন। আমেরিকার কয়েজন বয়স্ক অন্ধ ব্যক্তিকে এই 'ডিজিটাল রিসিভার' দিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার বাইরের যান্ত্রিক যন্ত্র নিয়ে একটা চশমা অথবা সানগ্লাসে বসানো হয়েছে মাইক্রো ক্যামেরা। এই চশমা ব্যবহার করে সুস্থ ব্যক্তিদের মত নিখুঁতভাবে দেখতে পাবে অন্ধ ব্যক্তি। এটি ব্যবহারকারী কেবল দেখবে না, যা দেখবে তার সংকেত লেজার রশ্মি তৈরী করে সংকেত পৌঁছে দিবে মস্তিষ্কে। এই সংকেত গ্রহণ করবে মস্তিষ্কের 'নিউ রোফস' চিপ। যান্ত্রিক চোখের শাব্দিক অর্থ 'ইলেক্ট্রনিক আই'। 'ইলেক্ট্রনিক আই'টিতে কৃত্রিম যৌগ 'নিউরোফস' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে নিয়োজিত। নিউরোফসের মাধ্যমে লেজার রশ্মির সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হবে মস্তিষ্কে নিউরোন তন্ত্রগুলির। লেজার রশ্মি বাহিত মাইক্রো ক্যামেরায় তোলা ছবির ডিজিটাল সংকেত নিউরোফস চিপের মধ্য দিয়ে নিউরোন তন্ত্র হয়ে মস্তিষ্কের কোষে পৌঁছলে মস্তিষ্কে অনুবাদ করবে সংকেতের অর্থ। এভাবে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাবে বিশ্ব। -ফালিল্লা-হিল হামদ।

অঙ্গচ্ছেদের পরেও অঙ্গ সচল রাখার পদ্ধতি

সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস-এর ট্রান্সমেডিক্স এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে, যেটি দ্বারা মানুষের কোন একটি অঙ্গ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরও তা সচল রাখা সম্ভব। এ যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শনকালে পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসকরা ৮০ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে আলাদা করে হৃৎপিণ্ডটিকে স্পন্দনরত অবস্থায় প্রদর্শন করেন।

বিজ্ঞানীরা জানান, এ পদ্ধতির ফলে একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য যার শরীরে অঙ্গটি প্রতিস্থাপন করা হবে তার শরীরে অঙ্গটি ম্যাচ করবে কি-না তা নির্ধারণ করার জন্য বেশ সময়ও হাতে পাওয়া যাবে। শুধু মানুষ নয়, বিভিন্ন প্রাণীর দেহেও এ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন বিজ্ঞানীরা।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ন্যায় দণ্ড

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে আমি একাত্মতা ঘোষণা করে এ কথা বলতে চাই, বিশ্বের অশান্তির মূল হোতা যুক্তরাষ্ট্র যেন মহান আল্লাহ্‌র কোপানলে পতিত হয়। ধন-সম্পদে এবং আধুনিক সমরাস্ত্র বলে বলীয়ান হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন মহল আগাগোড়াই বিশ্বের বুকে অমানবোচিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাজের সমর্থনে অনেক দোসর থাকলেও দোসর দেশের সব জনগণ নেই। সম্প্রতি আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দোসর বনলেও জনগণ আদৌও বনেননি। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক শান্তিকামী সাধারণ মানুষও আফগানিস্তানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মিছিল করেছে। অন্যায়বোধ তাদের না থাকার দরুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। তাদের নীতির কারণে ফিলিস্তীনীরা ইসরাঈলদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হয়ে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বুকে অন্যায় ও অবিচার করে চলেছে। তারই ন্যায়দণ্ড হিসাবে ১১ই সেপ্টেম্বর তাদের উপর নেমে এসেছে অত্যন্ত মর্মান্তিক সন্ত্রাসী দুর্ঘটনা। এটা তাদের জন্য একান্ত পাওনা ছিল। সবেমাত্র পাওনা শুরু হয়েছে। তাদের নীতির পরিবর্তন না হ'লে এরূপ হামলা চলতে থাকবে বলে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তির মন্তব্য। একবারই হামলা হয়েছে, এতেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, না জানি আবার কখন কিভাবে অনুরূপ হামলা হয়। পাওনা যখন চরমে উঠবে, তখনই আবার দুর্ঘটনা ঘটবে ইনশাআল্লাহ। সংঘটিত হামলাটা যেন অদৃশ্য হাতের মার ছিল। এ মার কেউ কখনও ঠেকাতে পারেনি এবং পারবেও না। তাই যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, দুর্ঘটনা ঘটবেই।

১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের কাজের ধারার পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। এই দুর্ঘটনার কারণ তলিয়ে দেখে তাদের নীতির পরিবর্তন ছিল মানবোচিত পদক্ষেপ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তারা এর উল্টো বুঝ বুঝে নিয়ে সর্বতো অন্যায়ভাবে আধুনিক সমরাস্ত্র বিহীন এবং অতি বুভুক্ষু একটি দেশের উপর সর্বশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়েছে। প্রতিশোধ কথাটা তাদের। কেউ অন্যায় করলে বদলা নেওয়াটা প্রতিশোধ। এটা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু প্রমাণ বিহীনভাবে কাউকে অন্যায়কারী মনে করে প্রতিশোধ গ্রহণ করাটা একেবারে বর্বরোচিত আচরণ। তারা যে বর্বর, তার প্রমাণ বহু আগেই হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে।

ওসামা বিন লাদেন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত থাকার কথা পুরাপুরি অস্বীকার করেছেন। লাদেনের আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন তালেবানদের উপর বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের জোর চাপ সৃষ্টির জবাবে তালেবানরা বলেছেন, 'সন্ত্রাসী হামলার সাথে লাদেনের জড়িত থাকার সঠিক প্রমাণাদির পর তাঁরা লাদেনকে তৃতীয় কোন মুসলিম দেশের কাছে হস্তান্তর করবেন'। তালেবানদের উক্তি ছিল অতি যুক্তিপূর্ণ

এবং ন্যায়ভিত্তিক। কিন্তু তারা সে কথা শুনবে কেন? তারা যে অস্ত্র বলে বলীয়ান পশু। পশুর যেমন বিবেক-বুদ্ধি নেই। এদেরও তেমন ন্যায়নীতি বোধ নেই।

আফগানিস্তানের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলার সমর্থনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে, তাদের যেন জ্ঞান-বিবেক লোপ পেয়েছে। এত বড় একটা অন্যায় তারা কিভাবে সমর্থন করে চলেছেন, ভাবা যায় না।

বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা হ'লে আফগানিস্তানের উপর এত বড় একটা বিপদ নেমে আসত না। কিন্তু তাঁরা অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি এবং এখনও করছেন না। বিন লাদেনকে হস্তান্তর না করার অপরাধে তাঁদেরকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। অগণিত জীবন হানি ও প্রচুর সম্পদ হানির শিকার হ'তে হচ্ছে। কারণ হ'ল এই অন্যায় মেনে না নেওয়ার পিছনে তাঁদের আছে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ এবং তাওহীদী মনোবল। এই দুই সম্বল দ্বারা তাঁদেরকে টিকিয়ে রাখতে মহান আল্লাহ যেন সহায় থাকেন, এই কামনা করি অতি আন্তরিকতার সাথে। আমীন!

❒ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমানঃ*
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

প্রসঙ্গঃ আফগানিস্তানে জিহাদ

গত ১১ই সেপ্টম্বর ২০০১ ইং তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ও 'পেন্টাগনে' যে ধ্বংসাত্মক বিমান হামলা চালানো হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ তাৎক্ষণিকভাবে এর দায়-দায়িত্ব ওসামা বিন লাদেন তথা তালেবানদের উপর চাপিয়ে দেন এবং নিরীহ মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু করেন। তার ভাষায় এই যুদ্ধ নাকি আবার 'ধর্মযুদ্ধ'। যেজন্য তিনি 'ক্রুসেড'-এর ডাক দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'ক্রুসেড' শব্দটি ব্যবহার করে চরম প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। সাথে সাথে অমুসলিমদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উস্কানি প্রদান করেছেন।

১১ই সেপ্টেম্বরের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে তিনি কোথায় কিভাবে ধর্মীয় ইস্যু খুঁজে পেলেন তা একমাত্র তারই মুসলিম বিরোধী মন মগজ ভাল বোঝে। বিশ্বের সকল সচেতন মানুষের মধ্যে কেউ কি তার চিন্তার অনুভূতিতে এরকম কোন কারণ খুঁজে পেয়েছেন? পাননি, পাবেনও না। সেক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের কর্ণধারগণ কিভাবে বুশের এই অমানবিক, হিংস্র মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করলেন?

বুশের 'ক্রুসেড' আহ্বান যদিও ষড়যন্ত্রবিশেষ কিন্তু মুসলমানদের জন্য যে এটা 'ধর্মযুদ্ধ' এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এ আক্রমণ শুধু আফগানিস্তান কিংবা তালেবানদের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে, সেহেতু বিশ্বের তামাম মুসলমানকে এই জিহাদে অংশগ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। তা না হ'লে ইসলাম বিরোধী শক্তি তথা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি পৃথিবীর বুক থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার পাঁয়তারা করতেই থাকবে। এটা সকল মুসলমানের অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। সে কারণেই প্রত্যেক মুসলমানের ইসলাম রক্ষার্থে জিহাদে অংশগ্রহণ করা যরূরী। সেদিক থেকে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের জিহাদের ডাক অবশ্যই সময়োচিত।

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রেক্ষিতে সকল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে তাদের দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক। কারণ কোন মুসলমানই আফগানিস্তানে এই বর্বরোচিত মার্কিন হামলাকে সমর্থন করেন না; বরং কঠোরভাবে এর বিরোধিতা করেন। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ আজ যে কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে তার পিছনে কারণ একটাই থাকতে পারে আমেরিকার শক্তিকে ভয় পাওয়া। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ বা অসচেতন থাকার কারণেই আজ তারা এরকম একটা নাজুক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের শক্তি কোন দিক থেকেই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির চেয়ে কম নয়; বরং তাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। এখন শুধু প্রয়োজন সময়ের তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আফগানিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই অন্যায় যুদ্ধে কাফের ও মুশরেকদের বিরুদ্ধে তালেবানরা যদি বিজয়ী হ'তে না পারে তবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব কোনঠাসা হয়ে পড়বে। তাই মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে তালেবানদের বিজয় ত্বরান্বিত করতে প্রত্যেক মুসলমানের এগিয়ে আসা এখন সময়ের অনিবার্য দাবী। ইসলামের স্বার্থে, মুসলমানিত্ব রক্ষার্থে এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করা অপরিহার্য। সকল মুসলমানের এই উপলব্ধি থাকা আবশ্যক যে, তার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। যা কিছু হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়। আমরা শুধু চেষ্টাকারী মাত্র। ফলাফল নিয়ে ভাববার অবকাশ আমাদের নেই। ফলাফল তিনিই নির্ধারণ করবেন। আর নিশ্চয়ই তিনি মঙ্গলময়, যা করেন সবই মঙ্গল। আর যেহেতু ইসলাম তাঁরই মনোনীত দ্বীন সেহেতু তিনিই তা রক্ষা করবেন এবং যেহেতু মুসলমানরা সেই ইসলামকে ধারণ করে আছে, সেহেতু মুসলিম জাতিকেও তিনিই রক্ষা করবেন, বিজয়দান করবেন। অতএব মুসলমানদের ভয় পাবার কিছুই নেই বরং অমূলক ভীতির কারণে আজ তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে কারণেই হয়ত তারা আজ এমন দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। তাই আসুন আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ সঠিক কাজটাই সম্পাদন করার চেষ্টা করি। দলমত নির্বিশেষে একতাবদ্ধ হয়ে আমরা আজ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই বৃটিশ-মার্কিন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত, সফলকাম আমরা হবই ইনশাআল্লাহ।

সরাসরি এই যুদ্ধে যাদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই সে সকল মুসলমান ভাইগণ সাধ্যানুসারে অন্য যে কোন মাধ্যমে এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। প্রাসঙ্গিক কারণে মুসলিম ভাইদের নিকট আরো একটি আবেদন, একটা বিষয়ে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, আফগান মুসলমানদের পক্ষে নৈতিক সমর্থনে বুশ-ব্লেয়ার বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসাবে বুশ বা ব্লেয়ারের 'কুশপুত্তলিকা' দাহ করার রীতি কোনমতেই ইসলাম সমর্থিত নয়। কারণ মূর্তি নির্মাণ বা এর সাথে কোনরূপ সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্জন করা সম্ভব নয়। উপরন্তু এটা আল্লাহ্র ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব একাজ থেকে বিরত থাকা একান্তই যরূরী।

পরিশেষে হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা, আফগান মুসলমান তথা সকল মুসলমানকে বিজয় দান করুন। আপনি ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করুন, তাদের সকল চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিন এবং এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সকল মুসলমান ভাইদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

❒ *ডাঃ ফারুক বিন আবদুল্লাহ*
গ্রাম- চিনির পটল, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন অক্ষ শক্তির বেপরোয়া বোমা হামলার প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রয়েছেঃ

(১) সাতক্ষীরা ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গন হ'তে দুই সহস্রাধিক কর্মীর এক বিরাট মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় নিউ মার্কেট চত্বরে এসে বিশাল এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। এই প্রতিবাদ সভায় আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মহীদুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক গোলাম সরওয়ার প্রমুখ। সভায় ইঙ্গ-মার্কিন ও ভারত-ইস্রাঈল চক্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয় ও ব্যানার-প্লাকার্ড-ফেস্টুন বহন করা হয়।

(২) ঢাকা ৫ অক্টোবর শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে গত ৫ই অক্টোবর ২০০১ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুম'আ পুরানো ঢাকার বংশাল নতুন চৌরাস্তা থেকে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের এক পর্যায়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিবাদ সভায় উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রবাহিনী সম্প্রতি টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে বিমান হামলার প্রতিশোধ হিসাবে কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই আফগানিস্তানে হামলা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করায় এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে অবিলম্বে এ যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এ যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে। অমুসলিমদের এ বিষয়ে জানা উচিত যে, ইতিপূর্বে মুসলমানদেরকে যারাই ধ্বংস করতে এসেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, আফগানিস্তানেই মার্কিনীদের কবর রচিত হবে ইনশাআল্লাহ। তারা মার্কিনীদের সমর্থনে বাংলাদেশ সরকার যে ভ্রাতৃঘাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা প্রত্যাহার এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিনীদের ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ মা'ছূম, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র উপদেষ্টা মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, বাংলাদুয়ার জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন সিলেটী, ৭১ নং ওয়ার্ড পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ আবু যায়েদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শামসুল হক শিবলী। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) মার্কিনীদের সমর্থণ করে বাংলাদেশ সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।

(২) আফগানিস্তানে মানবিক সাহায্য পৌছানোর জন্য যেমন ঔষধ, খাদ্য, শীতবস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী জাতিসংঘ, ওআইসি এবং মুসলিম রাষ্ট্র ও বেসরকারী সংস্থাগুলির পক্ষ হ'তে উদ্যোগ নিতে হবে।

(৩) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ওআইসির অধীনে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত গঠন করতে হবে এবং মুসলিম বিশ্বের যেকোন দেশ বা মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে কেবলমাত্র ইসলামী আদালতেই তার বিচার সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) সভায় আফগানিস্তান ও কাশ্মীরসহ সকল মযলূম মুসলমানদের হেফাযতের জন্য দেশবাসীকে আল্লাহ্‌র দরবারে দো'আ করার আহ্বান জানানো হয়।

(৩) কুমিল্লা ৯ই অক্টোবর মঙ্গলবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে থানার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং মিছিল শেষে বুড়িচং অফিস রোড চত্বরে প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত পথসভায় মার্কিন হামলার নিন্দা জানিয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র সাবেক যেলা সভাপতি আহমাদ শরীফ, যেলা সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, জগতপুর বড় মসজিদের খত্বীব মাওলানা আতাউর রহমান প্রমুখ।

(৪) গাইবান্ধা ১৪ অক্টোবর রবিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা শহরে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা কার্যালয় স্থানীয় টিএণ্ডটি জামে মসজিদ চত্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে যেলা কার্যালয় চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ডাঃ এ.কে.এম, শামসুযযোহা, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, মাওলানা মুহাম্মাদ শাহীন, মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন প্রমুখ।

(৫) চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৪ অক্টোবর রবিবারঃ ১০টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজ মাঠ হ'তে শুরু হয়ে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোকের এই বিশাল প্রতিবাদ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে যেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়ের সম্মুখে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, আবু ছালেহ মুহাম্মাদ যিয়াউল হক, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন ও মুহাম্মাদ শহীদুল হক প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

তাবলীগী সফর

সেনগ্রাম, জৈন্তাপুর সিলেট ৫ই অক্টোবর ২০০১ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার তাবলীগী কর্মসূচীর

Contents

অংশ হিসাবে যেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি (বর্তমান সহ-সভাপতি) জনাব মুহাম্মাদ আবদুছ ছবূর চৌধুরী ও উনায়যা ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব-এর শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ অদ্য শুক্রবার সেনগ্রাম সফর করেন। শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ সেনগ্রাম জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা পেশ করেন। খুৎবায় তিনি ইল্‌ম, আমল ও দাওয়াত এ তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং সকল আহলেহাদীছ ভাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইল্‌ম হাছিলের পাশাপাশি আমল ও তাবলীগ-এর আহ্বান জানান।

সিলেট ১৫ অক্টোবর ২০০১ সোমবারঃ যেলা সহ-সভাপতি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী ও উনায়যা ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব-এর শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ এক তাবলীগী সফরে কানাইঘাট থানাধীন গাছবাড়ী আহলেহাদীছ পাঠাগারে গমন করেন। পাঠাগারের সভাপতি জনাব তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ কুরআন-হাদীছ অনুসরণের মৌখিক দাবীদার না হয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সর্বত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের দলীল ভিত্তিক জবাব দেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি জনাব আব্দুছ ছবূর চৌধুরী, স্থানীয় ডাক্তার আব্দুল জাব্বার ও পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দীন আহমাদ। সভা শেষে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ ও জনাব আব্দুছ ছবূর স্থানীয় প্রবীন আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব অসুস্থ মাওলানা মুহাম্মাদ আলীকে তাঁর গ্রামের বাড়ী গোয়লজুরে দেখতে যান ও তাঁর রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করে দো'আ করেন।

সুধী সমাবেশ

বগুড়াঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০১ রোজ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে নশিপুর আল-মারকাযুল ইসলামী মিলনায়তনে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা আহ্বায়ক জনাব আব্দুর রহীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান প্রমুখ।

মাননীয় প্রধান অতিথি সকলকে দৃঢ়তার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার আহ্বান জানান।

নীলফামারীঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে জলঢাকা থানার কৈমারী বাজারে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

লালমণিরহাটঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০১ শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আদিতমারী উপযেলার মহিষখোঁচা বাজারে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত মহিষখোঁচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা মনছূরুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুন্তাযির রহমান প্রমুখ।

সিলেট ১২ই অক্টোবর ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য স্থানীয় শহীদ সোলেমান হলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সভাপতি মাওলানা মীযানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উনায়যা ইসলামিক সেন্টার, সঊদী আরব-এর সম্মানিত শিক্ষক শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুহাম্মাদ ফিরোজ, ইঞ্জিনিয়ার আবদুল গণী, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, এইডেড স্কুল জামে মসজিদের ইমাম শায়খ যিয়াউল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ লালদিঘীরপার শাখার ম্যানেজার জনাব মুহাম্মাদ আবদুস সালাম।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন সিলেট শহর শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুছ ছবূর চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুহাম্মাদ আবিদ আলী, অগ্রগামী সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, গাছবাড়ী আহলেহাদীছ পাঠাগার ও পাবলিক লাইব্রেরীর সভাপতি মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম, টুকের বাজার সরকারী মডেল প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' সিলেট সদর থানা আমীর ইঞ্জিনিয়ার নাছিরুদ্দীন এবং 'আন্দোলন'-এর সিলেট যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে নিছক কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করে বলেন, একশ্রেণীর আলেমের দুঃখজনক অনুদারতা, অহংকার ও হিংসাই হচ্ছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পথে মূল বাধা। তিনি উপস্থিত সকলকে সকলকিছুকে উপেক্ষা করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার আহ্বান জানান। যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম তার বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, আহলেহাদীছ নতুন কোন দল বা মাযহাব নয় বরং এটি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। তিনি সকলকে এই আন্দোলনে শরীক হয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল সিলেট শহরে প্রথম আহলেহাদীছ সমাবেশ। সমাবেশে ইঞ্জিনিয়ার নাছিরুদ্দীনসহ ১৩ জন নতুন আহলেহাদীছ ভাই উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে নয় সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হ'লেনঃ

১. সভাপতিঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
২. সহ-সভাপতিঃ মুহাম্মাদ আবদুছ ছবূর চৌধুরী
৩. সাধারণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
৪. তাবলীগ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ ফয়যুল ইসলাম
৫. অর্থ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন
৬. পাঠাগার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আবিদ আলী
৭. প্রশিক্ষণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন
৮. সমাজ কল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
৯. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম।

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০১

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০১ গত ১৮ ও ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল ৯টায় হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান-এর কুরআন তেলাওয়াত ও আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বদিন ১৭ই অক্টোবর বুধবার সকাল ৯-টা হ'তে বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত মান উন্নয়ন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সারা দিন ও রাত এবং পরদিন সকাল ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত এই পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, কোন সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে তার কর্মীদের তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ আন্দোলন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। যদি কোন কর্মীর আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা না থাকে, তবে ঐ কর্মীর দ্বারা আন্দোলনের কোন উপকার আশা করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ নেতৃত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্ট লক্ষ্য পানে পৌঁছানোর জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তৃতীয়তঃ নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী। যে আন্দোলনের কর্মী যত নিবেদিতপ্রাণ হবে, সে আন্দোলন তত বেশী দ্রুত তার লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবে। তিনি অন্তরের সকল দিধা-সংকোচ মুছে ফেলে পরকালীন মুক্তির স্বার্থে সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে রিজার্ভ বাস ও ট্রেনে প্রায় দুই সহস্রাধিক নেতা-কর্মী ও সুধীবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিভিন্ন সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে সংগঠনের নানাবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং সাথে সাথে আগামীতে সে সকল সমস্যা কাটিয়ে উঠার জন্য কেন্দ্রীয় সংগঠনকে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেন। যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়া, কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, খুলনা যেলার সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইস্রাফীল হোসাইন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সভাপতি জনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ, জয়পুরহাট যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, পাবনা যেলার প্রধান উপদেষ্টা ও শূরা সদস্য জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, ঢাকা যেলার সহ-সভাপতি জনাব মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, টাংগাইল যেলার সভাপতি জনাব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, গাজীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা কফীলুদ্দীন, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব, নওগাঁ যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, নীলফামারী যেলার সাবেক সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ, মেহেরপুর যেলার সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন, গাইবান্ধা যেলা কর্মপরিষদ এর সদস্য জনাব আমজাদ হোসাইন, জামালপুর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা ছহীলুদ্দীন, নাটোর যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, সিরাজগঞ্জ যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযা, রাজবাড়ী যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, পিরোজপুর যেলা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, বরিশাল যেলার প্রতিনিধি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, গাইবান্ধা সাংগঠনিক যেলার আহবায়ক মাওলানা আহসান আলী, বগুড়া যেলা আহবায়ক জনাব আব্দুর রহীম, চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম প্রমুখ।

অতঃপর ১ম দিনের তৃতীয় অধিবেশনে (বাদ মাগরিব থেকে) উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ লোকমান হোসাইন (বিষয়ঃ ইসলামে সংগঠনের গুরুত্ব), ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি গবেষণারত মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন (বিষয়ঃ জামা'আতী যিন্দেগী), কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান (বিষয়ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ), কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলী (বিষয়ঃ সুন্নাত ও বিদ'আত) প্রমুখ।

২য় দিনঃ ২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর ৫-৩০ মিনিটে ক্বারী আব্দুর রাযযাক (সাতক্ষীরা)-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। দরসে হাদীছ পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক (বর্তমান সভাপতি) মাওলানা আব্দুল মান্নান। অতঃপর 'তাওহীদ'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন এবং 'দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

অতঃপর 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম সাধারণ পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য পরীক্ষা ২০০১-এর ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময়ে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গত সেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আগামী সেশনের বাজেট পাঠ করে শুনান। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ২০০১-২০০৩ সেশনের মজলিসে শূরা ও মজলিসে আমেলা সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের শপথ বাক্য পাঠ করান। অতঃপর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সোনামণি সম্মেলন ঃ সম্মেলনের ২য় দিন সকাল ১০টায় সোনামণি সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ-এর কুরআন তেলাওয়াত ও মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম এর ইসলামী জাগরণী পেশের মাধ্যমে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০০১' শুরু হয়। অতঃপর সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। সোনামণি সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী' বাংলাদেশ অফিসের মুদীর **শায়খ আবু আব্দুল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ**। তিনি সোনামণিদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর এক সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত' এই বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আজকে যারা শিশু তারাই আগামী দিনে 'যুবসংঘ' ও 'আন্দোলন'-এর কর্ণধার। শুধু তাই নয় আজকের শিশুদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, ডিসি, ভিসি, অফিসার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সুতরাং শিশুদের দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে

Contents

তোলার জন্য আমাদের এখন থেকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সম্মেলনে অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম আব্দুল লতীফ প্রমুখ।

উল্লেখ্য 'সোনামণি' সম্মেলনে 'সোনামণি' সংগঠনের সদস্যবৃন্দ আরবী, ইংরেজী ও বাংলা এই তিন ভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অত্যন্ত আকর্ষণীয় সংলাপ পরিবেশন করে। যা শুনে উপস্থিত সকলে অভিভূত হন। সংলাপ অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। সম্মেলন শুরুর পূর্বে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে আগত সোনামণি সদস্যরা এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করে। শ্লোগান আকারে এই র‍্যালি নওদাপাড়ার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সম্মেলনে যোগ দেয়। এ সময়ে সোনামণিদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে উচ্চারিত তাদের শ্লোগানে সকলে অভিভূত হন।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন যেলা হ'তে সোনামণি সদস্য, সোনামণি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও সর্বস্তরের সুধীবৃন্দ সহ প্রায় দুই সহস্রাধিক লোকের সমাগম ঘটে।

মসজিদ উদ্বোধনঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক জুম'আর খুৎবা পেশের মাধ্যমে কুয়েতের 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী'-এর সৌজন্যে এবং তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর মাধ্যমে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র পশ্চিম পার্শ্বে নবনির্মিত বৃহদায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। বাদ জুম'আ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী' বাংলাদেশ অফিসের ডাইরেক্টর শায়খ আবু আব্দুল বার্র আহমাদ আব্দুল লতীফ ও কুয়েতস্থ বাংলাদেশ বিভাগের ডাইরেক্টর শায়খ আবুস সঊদ আব্দুল আযীয মা-লুল্লাহ। তাঁদের আরবী বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান এবং শায়খ আহমাদ আবদুল লতীফ-এর বক্তব্যের লিখিত অনুবাদ পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলনের সভাপতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, সদস্য মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন, মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন (রাঃবিঃ), মুহাম্মাদ রায়হানুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

২০০১-২০০৩ সেশনের মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা ও যেলা দায়িত্বশীলদের তালিকা

(ক) মজলিসে আমেলাঃ

১. আমীর	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	সাতক্ষীরা
২. নায়েবে আমীর	শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী	রাজশাহী
৩. সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
৪. সাংগঠনিক সম্পাদক	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	যশোর
৫. অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	জয়পুরহাট
৬. প্রচার সম্পাদক	শায়খ আব্দুর রশীদ	গাইবান্ধা
৭. প্রশিক্ষণ সম্পাদক	ডঃ লোকমান হোসাইন	ই,বি, কুষ্টিয়া
৮. গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
৯. সাহিত্য-পাঠাগার ও দফতর সম্পাদক	মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির	খুলনা
১০. সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মাওলানা মুছলেহুদ্দীন	ঢাকা
১১. যুব বিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম কেন্দ্রীয় সভাপতি, যুবসংঘ	রাজশাহী

(খ) মজলিসে শূরাঃ

১.	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	(আমীর)	সাতক্ষীরা
২.	শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী	(নায়েবে আমীর)	রাজশাহী
৩.	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	(সাধারণ সম্পাদক)	মেহেরপুর
৪.	অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম	(সাংগঠনিক সম্পাদক)	যশোর
৫.	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	(অর্থ সম্পাদক)	জয়পুরহাট
৬.	শায়খ আব্দুর রশীদ	(প্রচার সম্পাদক)	গাইবান্ধা
৭.	ডঃ লোকমান হোসাইন	(প্রশিক্ষণ সম্পাদক)	কুষ্টিয়া
৮.	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	(গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক)	রাজশাহী
৯.	মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির	(সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক)	খুলনা
১০.	মাওলানা মুছলেহুদ্দীন	(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)	ঢাকা
১১.	কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ	(যুব বিষয়ক সম্পাদক)	রাজশাহী
১২.	মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম		পাবনা
১৩.	আলহাজ্জ শামসুযযোহা		বগুড়া
১৪.	মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন		খুলনা
১৫.	মুহাম্মাদ ইয়াকুব হোসায়েন		ঝিনাইদহ
১৬.	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ		কুমিল্লা
১৭.	আলহাজ্জ আব্দুর রহমান		সাতক্ষীরা
১৮.	গোলাম যিল-কিবরিয়া		কুষ্টিয়া
১৯.	মাওলানা ফারূক আহমাদ		রাজশাহী

(গ) যেলা দায়িত্বশীলদের তালিকাঃ

যেলার নাম	দায়িত্ব	দায়িত্বশীলদের নাম
১. কুমিল্লা	সভাপতি	মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
	সহ-সভাপতি	আলহাজ্জ রুসমত আলী
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন
২. কুষ্টিয়া-পূর্ব	সভাপতি	ডঃ লোকমান হোসাইন
	সহ-সভাপতি	মুস্তাকীম হোসাইন
	সাধারণ সম্পাদক	বাহারুল ইসলাম
৩. কুষ্টিয়া পশ্চিমা	সভাপতি	মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া
	সহ-সভাপতি	খেদমাতুল্লাহ মাষ্টার
	সাধারণ সম্পাদক	আমীরুল ইসলাম
৪. খুলনা	সভাপতি	মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	মাওলানা আবু মুরাদ
	সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম
৫. গাজীপুর	সভাপতি	আলাউদ্দীন সরকার
	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন
৬. চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সভাপতি	মাওলানা আব্দুল্লাহ
	সহ-সভাপতি	মাওলানা আব্দুল লতীফ
	সাধারণ সম্পাদক	আবুল হোসায়েন
৭. জয়পুরহাট	সভাপতি	মাওলানা হাফীযুর রহমান
	সহ-সভাপতি	শহীদুল ইসলাম
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল মা'বুদ
৮. জামপুর	সভাপতি	মাওলানা নূরুল ইসলাম
	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ সামীউল হক
৯. ঝিনাইদহ	সভাপতি	মাষ্টার ইয়াকুব হোসায়েন
	সহ-সভাপতি	মাষ্টার নূরুল হুদা
	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল খালেক

১০.	টাঙ্গাইল পূর্ব	সভাপতি	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদ
১১.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি/আহ্বায়ক	মাওলানা মুয্যাম্মেল হক
		সহ-সভাপতি	
		সাধারণ সম্পাদক	
১২.	[illegible]	সভাপতি	ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয
		সহ-সভাপতি	মাওলানা মুছলেহুদ্দীন
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন
১৩.	দিনাজপুর পূর্ব	সভাপতি	ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
		সহ-সভাপতি	আব্দুল কাদের শাহ
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব
১৪.	দিনাজপুর পশ্চিম	সভাপতি	মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন
		সহ-সভাপতি	মাওলানা আহসান হাবীব
		সাধারণ সম্পাদক	
১৫.	নওগাঁ	সভাপতি	মাষ্টার আনীসুর রহমান
		সহ-সভাপতি	আফযাল হোসায়েন
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আহাদ আলী
১৬.	নাটোর	সভাপতি	মাওলানা বাবর আলী
		সহ-সভাপতি	মাওলানা হাবীবুর রহমান
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা গোলাম আযম
১৭.	নীলফামারী	সভাপতি/আহ্বায়ক	অধ্যাপক ইসমাঈল হোসায়েন
		সহ-সভাপতি	
		সাধারণ সম্পাদক	
১৮.	পাবনা	সভাপতি	মাওলানা বেলালুদ্দীন
		সহ-সভাপতি	ইসমাঈল হোসায়েন
		সাধারণ সম্পাদক	শিরীন বিশ্বাস
১৯.	পিরোজপুর	সভাপতি	অধ্যাপক আবদুল হামীদ
		সহ-সভাপতি	ডাঃ আযীযুল হক
		সাধারণ সম্পাদক	মাষ্টার শাহ আলম বাহাদুর
২০.	বগুড়া	সভাপতি	আলহাজ্জ মুহাম্মাদ শামসুয্যোহা
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
২১.	বাগেরহাট	সভাপতি	মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী
		সহ-সভাপতি	মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা আসাদুল্লাহ
২২.	মেহেরপুর	সভাপতি	মাওলানা নূরুল ইসলাম
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
২৩.	রংপুর	সভাপতি	মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব
		সহ-সভাপতি	
		সাধারণ সম্পাদক	আতীকুর রহমান
২৪.	রাজবাড়ী	সভাপতি	আবুল কালাম আযাদ
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
		সাধারণ সম্পাদক	আব্দুর রাযযাক
২৫.	লালমণিরহাট	সভাপতি	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
		সহ-সভাপতি	আব্দুল ওয়াহেদ কাযী
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা মাহবুবুর রহমান
২৬.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	মাওলানা আব্দুল মান্নান
		সহ-সভাপতি	মাওলানা ছহিলুদ্দীন
		সাধারণ সম্পাদক	মাওলানা মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন
২৭.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	মুহাম্মাদ মুর্তযা
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ গোলযার রহমান
		সাধারণ সম্পাদক	আলতাফ হোসায়েন
২৮.	সিলেট	সভাপতি	মাওলানা মীযানুর রহমান
		সহ-সভাপতি	আব্দুছ ছবূর চৌধুরী
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
২৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আবু জা'ফর খান
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ যিয়াউল হক
৩০.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	মাষ্টার সোহরাব হোসাইন
		সহ-সভাপতি	
		সাধারণ সম্পাদক	
৩১.	পঞ্চগড়	সভাপতি	মাওলানা আব্দুল আহাদ
		সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ রফিজ উদ্দীন
		সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুন্ নূর খান

বাকী যেলা গুলি গঠনতন্ত্র মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে গঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

রংপুরঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০১ রোজ রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় পীরগাছায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর যেলা আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। প্রধান অতিথি যেলার সাংগঠনিক কাজের খোঁজ-খবর নেন এবং কর্মীদের প্রতি গঠনতান্ত্রিক নিয়মে নিরলসভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন।

তা'লীমী বৈঠক

২২শে আগষ্ট ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র আব্দুছ ছামাদ-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'সদাচরণ মুমিনের উত্তম সম্পদ' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা সাঈদুর রহমান।

২৯শে আগষ্ট ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ হাশেম আলীর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'কালেমা ত্বাইয়েবা-র গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ ও তা'লীমী বৈঠকের পরিচালক এস,এম, আব্দুল লতীফ। তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ শামসুল আলম।

৫ই সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও ঈমানে মুজমাল শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর

প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। 'পরনিন্দা ও গীবত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক জনাব মাওলানা রুস্তম আলী।

১২ই সেপ্টেম্বর ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও 'আসমা-উছ ছিফাত' শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'ছবি ও মূর্তির ব্যবহার এবং তার পরিণাম' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র প্রধান মুহাদ্দিছ জনাব মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ।

অফিস-আদালত হ'তে মানুষের ছবি নামিয়ে দিন

-মজলিসে শূরা
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

গত ২রা নভেম্বর শুক্রবার সকাল ৯-টায় আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ২০০১-২০০৩ সেশনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ১ম অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল সরকারী অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হ'তে বিগত ও বর্তমান সকল নেতা-নেত্রী ও মানুষের ছবি টাঙানো নিষিদ্ধ করার দাবী জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশকে **'ইসলামী প্রজাতন্ত্র'** ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

কর্মী প্রশিক্ষণ

কুষ্টিয়া-পূর্বঃ গত ৭ ও ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি আব্দুল মুমিন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান।

কুষ্টিয়া-পশ্চিমঃ গত ৯ ও ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কিশোরীনগর উত্তর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুর রাযযাক, যুবসংঘের যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মাজেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন।

সাতক্ষীরাঃ গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়া মাদরাসায় দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, যুবসংঘের সাবেক (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয গোলাম রহমান, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান প্রমুখ।

রাজশাহীঃ গত ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি ডাঃ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দু'দিন কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আমীনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের, মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুবসংঘের সাবেক সহ-সভাপতি এস,এম, আব্দুল লতীফ, হাফেয লুৎফর রহমান, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

৫ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত ১৩ই অক্টোবর হ'তে ১৭ই অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ৫ দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের, মারকাযের হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান ও শরীর চর্চা শিক্ষক তাওফীকুর রহমান প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে- হুসাইন আল-মাহমূদ (রাজশাহী), আব্দুল মুমিন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রশিক্ষণে ৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে, পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক আনন্দঘন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংবাদ পাঠ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা (বিষয়ঃ প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা), কৌতুক, সাক্ষাৎকার এবং কাবীরুল ইসলাম রচিত নাটক 'অন্বেষা' পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন ও আব্দুল বারী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে পাঁচদিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের মূল্যায়ণ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬)ঃ সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুনীরুয্যামান
বিনোদনগর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমানদের নিকট সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণের হক্ব রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং বাড়ী থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয় না, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৮)*। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াশীল হয় না' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৭)। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)। তবে তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৭)ঃ আমার বিবাহের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমার পিতা-মাতা সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন না। অনেক সময় মনে মনে অনেক খারাপ কল্পনা হয়। এমনকি বীর্যপাতও হয়ে যায়। এতে আমার কোন পাপ হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মনে মনে যতই খারাপ কল্পনা হৌক না কেন সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত কোন পাপ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না' (বুখারী ৩/১৯০ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১, ২০২; ইরওয়াউল গালীল ৭/১৩৯ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮)ঃ মীলাদ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, 'মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না'। এটা কি হাদীছ? কোন্ কিতাবে আছে জানালে উপকৃত হ'তাম।

- ফযলুল হক্ব
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি মানুষের তৈরী জাল হাদীছ। যা ইবনে আব্বাসের নামে তৈরী করা হয়েছে (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৬১৪-১৫ পৃঃ; সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাউযূ'আহ হা/২৮০, ২৮২)।

প্রশ্নঃ (৪/৩৯)ঃ গুল ব্যবহার করলে কি ছিয়াম নষ্ট হবে?

- মোস্তফা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় যদি কেউ গুল ব্যবহার করে তাহ'লে তার ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ গুল মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা খাওয়া বা ব্যবহার করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০)ঃ আমাদের গ্রামে একটি গরু মারা গেলে কেউ বলে চামড়া খুলে নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে দাও। আবার কেউ বলে, মরা গরুর চামড়া ছিলানো যাবে না। পরিশেষে চামড়া না ছাড়িয়ে গরুটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মরা গরুর চামড়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

- শিহাবুদ্দীন ফারুক
রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ হালাল পশু মরা হোক বা যবেহ কৃত হোক উহা 'দাবাগাত' (পাকা) করা হ'লে তা পাক হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (আমার খালা) উম্মুল মুমিনীন মায়মুনার আযাদ করা বাদীকে একটি বকরী দান করা হ'লে পরে উহা মারা যায়। রাসূল (ছাঃ) উহার নিকট দিয়ে গেলেন এবং বললেন, কেন তোমরা উহার চামড়া নিয়ে 'পাকা' করলে না। অতঃপর উহা দ্বারা ফায়দা উঠালে না? উত্তরে তারা বললেন, এটি যে মৃত? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর খাওয়াই মাত্র হারাম করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৯)*। অন্য একটি হাদীছে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন; যখন (কাঁচা) চামড়া 'দাবাগাত' (পাকা) করা হয়, তখন উহা পাক হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৮ 'অপবিত্রতা হ'তে পবিত্রকরন' অধ্যায়)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মরা গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি হালাল পশু মারা গেলে তার চামড়া দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৬/৪১)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০১-এ অংশ নিয়ে ছালাতে দেখলাম, রুকূর পরে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ । حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ কেউ সরবে পড়লেন না। অথচ ছাহাবী রেফা'আহ বিন রাফে' বলেন, একবার

আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন একজন পিছনে উক্ত দো'আ পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলি কে বলল? লোকটি বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ৩০ অধিক ফেরেশতাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে (বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'রুকূ' অধ্যায়)। উক্ত হাদীছের জবাব কি হবে?

- জমীরুদ্দীন সরকার
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যেমন- (ক) অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঐ লোক ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) সহ সকল মুছল্লী ছাহাবা (রাঃ) রুকূ থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি। (খ) ঐ ছাহাবী ব্যতীত উক্ত দো'আটি পড়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সহ কোন ছাহাবীর আমল নেই। (গ) ঐ ছাহাবীর মুখে উচ্চারিত দো'আর ফযীলতে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত। উচ্চকণ্ঠে বলার ফযীলতে তা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং উক্ত হাদীছ রুকূ হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে পড়ার পক্ষেই বেশী শক্তিশালী দলীল। তাছাড়া দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও চুপে চুপে ডাক' *(আ'রাফ ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪২)ঃ জনৈকা যুবতীর স্বামী হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী ভাল পাত্র পাওয়ায় তাকে বিবাহ করতে চায়। অথচ স্বামীর মৃত্যু সবেমাত্র ২২দিন হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, স্ত্রীকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

- হেলেনা আক্তার
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিধবা স্ত্রীকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। এর কমে কোন বিধবা মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে ৪ মাস ১০ দিন' *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩০)*। সাঈদ ইবনুল মুছাইয়িব ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত আছে যে, তুলাইহা আসাদিয়াহ নামক মহিলা রশীদ ছাক্বাফীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহে বসে। ফলে ওমর (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী বিবাহ করে তাকে সম্ভোগ না করে, তাহ'লে তাদের মাঝে পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত অতিবাহিত করবে (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/৫৩৬)। উল্লেখিত দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাস ১০ দিন পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে গর্ভধারিণীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত *(মুহাল্লা ৩/২১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৩)ঃ ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- খালিদ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকলে ঔষধ প্রয়োগে ঋতু বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪৪৭ পৃঃ)*। তবে ঋতু বন্ধ না করে ঐ সময় ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য সময় কাযা আদায় করাই সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় তরকারী বা অন্য কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- হারুনুর রশীদ
ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত তা না পৌঁছে সেদিকে খেয়াল রাখা যরূরী। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চাখার সময় হলক্ব বা কণ্ঠনালী পর্যন্ত না পৌঁছলে কোন ক্ষতি নেই *(ইরওয়া ৪/৮৬ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না *(বুখারী, ইরওয়া ৪/৭৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় নাজায়েয ও হারাম কথা-বার্তা বললে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- সাঈদুর রহমান
জোড়বাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় নাজায়েয ও হারাম কথা-বার্তা বললে ছিয়াম পালনের নেকী হাছিল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (ছিয়াম পালন অবস্থায়) মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৬)ঃ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে। তাহ'লে এ মাসে কেউ মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?

- ইসমাঈল হোসাইন
রংপুর সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এর অর্থ এই নয় যে, এ মাসে যে-ই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বরং দুনিয়াবাসীর ছিয়ামব্রত পালনের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের আগ্রহ সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ (১২/৪৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি?

- আব্দুল মালেক
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ যে সব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি রোগমুক্তির জন্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) সিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী, ইরওয়া হা/৯৩২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করতেন ও সিঙ্গা লাগাতেন (ত্বাবারানী, ইরওয়া ৪/৭৪ পৃঃ)। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথমে ছিয়াম অবস্থায় সিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে আবার অনুমতি প্রদান করেন *(ইরওয়া ৪/৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৮)ঃ অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

- আব্দুল হামীদ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় বেলা হয়ে গেলেও ছিয়াম পালন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ঘুম ভাঙলে গোসল করে ছালাত (ফজর) আদায় করতঃ মনে মনে শুধু ছিয়ামের নিয়ত করবে। কোন কিছু খাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কখনও কখনও ফজর হয়ে যেত। অথচ তিনি স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র থাকতেন। অতঃপর তিনি গোসল করে ছিয়াম পালন করতেন (বুখারী, মুসলিম, হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃঃ)। তবে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে শুধু সাহারী খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৯)ঃ দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

- আব্দুর রহমান
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কারণে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমি করার মত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫০)ঃ ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য করণীয় কি?

- আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ, ছিয়াম পালনে অক্ষম এবং অসুখ ভাল হওয়ারও সম্ভাবনা নেই, সে ব্যক্তিকে ছিয়াম পালন করতে হবে না। কিন্তু তার পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে অর্ধ ছা' বা সোয়া এক কেজি শস্য প্রদান করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অসুস্থ, যার রোগমুক্তির আশা করা যায় না, তার পক্ষ থেকে একজন মিসকীনকে প্রতিদিন অর্ধ ছা' খাদ্যশস্য প্রদান করতে হবে' *(দারাকুৎনী, ইরওয়া ৪/১৭ পৃঃ; হা/৯১২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫১)ঃ যিনি নিজে হজ্জ করেননি, তিনি অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করতে পারেন কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- রাজীব
ইন্দিরা রোড, রাজাবাহার, ঢাকা।

উত্তরঃ নিজের জন্য হজ্জ না করে কারো জন্য বদলী হজ্জ করা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে শোবরামা নামক এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলতে শুনলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'শোবরামা কে'? লোকটি জওয়াব দিল, শোবরামা আমার ভাই অথবা নিকটাত্মীয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার নিজের হজ্জ সম্পাদন করেছ'? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার হজ্জ আগে কর। তারপর শোবরামার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯; হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫২)ঃ মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযেলা পড়া যাবে কি? যদি যায় তাহ'লে দো'আগুলি কেমন হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ওবায়দুল্লাহ
আলিম ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মার্কিনীরা অর্থাৎ খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র বড় শত্রু। তারা বলেছে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান *(মায়েদাহ ১৮)*। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলেছে *(তওবা ৩০)*। এরা সদা আল্লাহ্‌র গযবে নিমজ্জিত *(বাক্বারাহ ৬১)*। আল্লাহপাক তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫১)*। মুসলমানদের চিরশত্রু মার্কিনীরা বিশ্বময় সন্ত্রাসের হোতা। সম্প্রতি তারা আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের উপর হামলা করেছে। বুভুক্ষু মানবতা অতি কষ্টে দিন যাপন করছে। নিত্যদিন শাহাদাত চরণ করছে অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ। মৃত্যুবরণ করছে সাধারণ জনগণ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের মুসলিম ভাইদের বিপদ মুক্তির জন্য বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের কুনূতে নাযেলা পড়া যরূরী। বিভিন্ন হাদীছের আলোকে কুনূতে নাযেলার শব্দগুলি নিম্নরূপঃ

(١) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمن الرحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَانَكْفُرُكَ- بسم اللّٰهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ

بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ–

(২) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ – اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ –

(বায়হাক্বী ২/২১০-১১; আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আবুদাউদ, আল-আযকার পৃঃ ১০৮)।

(৩) اَللّٰهُمَّ انْجِ أُسَامَةَ بْنَ لاَدِنٍ وَمُلاَّ مُحَمَّدُ عُمَرَ وَمَنْ مَّعَهُمَا وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِأَفْغَانَ الَّذِيْنَ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَيَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى بُوْشٍ وَّاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ عَلَى بُوْشٍ وَمَنْ مَّعَهُ الَّذِيْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ آمِيْن ثُمَّ آمِيْن–

উপরোক্ত ভাবে নাম ধরে ধরে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের নাজাত ও শত্রুর ধ্বংস কামনা করে দো'আ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৩)ঃ কারো হাই আসলে কি বলতে হবে? অনেকেই 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে থাকে। এটা কি ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহমূদ ও হুমায়ূন কবীর
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হাই আসলে মুখে হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব মুখ বন্ধ করাই সুন্নাত। প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই তা পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে' (মুসলিম, মিশকাত, 'হাঁচি দেওয়া এবং হাই তোলা অধ্যায়' হা/৪৭৩২-৪৭৩৭)।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায় কি?

- আহমাদ
হাজীটোলা, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াক করার কোন সময়সীমা বেঁধে দেননি। বরং সাধারণভাবে অযূ-র ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে প্রত্যেক অযূর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে বলতাম' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬; তোহফা ৩/৩৪৪ পৃঃ; হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৩ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২০/৫৫)ঃ আমার দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হ'লে আমার অন্তর ইবাদতের প্রতি বেশী আগ্রহী হয় এবং আমি খুব অনুতপ্ত হই। এর কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুক্তাদির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কোন পাপ কার্য সম্পাদনের পর অনুতপ্ত হওয়া এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, পক্ষান্তরে নেকীর কাজ করলে খুশী হওয়া মূলতঃ ঈমানদারিতার পরিচয়। এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যখন তোমার নেকী তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার পাপ তোমাকে চিন্তিত করে, তখন তুমি ঈমানদার *(আহমাদ হা/১০১২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৫৬)ঃ মাগরিবের ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে ইমামের সূরা মাঊনের একটি আয়াত ছুটে যায়। পিছন থেকে জনৈক মুছল্লী লোকমা দেন। কিন্তু ইমাম ছাহেব শুনতে না পাওয়ায় রুকূতে চলে যান এবং এভাবেই ছালাত শেষ করেন। কিন্তু গোদাগাড়ীর জনাব মাওলানা মোস্তাক ছাহেব উঠে বলেন, সূরা পাঠে ভুল হ'লে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হবে। অন্যথায় ছালাত শুদ্ধ হবে না। অতঃপর তিনি মুছল্লীদেরকে নিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- মুস্তাফীযুর রহমান
ও
আনোয়ার হোসাইন
হেতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমামের কোন আয়াত ছুটে গেলে সূরা ইখলাছ পাঠে তা পূরণ হবে একথা আদৌ ঠিক নয় এবং এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহা পড়াই যথেষ্ট। ইমাম তো সূরা ফাতেহা পড়েছেন। উপরন্তু সূরা মাঊনের বেশীর ভাগ আয়াত পাঠ করেছেন। সুতরাং ছালাত শুদ্ধ না হওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। রাসূল

(ছাঃ) বলেন, 'সূরা ফাতেহা ব্যতীত কারো ছালাত শুদ্ধ হয় না' (বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মুহাল্লা হা/৩৫১)।

দ্বিতীয়বার ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল হয়েছে। কেননা ইমাম ভুল করলে ইমাম দায়ী হবেন, মুক্তাদী নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ইমামগণ সঠিকভাবে ছালাত আদায় করলে তোমাদের সকলের জন্য (নেকী রয়েছে)। আর তারা ভুল করলে তোমাদের ছালাত সঠিক হবে। ইমামদের উপর তাদের ভুলের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে' (বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '...মানুষেরা মূর্খ নেতা বা ইমাম বানাবে। তাদেরকে যখন কোন ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হবে তখন তারা বিনা ইলমে ফৎওয়া দিবে। সুতরাং তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬)।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম ইমামের ছালাতে কোন ত্রুটি হয়নি। বরং মাওলানা মোস্তাকই না জেনে মনগড়া ফৎওয়া দিয়ে সুন্নাত বিরোধী আমল করেছেন।

প্রশ্নঃ (২২/৫৭)ঃ যেকোন দো'আ কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে দরূদ পড়া যরূরী কি?

- আব্দুল্লাহিল কাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দো'আ কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে দরূদ পড়া যরূরী নয়। তবে দো'আ করার পূর্বে দরূদ পড়া সুন্নাত। ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ছালাতে দো'আ করতে শুনলেন। লোকটি আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ না পড়ে দো'আ করেছিল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে মুছল্লী! তুমি তাড়াহুড়া করলে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দরূদ শিখিয়ে দিলেন। পরে আরেক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতে দেখলেন। লোকটি আল্লাহ্র প্রশংসা করল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করল। রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বললেন, তুমি দো'আ কর, 'তোমার দো'আ কবুল করা হবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১২৮৩)*।

প্রকাশ থাকে যে, দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে বলে যে দু'টি হাদীছ রয়েছে, তা যঈফ *(ইরওয়া ২/১৭৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৫৮)ঃ কুনূতে নাযেলা কি? কুনূতে নাযেলায় হাত তোলা যাবে কি?

- ইমামুদ্দীন
আঁখিলা, উজিরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মুসলমানদের জন্য নাজাত ও শত্রুপক্ষের ধ্বংস কামনা করে যে দো'আ করা হয়, তাকে কুনূতে নাযেলা বলা হয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)। কুনূতে নাযেলায় হাত তোলা সুন্নাত। একদা মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ)-কে ধোঁকা দিয়ে ৭০ জন ছাহাবীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় হত্যা করেছিল। রাসূল (ছাঃ) এদের ধ্বংস কামনা করে হাত তুলে কুনূতে নাযেলা পড়েছিলেন (আহমাদ, তাবারাণী, ইরওয়া ১/১৮১ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২৪/৫৯)ঃ দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক্ব
মুহাম্মাদপুর চর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুনূতে নাযেলা সহ কিছু কিছু স্থানে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন ছহীহ হাদীছ পরিলক্ষিত হয় না। একদা ইমাম মালিক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে কোন হাদীছ আমি অবগত নই'। আলবানী (রহঃ) বলেন, 'কুনূতের দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন হাদীছ আমি অবগত নই'। তিনি আরো বলেন, 'কুনূতের দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন হাদীছ রাসূল (ছাঃ) কিংবা কোন ছাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ আমল নিঃসন্দেহে বিদ'আত' (ইরওয়া ২/১৮১ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, দো'আ শেষে মুখে হাত মুছার হাদীছগুলি যঈফ। ইমাম আবুদাউদ এ মর্মে হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, 'হাদীছগুলি নিতান্তই যঈফ' (ইরওয়া ২/১৮০ পৃঃ)। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীও অনুরূপ কথা বলেছেন (মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা)।

প্রশ্নঃ (২৫/৬০)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই কি কুনূতে নাযেলা পড়া যায় জানিয়ে বাধিত করবেন?

- হারূনুর রশীদ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই কুনূতে নাযেলা পড়া যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর দো'আয়ে কুনূত পড়তেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২৯০ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬১)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, যারা মাযহাব মানে না, তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। তিনি দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'। উল্লেখিত হাদীছ কোথায় আছে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইউসুফ
নাগবাড়ী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি জাল। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ রকম শব্দ বিশিষ্ট হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। এ হাদীছ শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের গ্রন্থে পাওয়া যায় (সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ১/৩৫৪ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২৭/৬২)ঃ আরবী সেন্টারে টিভি ও রেডিওতে আযান শেষের যে দো'আ শুনি, বাংলাদেশের টিভি ও রেডিও-তে সে দো'আর শেষাংশে কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত অংশটুকু হ'ল, 'ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ'। এ বর্ধিত অংশটুকু কি হাদীছে আছে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

- হাসীনা মেহনাজ
আব্দুল্লাহ্র পাড়া, বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বর্ধিত অংশটুকুর কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। মিশকাত

শরীফের 'আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াযযিনের উত্তর দান' অধ্যায়ে জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯) হাদীছের টীকায় আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, মানুষেরা এই হাদীছে দু'টি কথা যোগ করেছে। ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ এবং ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। যার কোন ভিত্তি নেই (বিস্তারিত দেখুনঃ আবুদাঊদ হা/৪৫০)।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৩)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব ভুলবশতঃ বিনা অযূতে আছরের ছালাতে ইমামতী করেন। পরে ব্যাপারটি স্মরণ হ'লে তিনি মুছল্লীদের নিকট ক্ষমা চেয়ে অযূ করে সকলকে নিয়ে আবার ছালাত আদায় করেন। ইমাম ছাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুনরায় ছালাত আদায় করা ঠিক হয়েছে কি?

- আব্দুল হাকীম
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের ক্ষমা চাওয়া এবং পুনরায় সকলকে নিয়ে ছালাত আদায় করা ঠিক হয়নি। কারণ ইমামের ভুল মুক্তাদীদের উপর বর্তায় না। সুতরাং ইমাম ভুলবশতঃ বিনা অযূতে বা বিনা ফরয গোসলে ছালাত আদায় করলেও মুক্তাদীদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। তবে ইমামকে অবশ্যই ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (মুহাল্লা ৩/১৩১ পৃঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তারা (ইমামগণ) তোমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তাহ'লে তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লেও উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে (অর্থাৎ ছালাতের ছওয়াব পেয়ে যাবে)। তবে উহা তাদের প্রতিকূলে যাবে (বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/১৮৭ পৃঃ; হা/৬৯৪)।

ইবনুল মুনযির বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদ করে, যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীর ছালাতও নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি প্রমাণ করে যে, কেউ যদি বিনা অযূতে লোকদের ইমামতী করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(ফাৎহুল বারী ২/১৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৪)ঃ সর্বোত্তম রমণী কে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সেতাবুর রহমান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যে রমণী স্বামীর সাথে সর্বদা মুচকি হেসে কথা বলে, স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয়; নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করে, স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে, অল্পে তুষ্ট থাকে, সে-ই সর্বোত্তম রমণী। রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'স্বামী যখন তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন স্ত্রী তাকে (মুচকি হেসে) আনন্দ দেয়। যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয়, তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে এবং নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে' (আহমাদ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৬/১৯৭ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩০/৬৫)ঃ অমুসলিম শিশুরা জান্নাতে যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ
পোষ্ট বক্স নং ২৯১৮৭, আবুধাবী।

উত্তরঃ অমুসলিম শিশুদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-কে অমুসলিম শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তারা কি আমল করবে, তা আল্লাহ ভাল জানেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৩)*। তবে অমুসলিম শিশুরাও জান্নাতে যেতে পারে বলে কিছু কিছু বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। মি'রাজ রজনীতে নবী করীম (ছাঃ) জান্নাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে কতগুলি শিশুকে দেখলেন, যাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা মানুষের সন্তান *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১)*। অত্র হাদীছের প্রেক্ষিতে ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুশরিকদের সন্তানও কি ইসলামী স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করে? নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন হ্যাঁ, মুশরিকদের সন্তানও ইসলামী স্বভাবের উপরে মৃত্যুবরণ করে *(বুখারী ২/১০৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৬৬)ঃ একজনের মিসওয়াক অন্যজন ব্যবহার করতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- ডাঃ মুহসিন
দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজনের মিসওয়াক অন্যজন ব্যবহার করতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে মিসওয়াক করছিলাম। হঠাৎ আমার নিকট ছোট-বড় দু'ব্যক্তি আগমন করল। আমি ছোটজনকে মিসওয়াকটি দিলাম। তখন আমাকে বলা হ'ল, বড়জনকে দাও। অতঃপর আমি মিসওয়াকটি বড়জনকে দিলাম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৫)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মিসওয়াক করছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন লোক ছিল। তিনি দু'জনের বড়জনকে মিসওয়াকটি প্রদান করলেন (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৮)। তবে কারো অরুচি হ'লে অন্যের মিসওয়াক না করাই ভাল।

প্রশ্নঃ (৩২/৬৭)ঃ আমার পিতা অতিবৃদ্ধ হওয়ায় ছালাতে দাঁড়ালে মাঝে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর ছালাত হবে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- সুলতান মাহমূদ
কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি না হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। একদা এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুছাইয়িব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মাযী (বীর্য বের হওয়ার পূর্বের তরল পদার্থ)-এর সিক্ততা অনুভব করি। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না *(মুয়াত্তা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা (মাসিকের নির্ধারিত সময়ের পরও যাদের ঋতুস্রাব হয়) কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু নির্গত হয় এমন নারী-পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য অযূ করে নিলেই ছালাত হয়ে যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায় ১/৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৬৮)ঃ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি বিষয়ে সব সময় মতবিরোধ দেখা দেয়। তাহ'ল স্ত্রীর নাকি সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

- মুজাহিদুল ইসলাম
ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত কথা সঠিক নয়। স্বামীর সংসার ও বাচ্চাদের লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর রয়েছে এবং

ক্বিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে স্ত্রী জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসনকর্তা তার প্রজাদের সম্পর্কে, বাড়ীর মালিক তার পরিবার সম্পর্কে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে এবং গোলাম (দাস) তার মালিকের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৫)। সুতরাং স্ত্রীর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীর সংসারের হেফাযত এবং বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিরাট ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৬৯)ঃ ফজরের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেছে তারপরও কিছু লোককে দেখলাম ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হ'ল। উক্ত পদ্ধতি কি সঠিক? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- হারেছ মণ্ডল
বারোতলা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন অন্যকোন ছালাত হবে না, ফরয ছালাত ব্যতীত' *(মুসলিম হা/৭১০ 'ছালাত' অধ্যায়)*। আব্দুল্লাহ বিন শারজাস বলেন, একজন লোক আসল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে রত ছিলেন। লোকটি দু'রাক'আত পড়ে জামা'আতে যোগ দিল। রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, 'তোমার ছালাত কোন্টি? যেটি আমাদের সাথে পড়লে সেটি? না যেটি তুমি একাকী পড়লে সেটি'? *(নাসাঈ ১/১০১ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে তুমি কি ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়লে? *(ছহীহ নাসাঈ হা/৮৩৫)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে সেই সময় কেউ সুন্নাত পড়লে তা জায়েয হবে না। তবে জামা'আত শেষে উক্ত দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে ছিয়াম নষ্ট হবে এবং তদস্থলে অন্য মাসে একটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তবে তাকে কাফফারা প্রদান করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্ত্রী ও দাসী* ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারা সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ৭)*। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী এবং দাসী ব্যতীত অন্য যে কোন ভাবে যৌনক্রিয়া সম্পাদনকে সীমালংঘন বলেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহ হস্তমৈথুনে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যেহেতু এটা সরাসরি মিলন নয়; বরং স্বেচ্ছায় বমন করার মত। আর স্বেচ্ছায় বমন করলে সে স্থানে একটি ক্বাযা ছিয়াম পালন করতে হয় *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম হা/৬৫৫)*। কাজেই কোন ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এ গর্হিত কর্মে লিপ্ত হ'লে তাকে সে স্থানে একটি ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে। বিস্তারিত দেখুনঃ হায়আতু কেবারিল ওলামা 'ছিয়াম' অধ্যায়।

* দাসী বলতে তৎকালীন যুগে প্রচলিত ক্রীতদাসীকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে এপ্রথা চালু নেই। কাজের মেয়েরা আদৌ দাসীর অন্তর্ভুক্ত নয়। -দারুল ইফতা।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন ঃ ৭৭৫৮০৫।

Contents

'উসামা বিন লাদেন—এর জিহাদের ডাক'

'উসামা বিন লাদেন-এর জিহাদের ডাক' নামে একটি প্রচারপত্র জনৈক পাঠক ভাই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়েছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে, উক্ত প্রচারপত্র বিতরণকারী 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' নামক 'আহলেহাদীছ' সংগঠনে তিনি যোগ দিবেন কি-না।

এর জবাব এই যে, জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপরে ফরয। ইসলাম বিরোধী সকলকিছুকে উৎখাত করে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই 'জিহাদ' বলা হয়। নিরন্তর হক-এর দাওয়াত ও জনমত সংগঠনের মাধ্যমে তাগূতকে পর্যুদস্ত করা যেমন জিহাদ, ইসলামবিরোধী সশস্ত্র তাগূতকে সশস্ত্রভাবে মুকাবিলা করাও তেমনি জিহাদ। বাকযুদ্ধ, মসিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, সর্বপ্রকার যুদ্ধ যদি ইখলাছের সাথে হয় ও পরকালীন মুক্তির জন্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা সবই জিহাদ। আল্লাহ্র রাসূলের তেইশ বছরের নবুঅতী জীবনে তাগূতের বিরুদ্ধে হক-এর দাওয়াতেই সময় কেটেছে বেশী। হিজরতের পরেই তাঁকে বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি সশস্ত্র যুদ্ধের মুকাবিলা করতে হয়েছে। যার অধিকাংশই ছিল আত্মরক্ষামূলক। তিনি বারবার শাহাদাতের আকাংখা করতেন। আমাদেরও সে আকাংখা থাকতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাগূতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদী ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। তাগূতী শক্তি যেভাবে যেপথে এগিয়ে আসবে, সেভাবেই ও সে পথেই তাকে বৈধভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

এখন আফগানিস্তানে সশস্ত্র তাগূতী হামলা চলছে। তাই সেদেশের মুসলমানদের প্রত্যেকের উপরে সশস্ত্র জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। যারা সক্ষম, তারা সরাসরি অস্ত্র হাতে ময়দানে নেমে গিয়েছেন। বাকীরা পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, মুজাহিদদের আশ্রয় দিয়ে বা অন্যান্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করছেন। এর মাধ্যমে তারাও জিহাদের নেকী পাবেন। একইভাবে আমাদেরকেও সকল প্রকার বৈধ পথে মুজাহিদদের সাহায্য করতে হবে। যেমন অর্থ, ঔষধ, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি প্রেরণ, মিছিল-মিটিং ও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে শত্রুপক্ষকে ভয় প্রদর্শন ও মুজাহিদদের মনোবল বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি। সর্বোপরি ছালাতের মধ্যে 'কুনূতে নাযেলাহ' পাঠের মাধ্যমে হামলাকারী তাগূতী শক্তি ও তার দোসরদের উপরে ইসলামী শক্তির বিজয় কামনা করে আল্লাহ পাকের গায়েবী মদদ প্রার্থনা করতে হবে। সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে সরাসরি সেখানে গিয়ে সশস্ত্র জিহাদে যোগদান করা মোটেই অসিদ্ধ নয়।

এক্ষণে ওসামা বিন লাদেনকে সঊদী সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ)-এর অনুসারী ও আহলেহাদীছ হিসাবে প্রচার করার পিছনে কুচক্রী মহলের কারসাজি আছে বলে মনে হয়। কেননা 'জিহাদ' সকল মুসলমানের উপরে ফরয। শুধু আহলেহাদীছদের উপরে নয়। উল্লেখ্য যে, দাওয়াত ও জিহাদ-এর নামেই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। জিহাদ ও শাহাদাতের যেকোন সুযোগকে আমরা নাজাতের পথ বলে স্বাগত জানাই। সরকারী বিধিনিষেধের বাউণ্ডারী দিয়ে শাহাদাতের এই পবিত্র আকাংখাকে কখনোই দমানো যাবে না। তবুও এই মুহূর্তে আমরা আমাদের কর্মী ভাইদেরকে অতি উৎসাহী হ'তে নিষেধ করছি। কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

উল্লেখ্য যে, প্রচারপত্রে কথিত 'জামা'আতুল মুজাহিদীন'-এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অনুরূপভাবে 'ক্বিতাল' বলে পরিচিতি লাভকারী চরমপন্থীদের প্রতিও আমাদের কোন সমর্থন নেই। আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় দূরদর্শিতার সাথে সম্মুখে পা ফেলতে হবে। যেন আমাদের এই জিহাদী কাফেলাকে মাঝপথে কেউ জিহাদের ধোকা দিয়েই ধ্বংসের সুযোগ নিতে না পারে।

জানা আবশ্যক যে, ইহুদী-নাছারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের টার্গেট কেবল আফগানিস্তান নয়। বরং পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অতএব নিজ দেশের লোকদেরকে এবিষয়ে সজাগ ও সংঘবদ্ধ করা দেশপ্রেমিক ও ইসলামপ্রিয় সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

আহ্বানে

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
নায়েবে আমীর

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'আফগান মুহাজির সাহায্য তহবিলে' দান করুন!

এতদ্বারা দানশীল ঈমানদার ও মানব দরদী ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিক মার্কিন হামলায় পর্যুদস্ত আফগান মুহাজির ভাই-বোনদের সাহায্য প্রেরণের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সেকারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা' ও 'সোনামণি' সহ সকল অঙ্গসংগঠন ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের সদস্য-সদস্যাকে তাদের একদিনের বেতন অথবা সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য স্ব স্ব যেলা বা এলাকা সভাপতিদের নিকটে 'আন্দোলন' অথবা 'যুবসংঘে'র রসিদের মাধ্যমে অথবা সরাসরি 'আফগান মুহাজির সাহায্য তহবিল'-এর নামে 'একাউন্ট পেঈ' চেক 'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী' এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

আহ্বানে

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
নায়েবে আমীর

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ